



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2018

প্রভু পরিবার - সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার

আজ বাপদাদা তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেখছেন। ব্রাহ্মণ পরিবার সবচেয়ে উঁচু পরিবার। সবাই তোমরা এটা ভালোভাবে জানো? বাপদাদা সবার আগে পরিবারের স্নেহময় সম্বন্ধে তোমাদের নিয়ে এসেছেন। তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাবা শুধু এই জ্ঞানই দেননি, বরং তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমার বাচ্চা। তিনি তোমাকে বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধে নিয়ে এসেছেন এবং এই সম্বন্ধে আসার কারণে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক জুড়ে গেছে। যেখানে বাপদাদা, ভাইবোনের সম্পর্ক জুড়ে গেছে সেখানে তাহলে কি হলো! প্রভু পরিবার। তোমরা কখনো স্বপ্নেও এমন ভাগ্যের কথা ভেবেছিলে যে সাকার রূপে ডায়রেক্ট প্রভু পরিবারে উত্তরাধিকারী হয়ে বরসার অধিকার লাভ করবে? উত্তরাধিকারী হওয়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। কখনও ভেবেছিলে স্বয়ং বাবা এসে তোমাদের, অর্থাৎ সব বাচ্চাদের মতো সাকার রূপধারী হয়ে বাবা এবং বাচ্চার বা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করাবেন? এমনকি সঙ্কল্পেও কখনো ছিলনা, সাকার রূপে প্রভু পালনা লাভ করবে। কিন্তু এখন তো অনুভব করেছে, তাই না! এইসব অনুভব করার ভাগ্য তখনই লাভ করেছে, যখন তোমরা প্রভু পরিবারের হয়েছে। সুতরাং কতো শ্রেষ্ঠ পরিবারের অধিকারী বাচ্চা হয়েছে তোমরা! কতো পবিত্র পালনায় পালিত হচ্ছে! কেমন করে অলৌকিক প্রাপ্তির দোলায় দুলছে! তোমরা এই সব অনুভব করেছে, তাই না! পরিবার বদলে গেছে। যুগ বদলে গেছে। তোমাদের ধর্ম, কর্ম সব বদলে গেছে। যুগ পরিবর্তন হওয়ার কারণে, তোমরা দুঃখের দুনিয়া থেকে সুখের দুনিয়ায় এসে গেছ। সাধারণ আত্মা থেকে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে গেছ। ৬৩ জন্ম তোমরা আবর্তনার সূত্রে থেকেছো, এখন সেই ধূলা-ময়লার আবর্তনার মধ্যেই তোমরা কমল হয়ে গেছ। প্রভু পরিবারে আসা অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য তোমাদের ভাগ্যরেখা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাওয়া। এটা প্রভু পরিবার, পরিবার অর্থাৎ বার থেকে পরে অর্থাৎ যেকোন আক্রমণের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া। প্রভুর বাচ্চাদের ওপর কোনো আক্রমণ হতে পারেনা। যেইমাত্র তোমরা প্রভু পরিবারের হয়েছে, সমস্ত প্রাপ্তির ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে গেছে, সদাসর্বদার জন্য। তোমরা এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেছ যে প্রকৃতিও দাসী হয়ে তোমরা সব প্রভুবাচ্চাদের সেবা করবে। প্রকৃতি প্রভুর পরিবারকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তোমাদের ওপর জন্ম জন্মান্তরের জন্য পাখা দোলাতে থাকবে। শ্রেষ্ঠ আত্মাদের স্বাগত জানাতে, রিগার্ড দিতে পাখা ঝোলানো হয়, তাই না! প্রকৃতি সদাকাল তোমাদের রিগার্ড দিতে থাকবে। প্রভু পরিবারের প্রতি আজও সকল আত্মাদের স্নেহ আছে। সেই স্নেহের আধারে আজও মানুষ গায়ন আর পূজন করে। প্রভু পরিবারের চরিত্রের স্মারক, শাস্ত্র ভাগবত, এখনও লোকে ভালোবেসে শোনে এবং শুনিয়ে থাকে। প্রভু পরিবারের এবং গডলি স্টুডেন্ট লাইফের, পঠন-পাঠনের স্মৃতিচিহ্ন শাস্ত্র গীতা কতো পবিত্রতার সাথে বিধিপূর্বক শোনে এবং শোনায়। প্রভু পরিবারের স্মরণিকও প্রসিদ্ধ এবং আকাশে সূর্য, চন্দ্র এবং লাকি নক্ষত্র রূপেও পূজনীয়। যারা প্রভু পরিবারের তারা বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসীন হয়, এইরকম তখত প্রভু পরিবার ব্যতীত আর কারও প্রাপ্ত হতে পারেনা। এটাই প্রভু পরিবারের বিশেষত্ব। যত বাচ্চা আছে, সব বাচ্চাই সিংহাসনাসীন হয়। আর কোনও রাজ পরিবারে সব বাচ্চার সিংহাসনের অধিকার থাকে না। কিন্তু প্রভুর বাচ্চাদের সকলের অধিকার আছে। সারা কল্পে কখনো দেখেছ এত বড় এত শ্রেষ্ঠ তখত যাতে সবাই অধিষ্ঠিত হতে পারে! প্রভু পরিবার এমন পরিবার যেখানে সবাই স্বরাজ্য অধিকারী হয়। তিনি তোমাদের সবাইকে রাজা করে দেন। জন্ম নিতেই সব বাচ্চাদের বাপদাদা

স্বরাজ্যের তিলক দিয়ে দেন । তিনি তোমাদের প্রজা হওয়ার তিলক দেননা, বরং রাজা হওয়ার তিলক দেন । মহিমা গাওয়াও হয়ে থাকে রাজ্য তিলকের, তাই না ! রাজ তিলক গ্রহণ করা উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে এই দিবস উদযাপন করা হয় । সবাই তোমরা রাজ তিলক দিবস পালন করেছে, নাকি এখনও করবে ? পালন করেছে, তাই না ! খুশির লক্ষণ, ভাগ্যের লক্ষণ, সঙ্কট দূর হওয়ার লক্ষণ হলো তিলক । যখন কেউ কোনো বিশেষ কাজে যায়, কার্য সফল হওয়ার জন্য তার পরিবারের সদস্যরা তাকে তিলক দিয়ে পাঠায় । তোমাদের সবার তো তিলক লেগেই গেছে, তাই না ! তিলকধারী, সিংহাসনধারী, বিশ্ব-কল্যাণের মুকুটধারী হয়ে গেছ, তাই না ! ভবিষ্যতের রাজমুকুট এবং তিলক এই জন্মের প্রাপ্তির প্রারম্ভ । বিশেষ প্রাপ্তির সময় অথবা প্রাপ্তির খনি প্রাপ্ত হওয়ার সময় এখন । এখন যদি না নাও তো ভবিষ্যৎ প্রারম্ভ লাভ হবেনা । এই জীবনের গায়ন দাতার বাচ্চাদের, বরদাতার বাচ্চাদের কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নয় । ভবিষ্যতে তবুও একটা অপ্রাপ্তি তো হবে, তাই না ! বাবার মিলন তো হবেনা, তাই না ! সুতরাং সর্ব প্রাপ্তির জীবনই ঈশ্বরীয় পরিবার । এইরকম পরিবারে তোমরা পৌঁছে গেছ, তাই না ! তোমরা নিজেদের বুঝতে পারছো তো তোমরা কতো শ্রেষ্ঠ পরিবারের ! যদি তোমাদের মহিমা করতে হয়, তবে অনেক রাত আর দিন কেটে যাবে । দেখ, ভক্তরা কীর্তন গাইতে গাইতে কতো দিন আর রাত কাটিয়ে দেয় । এখনো তারা গাইছে । তাহলে তোমাদের এইরকম নেশা আর খুশি সदा থাকে ? আমি কে , এই রহস্য সदा তোমরা মনে রাখো ? স্মৃতি-বিস্মৃতির চক্রে তোমরা ধরা দাও না তো ? এই চক্র থেকে তো তোমরা রেহাই পেয়েছ, তাই না ! স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ হদের অনেক জিনিসের চক্র থেকে নিস্তার পাওয়া । তোমরা এমনই হয়েছো, তাই না ? সবাই তোমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী, তাই তো ? তোমরা মাস্টার, তাই না ! সুতরাং মাস্টার সব জানে ! রোজ অমৃতবেলায় তোমাদের স্মৃতিতে রাখো, আমি কে ? তাহলেই সदा সমর্থ থাকবে । আচ্ছা !

বাপদাদা বেহদের পরিবারকে দেখছেন । বেহদের বাবা বেহদের পরিবারকে বেহদের স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন ।

যারা সदा শ্রেষ্ঠ পরিবারের নেশায় থেকে প্রভু পরিবারের মহত্বকে জেনে মহান হয়ে, সর্ব প্রাপ্তির ভাণ্ডার শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তকারী প্রভু রত্নদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

(গ্যানার আংকেল এবং আন্টির সাথে) সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা, মিলনের সাথে স্বাগত জানাচ্ছেন । তোমরা প্রতি মুহূর্তে যত স্মরণ করছো বাবাকে, তার রিটার্নে বাপদাদা তাঁর নয়ন তারায় সমাহিত করে তোমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের স্বাগত জানাচ্ছেন । এক বাবা'র গুণগান করে এমন বাচ্চাদের দেখে বাপদাদাও সেই ধরণের বাচ্চাদের বিশেষত্বের গীত গান । নিশিদিন প্রতি মুহূর্তে তোমরা তেমন গীতই তো গাও, তাই না ! যখন বাচ্চারা সেইরকম গীত গায় তো বাবা কি করেন ? যখন কেউ ভালো গীত গায় তো যারা শোনে তারা কি করে ? তারা না চাইলেও নাচতে শুরু করে দেয় । এমনকি, তারা নাচতে জানুক বা না জানুক, বসে বসেই তারা নাচতে শুরু করে দেয় । সুতরাং, বাচ্চারা যখন স্নেহের গীত গায়, তখন বাপদাদাও খুশিতে নাচেন, এই কারণে শঙ্করের ডান্স খুব প্রসিদ্ধ । সেবাও তো শুধুই নাচ, তাই না ! যে সময় সার্ভিস করো সেই সময় মন কি করে ? নাচে, তাই না ! সুতরাং সেবা করাও নাচই । আচ্ছা -

বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বিশেষ বিশেষত্ব দেখেন। জন্মানোর সাথে সাথেই বাপদাদার থেকে তিন তিলক তোমরা লাভ করেছো। সেই তিন তিলক কি? তোমাদের কাছে মুকুট আর সিংহাসন তো আছেই, কিন্তু তিন তিলক হলো বিশেষ। এক, স্বরাজ্যের তিলক যা তোমরা পেয়েই গেছ। দ্বিতীয়তঃ, জন্মানোর সাথে সাথেই সার্ভিসেবল-এর তিলক প্রাপ্ত হয়েছে। তৃতীয়তঃ, জন্মাতেই সর্ব পরিবারের এবং বাপদাদার স্নেহী এবং সহযোগী ভাবের তিলক। জন্মানোর সাথে সাথেই তিন তিলকের প্রাপ্তি, তাই না! অতএব, তোমরা ত্রিমূর্তি তিলকধারী। নিজেদের সদা এই ধরনের বিশেষ সেবাবাহারী মনে করো? ড্রামা অনুযায়ী অনেক আত্মাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে নিমিত্ত হওয়ার সেবাপ্রাপ্ত হয়েছে তোমরা। আচ্ছা। বাচ্চারা যত বাবাকে স্মরণ করে, ততোটা বাবাও স্মরণ করেন। সবচেয়ে বেশি অখন্ড অবিনাশী স্মরণ হলো বাবার স্মরণ। বাচ্চারা অন্য কাজেও বিজি (ব্যস্ত) হয়ে যায় কিন্তু বাবার তো শুধুমাত্র এটাই কাজ! অমৃতবেলা থেকে তিনি সবাইকে জাগানোর কাজ শুরু করেন। দেখ! কতো বাচ্চাদের তাঁকে জাগাতে হয়, তারপর আবার তারা দেশে-বিদেশে, তারা সবাই তো এক জায়গাতেও নেই। তবুও বাচ্চারা জিগুয়াসা করে বাবা সারাদিন কি করেন? বাচ্চাদের পরে বাবা ভক্তদের জাগান এবং তারপর বৈজ্ঞানিকদের প্রেরণা দেন। সব বাচ্চাদের দেখভাল তো করতে হয়! তারা গুণানীই হোক বা অগুণানী কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা সবাই সহযোগী। কতরকম বাচ্চাদের সেবা করতে হয় তাঁকে। সবচেয়ে বেশি বিজি কে? একমাত্র প্রভেদ এটাই যে শরীরের কোনো বন্ধন নেই। এখন, সবাই তোমরা কিছু সময় তো বাবা সমান হবেই, তোমরা মূলবতনে থাকবে। সবার এই আশা পূরণ হবে। আচ্ছা -

মধুবন নিবাসীদের সাথে : -

মধুবন নিবাসীদের মহিমা তোমরা তো জানোই। মধুবনের মহিমাই মধুবন নিবাসীদের মহিমা। প্রতি মুহূর্তে সাকারে কাছে থাকা, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে! তোমরা দ্বারে বসে আছো, ঘরে বসে আছো, তোমরা হৃদয়ে বসে আছো। মধুবন নিবাসীদের মেহনত করার আবশ্যিকতা নেই। যোগ লাগানোর প্রয়োজন আছে তোমাদের? তোমাদের যোগ তো লেগেই আছে। যারা যোগযুক্ত হয়েই আছে তাদের যোগযুক্ত হওয়ার মেহনতের প্রয়োজন হয়না। তোমরা স্বতঃযোগী, নিরন্তর যোগী। ট্রেনে যেমন ইঞ্জিন জুড়ে থাকে, আর সব কামরা রেল লাইনের ওপর থাকায় নিজে থেকেই চলতে থাকে, আলাদাভাবে চালানোর প্রয়োজন হয়না, সেইরকম তোমরাও মধুবনের লাইনের ওপরে আছো, ইঞ্জিন জুড়ে থাকলে তোমরা স্বতঃই চলতে থাকবে। মধুবন নিবাসী অর্থাৎ মায়াজিৎ। মায়্যা আসার চেষ্টা (কোশিশ) করবে কিন্তু যারা বাবার আকর্ষণে (কশিশ) থাকে তারা সদা মায়াজিৎ থাকবে। মায়ার চেষ্টা দূর থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। সবাই তোমরা খুব ভালো সেবা করো। তোমরা সেবার এক একজাম্পল। এখানে ওখানে সেবাতে কেউ যদি কোনো ওপর-নিচে করে তো সবাই মধুবনের বাসিন্দাদের উদাহরণ দেয় যে মধুবনে সবাই তোমরা ভালোবেসে নিজের ঘর মনে করে কতো অক্লান্ত সেবা করো, এটা সবাই বিশ্বাস করে। সেবাতে যেমন সবাই তোমরা নান্দার ওয়ান, শতকরা একশ' ভাগ (১০০%) মার্কস নিয়েছ, সেইরকম সব সাবজেক্টেই শতকরা ১০০ মার্কস থাকা প্রয়োজন। তোমরা বোর্ডে তো লেখ - হেল্থ, ওয়েল্থ এবং হ্যাপিনেস এই তিনের প্রাপ্তি হয়। অতএব, এই সব সাবজেক্টেও মার্কস প্রয়োজন। মধুবনবাসী বাবার কথা সবচেয়ে বেশি শোনে। প্রথম তাজা উৎপাদন তো মধুবনবাসীরই খাওয়া হয়। অন্যান্যরা তো তাদের টার্গ এলে একবার ব্রহ্মাভোজন খায়। সবাই তোমরা রোজ খাও। সূক্ষ্ম ভোজন এবং স্থূল ভোজন গরম এবং তাজা তোমরা লাভ করো। আচ্ছা -

নতুন কি প্রস্তুতি তোমরা তৈরি করছো ? তোমাদের ঘর ভালো করে অনেক ভালোবাসা দিয়ে সাজাচ্ছে। এটা মধুবনের বিশেষত্ব, প্রতিবার কোন না কোন অ্যাডিশন হয়। সবাই যেমন স্থূলভাবে নতুনত্ব দেখে, সেইভাবে তারা প্রতিবার নতুনত্ব দেখে যেন বর্ণন করে, এইবার মধুবনে আমরা এইরকম এইরকম প্রাপ্তির বিশেষ তরঙ্গ দেখেছি। বিভিন্নরকম তরঙ্গ, তাই না ! কখনো আনন্দের বিশেষ তরঙ্গ, কখনো ভালোবাসার, কখনো জ্ঞানের বিশেষত্বের। প্রত্যেকে যেন এই সকল তরঙ্গ দেখে। যেমন সাগর তরঙ্গে কেউ গেলে তাকে তরঙ্গিত হতেই হয়, নয়তো ডুবে যাবে, সুতরাং এই তরঙ্গ সব খুব স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে। এই কনফারেন্সে বিশেষ কি করবে তোমরা ? ভি.আই. পি. আসবে, সাংবাদিক আসবে, ওয়ার্কশপ হবে, এই সবই তো হবে, কিন্তু তোমরা সবাই বিশেষ কি করবে ? স্থূল দিলওয়াড়া মন্দিরের বিশেষত্ব কি ? প্রত্যেকটা ছোট ছোট কুঠুরির ডিজাইন বিভিন্নরকম। প্রতিটা কুঠুরির নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। এইজন্য এই মন্দির সব মন্দির থেকে আলাদা। অন্যান্য মন্দিরেও তো মূর্তি আছে, কিন্তু এই মন্দিরের যেখানেই যাও সেখানেই খোদাই করা বিশেষ ডিজাইন নজরে আসবে। একইভাবে, এই চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দিরে প্রত্যেক মূর্তির নিজ নিজ বিশেষত্ব প্রতীয়মান হওয়া উচিত। তারা যাকেই দেখুক, তাদের সেইরকম বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হতে দাও, যাতে প্রত্যেকের বিশেষত্ব অন্যদের তুলনায় আরও বিশেষ দেখে। যেমন সেখানে লোকে বলে, যিনি বানিয়েছেন এটা তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়, একইভাবে এখানে, তাদেরকে প্রত্যেকের বিশেষত্ব সম্পর্কে বর্ণন করতে দাও। তোমাদের এই বিষয়ে মিটিং করা উচিত। এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, করতে পারো। সত্যযুগে দেবতাগণ তাঁদের টিচারের থেকে খুব কমই শুনবে কিন্তু তাঁদের স্মৃতি খুব ধারালো হবে, স্মরণের জন্য মেহনত করার প্রয়োজন হবেনা। যেন এটা তাঁদের শোনা হয়ে গেছে, এটা শুধু ফ্রেশ হওয়া। মধুবনবাসীদের জন্যও সবকিছু সম্পন্ন হয়েই আছে। শুধু দূঢ় সঙ্কল্পের জন্য ছোট একটা ইশারা, ব্যাস, সেটাই সব। তোমরা খুব ভালো সঙ্কল্পও করো, কিন্তু তার মধ্যেও দূঢ় সঙ্কল্পে বারবার আন্ডারলাইন করো। আচ্ছা !

বরদানঃ - দিলারাম বাবার স্মরণে তিন কাল-কে ভালো বানিয়ে ইচ্ছা মুক্ত ভব

যে বাচ্চাদের হৃদয়ে এক দিলারাম বাবা স্মরণে আছেন, তারা সদা বাহ বাহ'র গীত গাইতে থাকে, তাদের মনে স্বপ্নতেও হয় শব্দ বার হয়না কারণ যা হয়েছে সেটাও বাহ, যা হচ্ছে সেটাও বাহ আর যা হবে সেটাও বাহ। তিন কালই বাহ বাহ অর্থাৎ ভালো থেকেও ভালো। যেখানে সবই ভালো সেখানে কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারেনা, কারণ সবকিছু ভালো বলা হবে, যখন তোমাদের সব প্রাপ্তি থাকবে। প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়াই ইচ্ছামুক্ত হওয়া।

স্লোগানঃ - তোমার সংস্কারকে এমন বিশুদ্ধ আর শীতল বানিয়ে নাও যে কোনো জোর বা কর্তৃত্বের সংস্কার ইমার্জই না হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত) হয়ে সার্ভিসের নেশা রেখে শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাও, কাগজে যদি কোনো সেবার কথা বের হয় তখন তা পড়ে সেই সেবায় লেগে যাও"

প্রশ্ন :-- তোমরা বাচ্চারা কখন বাবার নাম উচ্ছ্বল করতে পারবে ?

উত্তর :-- তোমাদের আচার আচরণ যখন রয়্যাল এবং গম্ভীর হবে । তোমাদের অর্থাৎ শক্তির আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত যেন ময়ূর । তোমাদের মুখ থেকে সবসময় রক্ত নির্গত হওয়া উচিত, পাথর নয় । যারা পাথর বের করে তারা বাবার নাম বদনাম করে । এরপর তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । বাবার হয়ে কোনো ধরনের বিকর্ম যেন না হয়, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নজর রাখতে হবে ।

গীত :-- আকাশ - সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । তারা বাবাকে স্মরণ করে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকারে চলে এসো । তিনি কি রূপের পরিবর্তন করবেন । এমন তো বলবেন না যে, কচ্ছ-মচ্ছ রূপ ধারণ করে এসো । তা নয় । এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । পবিত্র হওয়ার জন্য তাঁকে ডাকতে থাকে । যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে তারা কাকে ডাকে ? এখন এই গীত তো রেডিওতেও বাজে । কেউই কিন্তু তা বুঝতে পারে না । এখন তোমরা বাচ্চারা তো কাগজ ইত্যাদি পড় না । যদিও পড় বা লেখো, কিন্তু কাগজ পড়ার শখ থাকে না । বাকি রইলো গোপ, তাদের মধ্যেও কারোর কারোর সার্ভিসের শখ থাকে যে, কিভাবে খবরের কাগজের মাধ্যমে এই সেবার উপায় বের করা যায় । ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ তো অনেকেই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোটির মধ্যে কয়েকজন আছে যারা কাগজে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেবা করতে লেগে যায় । বাবা, মায়েদের রাইট হ্যান্ড বানিয়েছেন । খুব মুশকিলে গোপেরা আসে, কোনো বিশেষ লোকই যথার্থ রীতিতে শ্রীমতে অ্যাটেনশন দেয় । এ এক পয়েন্ট হলো ব্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচারের । ব্রষ্টাচারীরা ডাকতে থাকে ---- হে ভগবান এসো, এসে শ্রেষ্ঠাচারী বানাও । এখন সবাই ব্রষ্টাচারী । বলা হয় - যথা রাজা - রানী তথা প্রজা । যথা রাজা - রানীর অর্থ গভর্নমেন্ট তথা প্রজা মানে সাধারণ মানুষ । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, ভারত সদা শ্রেষ্ঠাচারী, স্বর্গ ছিলো । স্বর্গেও যদি ব্রষ্টাচারী থাকে, তাহলে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যাবে ? স্বর্গের স্থাপনা অবশ্যই বাবা করবেন, যাঁকে আমরা স্মরণ করি । ব্রষ্টাচারীরাই বাবাকে ডাকে, শ্রেষ্ঠাচারীরা ডাকে না । ভারত বড় শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক । তাহলে নরকে অবশ্যই ব্রষ্টাচারী থাকবে । শ্রেষ্ঠাচারীর প্রমাণ দেখাও । তোমরা চিত্র দেখিয়ে বলতে পারো ----বরাবর সত্যযুগে যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা ছিলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো, তাঁরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, তাই না । নামই তো হলো স্বর্গ । দ্বাপরে এমন শ্রেষ্ঠাচারী রাজা - রানীর মন্দির বানিয়ে মানুষ পূজা করে । তাহলে অবশ্যই নিজেরা ব্রষ্টাচারী । ওরা নিজেদের বলে থাক -- আমরা ব্রষ্টাচারী, কামী, ক্রোধী এবং পাপী । তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন... । ভারতে ব্রষ্টাচারীরা শ্রেষ্ঠাচারীদের মহিমা করে থাকে । ব্রষ্টাচারী রাজাদের কাছে শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির আছে । তারা তাঁদের মহিমা করে -- নমন, বন্দনা এবং পূজা করতে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- ধর্ম স্থাপনের কারণে উপর থেকে যে আত্মারা আসে তাঁরা অবশ্যই সতোপ্রধান এবং শ্রেষ্ঠাচারী হবে । যদিও এ মায়ার রাজ্য তবুও প্রথমে যাঁরা আসবেন তাঁরা সতোপ্রধান হবেন, তাই তো তাঁদের মহিমা হয় । তারপর তাঁরা সতো, রজো এবং তমোতে আসে

। দেবতারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন । সকলকেই সত্য, রজো এবং তমোতে আসতে হবে, ব্রষ্টাচারী হতেই হবে । খবরের কাগজে লেখা হয় -- কোনো সংস্থা আছে যারা এই ব্রষ্টাচার বন্ধ করার জন্য পুরুষার্থ করছে । এখন ব্রষ্টাচারীরা শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির বানিয়ে পূজা করে এসেছে । তোমরাই পূজ্য শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, তোমরাই পূজারী ব্রষ্টাচারী হয়েছো এরপর পূজ্য দেবী - দেবতাদের বসে পূজা করছো । এখন তোমরা লিখতে পারো যে, সত্যযুগে যথা রাজা - রানী তথা প্রজা ছিলো, সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো । এরপরে কলা কম হতে থাকে । ভারতকে নামতেই হয় । এই খেলা ভারতেই উপরেই হয়েছে । অর্ধেক কল্প ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো । সদা একরস থাকে না । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় তো আসতেই হবে । ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে । মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । বাবা বলেন - যখন অতি মাত্রায় ব্রষ্টাচার হয়, তখন আমি আসি । পতিতকে ব্রষ্টাচারী এবং পবিত্রকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয় । এ তো সম্পূর্ণ বোঝার কথা ।

শ্রীমদ্ ভগবৎ বলা হয় । শ্রীমত কি করে ? এই শ্রীমত তো শ্রেষ্ঠ রাজারও রাজা করে । বলা হয় যে, এই মাঝাকে জয় করো তাহলেই তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে । দেখো এটা এমন, যেমন ক্রাইস্টের ৩০০০ বছর পূর্বে ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো । ভারত সোনার পাখির মতো ছিলো । স্বর্গে যথা রাজা রানী তথা প্রজা সকলেই সুখী ছিলো আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন সবাই ব্রষ্টাচারী হতে শুরু করে । নিজেরাই বলে যে, আমাদের অফিসারদের মধ্যে ব্রষ্টাচার আছে । রাজা - রানী তো আর এখন নেই যে, যারা বলবে প্রজাদের মধ্যে ব্রষ্টাচার আছে । এখানে তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । এখানে সকলেই ব্রষ্টাচারী । প্রথমে তো গভর্নমেন্ট শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার প্রয়োজন । তাদের কে করবে ? এখন তোমরা গরীব বাচ্চারা এক নম্বর শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে । বাবা বলেন, আমি এসে সকলকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাই । ড্রামা অনুসারে এই সমস্ত খেলাই বানানো আছে । আবার সেই একই গীতা চিত্র আদি আসবে । বাংলায় কালীর মন্দির আছে । মানুষ কালী মা - মা বলে প্রাণ দিয়ে দেয় । এখন এমন কালী মা বা চণ্ডিকা দেবী কোথা থেকে এলো ? নাম তো দেখো, কেমন । যারা এখান থেকে ভাগলি হয়ে যায় তারা প্রজাতে চণ্ডাল হয়ে যায় । কিন্তু যারা এখানে থেকে বিকর্ম ইত্যাদি করে তারা রয়্যাল ঘরানায় চণ্ডাল হয় । তবুও অবশেষে তারাও মুকুট, রাজ পোশাক পায় কেননা এখানে বাবা তো তাদের দণ্ডক নিয়েছেন তাই না, তাই চণ্ডিকা দেবীর পূজা হয় ।

জ্ঞান তো অনেক গুহ্য কিন্তু কেউ যদি তা ধারণ করতে পারে । যেমন ব্যারিস্টারদের কেউ কেউ লাখ টাকা কামায়, কারোর আবার ছেঁড়া কোট থেকে যায় । এ তো বেহদের পড়া । বাবা যা বিস্তার করে বুঝিয়েছেন তা সারে এনে পাঁচ মিনিটের ভাষন তৈরী করে কাগজে দেওয়া উচিত । এও জিজ্ঞেস করা উচিত যে, হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? তখন কেউই বলতে পারবে না । তারা কিছুই জানে না । তোমাদের অর্থাৎ শক্তির চলন এমন গম্ভীর হওয়া উচিত যেমন ময়ূরীর চলন । মুখ থেকে যেন রক্ত নির্গত হয়, পাথর নয় । ওরা তো পাথরই মারবে । তোমরা কখনোই পাথর মেরো না । নাম বদনাম করো না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :-- এখানে ভালো বা মন্দ সব মানুষই আছে । সত্যযুগে এমন অক্ষর থাকবে না । খারাপ বা পাপ আত্মা অক্ষর থাকবে না সেখানে । ওখানে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । বাচ্চারা জানে যে -- আমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলাম । এই ভারত, যা একসময় দেবী - দেবতার রাজস্থান ছিলো তা এখন পুরানো হয়ে গেছে । মানুষ জানেই না যে, এ হলো সঙ্গম যুগ । এখন এখান থেকে লঙ্গর উঠে গিয়েছে । আমরা এই দুনিয়া থেকে পার হয়ে যাবো । বাবা তো কান্ডারী, তাই না । তিনি আমাদের নৌকা পারে নিয়ে যান । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছি । ভক্তরা জানে না যে, আমরা ধাক্কা খাচ্ছি । ওরা তো অনেক দূরে দূরে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের কেবল স্মরণ করতে হবে । এমন নয় যে, আমরা স্মরণ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যাই । মায়া কিন্তু অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । আত্মাই পরমাত্মার আশিক হয় - এ কথা কেউই জানে না । পরমাত্মা হলেন মাশুক । তাই বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে খুবই প্রেমী হয়, তারা মাশুককে স্মরণ করে । আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে -- আমরা নিরন্তর স্মরণ করতে থাকবো । এই "স্মরণ" অক্ষরও ভক্তিমার্গের । আমরা বাবাকে স্মরণ করি । প্রবৃত্তি মার্গের অক্ষর হলো "স্মরণ" । এ খুবই মিষ্টি । তোমরা বলো যে, আমরা ভুলে যাই । আরে, বাচ্চারা খোড়াই বলতে পারে যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই । এই স্মরণ তো খুবই সুন্দর । তাই নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত । তোমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছো । তোমাদের খুশীও হওয়া উচিত । যারজন্য বলা হয় -- তুমিই মাতা - পিতা... । বরাবর আমরা আশীর্বাদী বর্ষা পেয়ে এসেছি । এই স্মরণেই পরিশ্রম । তোমাদের অনেক বড় আমদানী, অনেক বড় প্রাপ্তি । কেবল চুপ করে স্মরণ করতে হবে । আচ্ছা ।

২ -- তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া কেউই জানে না যে সঙ্গম যুগ কখন হয় । এই কল্পের সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক । এইসময় বাবা এসে রাজযোগ শেখান । সত্যযুগের জন্য অবশ্যই তো মাঝে সঙ্গম যুগ আসবে । এ তো সবাই মানুষ । এদের মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ, কেউ উত্তম । ওরা দেবতাদের সামনে মহিমা করে -- তুমি পুরুষোত্তম, আমি কনিষ্ঠ । নিজেরাই বলে -- আমরা এমন ।

এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া কেউই জানে না । একে কিভাবে বিজ্ঞাপন করা যায় যাতে মানুষ জানতে পারে । সঙ্গম যুগে ভগবান এসেই রাজযোগ শেখান । তোমরা জানো যে, আমরা রাজযোগ শিখছি । এখন এমন কি যুক্তি করা যায়, যাতে মানুষ জানতে পারে কিন্তু সবই হবে ধীরে ধীরে । এখনো সময় বাকি আছে । অনেক চলে গেছে, অল্পই আছে । আমরা বললে মানুষ খুব শীঘ্র পুরুষার্থ করবে । না হলে তো জ্ঞান এক সেকেণ্ডেই পাওয়া যায়, যাতে তোমরা সেই সময়ই এক সেকেণ্ডে জীবন মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের মাথার উপরে তো অর্ধেক কল্পের পাপ জমা আছে, তা খোড়াই এক সেকেণ্ডে কাটবে । এতে তো সময় লাগে । মানুষ মনে করে, এখন সময় বাকি আছে, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমারীর কাছে কেন যাবো । ভাগ্যে না থাকলে উদ্ধারকর্তাকেও ভুল বোঝে । তোমরা বুঝতে পারো যে - এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ । হীরের মতো - এমন গায়ন তো আছেই । তাও কম হয়ে যায় । গোল্ডেন এজ সিলভার এজ, এই সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড এজ । সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ । এ কথা তোমরাই জানো যে, স্বর্গের থেকেও এই সঙ্গম যুগ ভালো, এখানে জন্ম হলো হীরে তুল্য । অমরলোকেরও তো গায়ন আছে । তারপর কম হতে থাকে । তোমরা এ কথাও লিখতে পারো যে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ হলো গোল্ডেন, ত্রেতা হলো সিলভার । এও তোমরা বোঝাতে পারো যে - এই সঙ্গমেই আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই । আট রঞ্জের আংটি যখন বানানো হয় তখন ডায়মন্ডকে মাঝে রাখা হয় । সঙ্গমের শো হয়ে থাকে । সঙ্গম

যুগ হলোই হীরের মতো । এই হীরের মান সঙ্গমের উপরেই । এখানে যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় যাকে আধ্যাত্মিক যোগ বলা হয় । এই আধ্যাত্মিক হলো বাবা । এই রুহানী বাবার রুহানী জ্ঞান এই সঙ্গমেই পাওয়া যায় । যে মানুষের মধ্যে দেহ - অহংকার থাকবে তারা এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে মানবে ? গরীব ইত্যাদিদের বোঝানো যায় । তাই এও লিখতে হবে যে সঙ্গম যুগ হলো হীরের যুগ । এর আয়ু এতো । সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ, তো তার আয়ু এতো । শাস্ত্রেও স্বস্তিকা দেখানো হয় । বাচ্চারা তোমাদেরও যদি এই কথা স্মরণে থাকে তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত । স্টুডেন্টসদের তো খুশী হয়, তাই না । স্টুডেন্ট লাইফ হলো বেস্ট লাইফ । এ তো সোর্স অফ ইনকাম । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা । দেবতারা তো এই বিশ্বের মালিক ছিলেন । এ তো তোমরা জানোই । তাই তোমাদের অতিমাত্রায় খুশী হওয়া উচিত । তাই গায়ন আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ - গোপীকে জিঞ্জেস করো । টিচার যদি অন্ত পর্যন্ত পড়ায় তাহলে তাঁকে অন্ত পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত । ভগবান পড়ান আবার ভগবানই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । মানুষ সেই লিবারেটর এবং গাইডকে ডাকে । আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো । সত্যযুগে দুঃখ থাকবেই না । বলা হয় এই বিশ্বে শান্তি হোক । তোমরা বলো - আগে কখন ছিলো ? সেই যুগ কোন্ যুগ ? কেউই তা জানে না । রাম রাজ্য হলো সত্যযুগ আর রাবণ রাজ্য হলো কলিযুগ । এ তো তোমরা জানো, তাই না । বাচ্চাদের এই অনুভব শোনানো উচিত । ব্যস, মনের কথা কি শোনাবো । বেহদের বাবা! বেহদের বাদশাহী দেন যিনি, তাঁকে পেয়েছি, আর কি অনুভব শোনাবো ? আর কোনো কথাই নেই । এমন খুশী আর কোথাও হয় না । কখনোই কারোর উপর রাগ করে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয় । এ যেন নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করা । পড়ার ওপর রাগ করলেও কি শিখবে ? বাবাকে ব্রহ্মার দ্বারা পড়াতে হবে । তাই একে অপরের উপরে কখনোই রাগ করা উচিত নয় । এ হলো মায়া । যজ্ঞে তো অসুরদের বিঘ্ন হয়ই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং শুভরাত্রি ।
রুহানী বাচ্চার রুহানী বাবাকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১). শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করতে হবে । এমন চালচলন কখনোই করবে না যাতে নাম বদনাম হয় । মুখ থেকে সদা রত্ন বের করবে, পাথর নয় ।

২) বেহদের গুহ্য (গভীর রহস্য যুক্ত) পড়াকে বিস্তারে শুনে তাকে সার করে নিয়ে অন্যের সেবা করতে হবে । শ্রীমতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে ।

বরদান :-- সময়ের গতি অনুযায়ী সর্ব প্রাপ্তিতে ভরপুর থেকে মায়াজিত হওয়ার জন্য তীর পুরুষার্থী ভব

বাপদাদা যাই প্রাপ্তি করিয়েছেন, সেইসব প্রাপ্তি নিজের মধ্যে জমা করে ভরপুর থাকো, কোনকিছু কম যেন না থাকে ॥ যেখানে ভরপুরতায় কম থাকবে, সেখানে মায়া হেলিয়ে দেবে । মায়াজিত হওয়ার সহজ সাধন হলো -- সদা প্রাপ্তিতে ভরপুর থাকো । কোনো একটি প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়ে না, সর্ব

প্রাপ্তি সম্পন্ন থাকো । সময়ের গতি অনুযায়ী যে কোনো সময় যা কিছু হতে পারে তাই তীব্র পুরুষার্থী হয়ে এখন থেকে ভরপুর থাকো । এখন নয় তো কখনোই নয় ।

স্লোগান :-- সত্যতা এবং নির্ভরতার শক্তি সাথে থাকলে কোনো কারণই হেলাতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অন্তর্মুখী হয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকো, সদা শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো তাহলে তোমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ হবে, এই সময়টি হল নিজের ভাগ্য নির্মাণের"

প্রশ্ন: - বাচ্চারা তোমাদের উঁচু বা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কি, যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির ভাগ্যকে জানতে পারো ?

উত্তর : - স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া - এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ভাগ্য। তোমরা ব্রাহ্মণ এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ। তোমরা নিজের ভাগ্যকে জেনেছ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির ভাগ্যকেও জেনেছ। বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের হীরে সম ভাগ্য নির্মাণ করতে। স্মৃতিতে যেন থাকে স্বয়ং ভগবান আমাদের ভাগ্য নির্মাণের জন্যে পড়াচ্ছেন ফলে ভাগ্য উদয় হতেই থাকবে।

গীত :- আগত দুনিয়ার তুমি হলে সেই চিত্র, যাকে দেখে করবে গর্ব বিশ্ব, সেই দুনিয়ার তুমি হলে সৌভাগ্য....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের দুটি শব্দ শুনেছে। শুনলেই নিজের ভাগ্যের নেশা গভীর হওয়া উচিত। এ হল অবিনাশী নেশা, কম হওয়া উচিত নয়। কোনো মানুষ বিত্তবান পদম পতি হলে রাত দিন এই নেশায় থাকে যে আমরা খুব ধনবান, সম্পত্তিবান। নেশা হয় সম্পত্তির। বাবা হলেন ভাগ্য নির্মাতা। এখন তো ভাগ্যহীন অবস্থা হয়েছে। কড়ি সম ভাগ্য নাকি হীরে সম - সে তো তোমরা বিচার করতে পারো। বেহদের বাবা সম্মুখে বসে ভাগ্য নির্মাণ করছেন। সেসব তোমরা জানো, দেখছ। পরম পিতা পরমাত্মাকে দেখছ ? নাকি জেনেছ ? বাচ্চারা জানে আমরা হলাম আত্মা। যদিও আত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু অবশ্যই আছে। আমরা হলাম আত্মা, স্টার সম। ব্রুকুটির মধ্য স্থলে অবস্থিত। এইসময় বাচ্চারা তোমাদের আত্মা অভিমানী হতে হবে। এই দেহে যে বাস করে তাকে আত্মা বা দেহী বলা হয়। আত্মার গর্ব (অভিমান) হয় যে পরম পিতা পরমাত্মা এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বাচ্চারা পিতার কাছে জন্ম নিলে উত্তরাধিকারী হয়। তখন কেউ পাই পয়সার ভাগ্য অর্জন করে, কেউ আবার কিছুই প্রাপ্ত করেনা। শুধুমাত্র জন্ম লাভ করে। কারো ৫-৬ টি সন্তান থাকে। কম টাকার চাকরি পেলে ভাবে এই আমাদের ভাগ্যে ছিল। যখন অন্যদের দেখে - তাদের ভাগ্যে রয়েছে মহল, সম্পত্তি, মুকুট, সিংহাসন। মানুষের ভাগ্যের ভিন্নতা আছে কিনা। অতএব এখন তোমরা নিজেদের ভাগ্যকে জানো যে কিরূপ ভাগ্যের জন্যে আমরা পুরুষার্থ করি। ধনের জন্যে, সুখের জন্যে। মানুষ পুরুষার্থ তো করেই থাকে। ধনী মানুষ অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা করে। তারা ভাবে ধন থাকলে ভালো চিকিৎসা হবে। আসল ধন-ই হল মুখ্য কথা। তোমরা খুব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হও শ্রীমতের দ্বারা। বাচ্চারা জানে বাবা উঁচু থেকে উঁচু ভাগ্যের অধিকারী করেন কারণ তিনি নিজেই হলেন সর্বোচ্চ। এখন তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছ তাইনা। মা-বাবার কাছে বসে আছ। কেউ রাজা রানী রূপে চিন্তা করে যে আমরা এমন কর্ম করেছি যে রাজার ভাগ্য প্রাপ্ত করেছি। এখন তোমরা জানো আমরা যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র দেখি তাঁরাও নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে ভাগ্য নির্মাণ করেছে। তোমরা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছ। মানুষের বুদ্ধিতে এইসব আসবেনা। এত ধনবান মানুষ, তারা এমন ভাগ্য কোথায় পেয়েছে ? বলবে পূর্ব জন্মে এমন কর্ম করেছে যে এমন ধনী মানুষ হয়েছে। কর্মের ফল কিনা। গায়নও আছে কর্মের গতি অতি বিচিত্র। মানুষ পূর্ব জন্মের

কর্ম অনুসারে ভোগ করে। এখন তোমরা উচ্চতম লক্ষ্মী নারায়ণের ভাগ্যের সমকক্ষে এসেছ। তাঁরা যে সত্যযুগের মালিক হন তাঁদের কর্মের গতি কে এমন করেছে তাঁরা যে বিশ্বের মালিক হয়েছেন। তোমরা সম্পূর্ণ চক্রকে জেনেছ।

তোমরা ব্রাহ্মণ এখন স্ব দর্শন চক্রধারী হয়েছ। অন্য ব্রাহ্মণরা স্ব দর্শন চক্রধারী হবেনা। তারাও ব্রাহ্মণ, তোমরাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা মুখবংশী। নিশ্চয়ই ব্রহ্মাও কারো সন্তান হবেন। তিনি হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন রচয়িতা, ওঁনার কোনো পিতা নেই। অতএব এখন তোমাদের ভাগ্য পরম পিতা পরমাত্মা তৈরি করছেন। পিতার দ্বারা-ই ভাগ্য নির্মাণ হয়। কাকা, মামা ইত্যাদির দ্বারা নয়। হ্যাঁ , কারো হতেও পারে। যদি তারা অ্যাডপ্ট করে তাহলে। তোমাদেরও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে, ড্রামা অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন। ওঁনার চেয়ে উচ্চতম কেউ নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য বাচ্চা আছে। উনি বাবার কাছে কি বর্সা প্রাপ্ত করেন। তোমরা বুঝেছ যে শিববাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা এবং ব্রহ্মা হলেন সব জীব আত্মাদের পিতা। যার ফলে তোমরা সম্পর্কে ভাই-বোন হয়ে যাও। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের বলেন - দেখেছ, তোমাদের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে কত ভাগ্যবান করি। যথাযথভাবে সত্যযুগের আদি কালে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ বা এই স্বর্গবাসীদের রাজধানী ছিল। তাঁদের ভাগ্য কত শ্রেষ্ঠ কত উঁচু করেছেন। এই রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রদান করেছিলেন। তাঁরা সেই ভাগ্য ভোগ করে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছেন। এখন পুনরায় সেই ভাগ্য তৈরি করছেন। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। জ্ঞানের সাগর শিববাবা ছাড়া এ সব কেউ বোঝাতে পারেনা। এমন বাবা হলেন কত প্রিয়, লাভলী। বাবাও বলেন বাচ্চারা তোমরাও হলে লাভলী। তোমাদের আমি আদেশ করি যে নিরন্তর আমায় স্মরণ করার অভ্যাস কর তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা এখন এই ব্রহ্মা দেহে সন্মুখে বিরাজিত আছেন। বাবা বুঝিয়েছেন আমি তো সর্বদা নিরাকার। আমার নাম শিব। আমি সাকারে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিনা। এখন আমি এসেছি। তোমরা জানো কে কথা বলছেন! তোমাদের বুদ্ধি উর্ধ্বে গমন করে। তিনি হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন ভাগ্য বিধাতা। হেভেনলি গড ফাদার হেভেনের রচনা করবেন তাই না ! তোমরা জানো বাবা কিভাবে ব্রহ্মা দেহে উপস্থিত হয়ে সন্মুখে কথা বলছেন। বলেন প্রিয় বাচ্চারা , এবার ড্রামা পূর্ণ হয়েছে। আত্মা শোনে। আত্মা-ই জানে যে এই কথাটি যথার্থ। বাবা বলেন যত পারো আমায় স্মরণ করো এবং সৃষ্টি চক্রের নলেজ তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে। কারো ভালোরকম ধারণা হয়, কেউ ভুলে যায়। এখন তোমরা বসে আছ, তোমাদের এই জ্ঞানের অমৃত দেওয়া হচ্ছে অথবা নলেজ প্রদান করা হচ্ছে। সামনে শিববাবা বসে আছেন। তিনি জনম-মরণের চক্রে আসেন না। তোমাদের তো জন্ম প্রতি জন্ম নাম, রূপ, দেশ, কাল পরিবর্তন হয়। পৃথক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইসব কত গুহ্য কথা। তোমাদের আত্মা ক্ষণে ক্ষণে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এই সময়ে তোমাদের যা রূপ, অন্য জন্মে তেমনি রূপ হবেনা। একে অপরের সাথে মিল থাকেনা। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ নেয় তখন আত্মার কার্যকলাপ, চিন্তাধারা সব বদলে যায়। আত্মাকে অনেক বিভিন্ন পার্ট প্লে করতে হয়। ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল সমন্বয়ে পার্ট প্লে করে। পার্টও পরিবর্তিত হয় - কখনও রাজার, কখনও প্রজার। এমন নয় কখনও কুকুর বেড়াল হবে। না। এখন তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। মাগ্না-বাবাও পুরুষার্থ করছেন। ভবিষ্যতে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে।

আমরাও যত নিজের ভাগ্য তৈরি করার পুরুষার্থ করব ততই সুখ প্রাপ্ত করব। বিশাল এই উপার্জন ! তারা তো অল্পকালের সুখের জন্যে পড়াশোনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। অন্য জন্মের কথা নেই। তাও হতেও পারে, নাও হতে পারে, এমন হওয়া সম্ভব। তোমরা তো বুঝেছ আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গে নিশ্চয়ই যাব। সেখানে দেবী দেবতা রূপে পরিচয় পাব। এই কথা কখনও ভুলবেনা যে আমরা বাবার কাছে স্বর্গের সেই দিব্য সিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত করবই। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হবই। গড ফাদার আমাদের শিক্ষা দেন সেসবও তো বুদ্ধিতে আসে। আমরা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্যে নিজের প্রালব্ধ তৈরি করি। এই সময় যত পুরুষার্থ করবে ততই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণ হবে। সেই ভাগ্য কল্প কল্প অক্ষুণ্ণ থাকবে তাই এইসময় ভাগ্য প্রাপ্তির জন্যে ভালোরকম পুরুষার্থ করা উচিত। খুব বিশাল এই ভাগ্য প্রাপ্তি। অগাধ সুখ আছে। যদিও এখানে অনেকের কাছে কোটি কোটি ধন আছে কিন্তু পাই পয়সার সুখ নেই। সেখানে তো পরম শান্তিতে আরামে প্রালব্ধ ভোগ করবে। এখানে তো কত বিপদ আপদ আছে। কিছু সময় পরে অনেকে দেউলিয়া হবে। অনেকের মৃত্যু হবে। যদিও ইনসিওরেন্স থাকবে তবুও ইনসিওরেন্স কোম্পানিই বা কি করবে ? হিরোশিমার কি অবস্থা হয়েছিল! কত জনের মৃত্যু হয়েছিল! ইনসিওরেন্স কোম্পানি দেউলিয়া হয়েছিল। এখানেও সেরকম হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি কাকে ধন প্রদান করবে ? একে অপরের জন্যে কে প্রদীপ দেবে ?

মানুষের মনে কত অন্ধ বিশ্বাস আছে ! বিখ্যাত মানুষদের কত খাতির করে। ঋষি মুনিদেকে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। যদিও ধর্মে বিশ্বাস নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীদের চরণে প্রণাম করে। সাধু সন্ন্যাসীদের চরণে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। সন্ন্যাসীরা তাদের প্রণাম করবেনা, কারণ জানে যে আমরা উঁচু, আমরা পবিত্র। এইসব তো বাবা বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা - আমি তোমাদের নমস্কার করি। তোমরা হলে আমার মাথার মুকুটের ময়ূর। তোমরা হবে বিশ্বের মালিক। ব্রহ্মান্ডেরও তোমরাই মালিক হও। তোমরা ডবল মালিক হও। আমি একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই। এমন কথা বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা। তাহলে এমন বাবাকে কত স্মরণ করা উচিত, যাঁর কাছে এমন শ্রেষ্ঠ বর্ষা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - দেখো, কত বাচ্চারা এখান থেকে যায়। তারপর ৬ মাসে মুশকলে পত্র লেখে। আরে, প্রাণ দাতা প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাবাকে পত্র লেখেনা। স্ত্রী পুরুষ একে অপরকে পত্র লেখে তো প্রাণেশ্বর লেখে, বাস্তবে তারা কেউ প্রাণেশ্বর নয়। প্রাণেশ্বর হল একমাত্র বাবা। সকল প্রাণের ঈশ্বর পিতা হলেন একজন। তিনি বলেন - প্রাণেশ্বর বাচ্চারা অর্থাৎ প্রাণ রক্ষাকারী ঈশ্বরের সন্তান। বাচ্চারাও বলে প্রাণেশ্বর বাবা, আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী বাবা। এখান থেকেই এই নাম প্রচারিত হয়েছে। ভারতেই এমন প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী নাম লেখা হয়। কিন্তু সেসব নেই। প্রাণ দান কেবল বাবা-ই করেন। বাবা বলেন তোমরা আমার আপন হও ফলে তোমাদের কেউ দুঃখ দিতে পারেনা। আত্মা-ই দুঃখ পায়, আত্মা অনুভব করে বাবা কত ভালোবেসে বোঝান। স্মরণও ঔঁনাকেই করে, মহিমাও ঔঁনারই করা হয়। মাঝ্মাকেও কত স্মরণ করা হয়। যে খুব ভালো সার্ভিস করে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। তার পরের সেকেন্ড নম্বরে থাকে যে সার্ভিসে বাবাকে ফলো করে। তোমাদের খুব দয়ালু হতে হবে। যেমন বাবা আমাদের তৈরি করেছেন , আমাদেরও অন্যদের সেরকম তৈরি করতে হবে। বিশাল সম্পত্তির প্রাপ্তি হয় কিনা - স্বর্গের রাজধানী ! সেখানে আমরা এত বিত্তবান হই যে সোনা-হীরে দিয়ে মহল তৈরি করব। মায়া জাদুকরের একটি খেলা দেখানো হয়। সে দেখে সোনার ইঁট পড়ে আছে, ভাবে কয়েকটা সপ্তে নিয়ে যাই। তোমরাও সাক্ষাৎকারে স্বর্গে হীরে-জহরতের মহল দেখো। সোনার খনি দেখে ভাবো যে একটু সপ্তে নিয়ে যাই। সূক্ষ্মবতনে সোনা

পাওয়া যায়না। সোনা থাকে বৈকুণ্ঠে। তোমরা জানো সেখানে খনি থেকে আমরা বিমানে গিয়ে বিমান ভরে সোনা আনব। সোনার বড় বড় ইঁট হয়। এখনও ধনীদেব কাছের সোনা তো আছে তাইনা। ভারতকে সোনা-রূপা তো নিশ্চয়ই রাখতে হবে। সবার কাছে বড় বড় গুহা নির্মিত রয়েছে, যাতে তাদের ধন কেউ লুট করতে না পারে। আগুনে না পড়তে পারে। অর্থাৎ সেসব ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে আসবে। যে বিমান ইত্যাদি দ্বারা এখন বোমা বর্ষণ হয়, বিনাশের জন্য সেই সব জিনিস আবার সুখের নিমিত্তে কাজে আসবে। সত্যযুগে এইসব ছিল যা এখন লুপ্ত প্রায়। এখন আবার তৈরি হয়েছে। তোমরা জানো কিভাবে খনি থেকে নিয়ে আসা হয়। সব খনি নষ্ট হয়ে যায়। এখন হয়েছে সবই পুরানো। সুতরাং এমন ভাগ্য নির্মাতা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করা উচিত। এই বিষয়ে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন একের প্রতি মোহ যুক্ত হও। স্বর্গকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ করার কাজে গাফিলতি করবেনা। শ্রীমৎ অনুসারে ভালোভাবে চলে পড়াশোনার আধারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হতে হবে।

২) প্রাণেশ্বর বাবার স্মরণে থেকে সবাইকে প্রাণ দান করতে হবে। সবার প্রাণ রক্ষা করতে হবে। কাউকে দুঃখী করবেনা।

বরদান : - সদা সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করে নির্ভয় ও নিশ্চিত থাকতে পারা বাপদাদার হৃদয়াসীন ভব

ব্যাখ্যা: বাপদাদার হৃদয়-আসন হল সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যে সদা বাবার হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকে সে সুরক্ষিত থাকে। তার কাছে মায়া আসতে পারেনা। এমন হৃদয়াসীন আত্মা হয় নির্ভয় ও নিশ্চিত - এ হল নিশ্চিত, অটল। অতএব হৃদয়াসনে বিরাজিত হও। এই নেশায় থাকো যে এখন আমরা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত আছি এবং অনেক জন্ম রাজ্য সিংহাসনে বিরাজিত থাকব। এই রুহানী নেশায় থাকলে দুঃখের ডেউ আসবেনা।

স্লোগান - বুদ্ধিতে কোনোরকম বোঝা না থাকলে বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।

০৪-০৭-১৮ : প্রাতঃমূরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এবার তোমাদেরকে পবিত্র জীবাত্মা হতে হবে। বর্তমান সময়ে কেউই পবিত্র জীবাত্মা নয়, তাই কোনও মতেই নিজেদেরকে মহাত্মা বলতে পারো না"

প্রশ্ন :- কোন্ বাঙালা সত্যযুগী রাজস্বের পুরস্কার পেয়ে থাকে ?

উত্তর :- যে শ্রীমৎ অনুসারে স্মরণের দৌড় প্রতিযোগিতার নম্বর ওয়ান হতে পারে, সে সত্যযুগী রাজত্বের পুরস্কার পায়। তীর্থগতিতে দৌড়োতে পারলে, যেমনি রেজিস্টারে তার নাম প্রথম দিকেই থাকবে, তেমনি ভাল পুরুষ্কারের যোগ্যও হবে। তাই তোমরা দূরদর্শী বাচ্চা হয়ে অনেক দূরের দৌড় প্রতিযোগিতা করো। মুহূর্তেই গন্তব্যে অর্থাৎ পরমধামে পৌঁছে আবার ফিরেও আসো। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, সর্বাগ্রে মুক্তিধামে পৌঁছতে হবে, তারপরে জীবন-মুক্তিতে যেতে হবে। তাই তোমাদের মতন তীর্থগতির অন্যেরা কেউ হতে পারে না।

গীত :- অবশেষে আজ এলো
সেই দিন।
যে দিনের অপেক্ষায়
ছিলাম এতদিন।।

ওঁম্ শান্তি! একথা কে জানতে পারে যে অবশেষে সেইদিন এসেছে ? বি.কে. বাচ্চারাই তা জানতে পারে, এখনই সেই দিন। যেহেতু বাচ্চারা বাবাকে সম্মুখে পেয়েছে এখন। আত্মারাই তা বলছে এই শরীরের দ্বারা। তোমরা আত্মারা এখন আপন বাবা পরমপিতা পরমাত্মার মুখোমুখি বসে আছো। আত্মারা, অর্থাৎ জীব বা শরীর ধারী আত্মারা, ঠিক এমনি ভাবেই পরমাত্মার সম্মুখে মিলিত হয়েছিলে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে। আত্মা একথাও জানাচ্ছে - এই শরীর তার। অথচ শরীর কিন্তু এমন দাবী করতে পারে না - এই আত্মা আমার।

আত্মাদের বাবাকে অবশেষে আসতেই হলো এখন। আর তা আসারও যে খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ ভক্ত যে এখন শেষ পর্যায়ে, তাই জ্ঞানের পাঠ পড়বার জন্য। ওঁনার আসার উদ্দেশ্য - অবশেষে এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি সবার সদগতি করবেন। যা সমগ্র জগতের আর অন্য কেউ তা করতে জানে না। বাবার পক্ষে তো আর এমনটা সম্ভব নয় যে, দুনিয়ার প্রত্যেককেই সম্মুখে বসে উনি তা করবেন। তাছাড়া তোমাদের বি.কে.-দের মধ্যেও যে নিশ্চয়তার ও পদের ক্রমিকতার তারতম্য ঘটে - নিজ-নিজ পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। তাই সর্বাগ্রে নিশ্চয়তা আনতে হয়, "আমি আত্মা"-এই ভাবের। এরপর নিশ্চয়তা আনতে হয়, বাবা আবার এসেছেন আমাদের কাছে। তোমরা হয়ত ভাবছো, সবাই তো এমন ভাবেই নিশ্চয়তা আনে মনে - কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। এই নিশ্চয়তার ব্যাপারটা এমনই বিচিত্র যে, ক্ষণে-ক্ষণেই এসব ভুলে যাও তোমরা। এমন কি এটাও ভুলে যাও যে, আমি আত্মা - পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সম্মুখে নিজে স্বয়ং বসে আছো। যদিও দুনিয়ার লোকেরাও তা জানে যে, পরমপিতা পরমাত্মা আসেন পতিত জীবাত্মাদের পবিত্র বানাতে। এছাড়া আর অন্য কোনও জীবাত্মা আসে না এই কর্ম-কর্তব্য করার জন্য। কারণ কোনও জীবাত্মাই অন্য কোনও জীবাত্মাকে পবিত্র বানাতে পারে না। তা পারেন কেবলমাত্র এই পরমপিতা পরমাত্মাই, যিনি এক ও একমাত্র।

যদিও ওনাকে কিন্তু জীব বলা যায় না, যেহেতু ওনার কোনও স্থূল শরীর নেই। বাবা স্বয়ং বসে এসব বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা যেসব নামধারীদের (চিত্র) দেখ, অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর-এর চিত্রাদি, ওনারা কিন্তু সূক্ষ্মবতনবাসী। তাই ওনারা সূক্ষ্ম-জীবাশ্মা। তা অনেক গভীর তথ্য, যা তেমন ভাবেই বুঝতে হয়। লোকেরা তো অনায়াসে বলে দেয়, অমুকে মহাশ্মা। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় মহাশ্মা কেউ হবেই বা কি প্রকারে! এখানে যে কেউ-ই সুপ্রীম পবিত্র হতে পারে না। একমাত্র তখনই তা হয় যখন পরমপিতা স্বয়ং এসে তাকে পবিত্র বানান। আর তারাই হয় সত্যযুগের দেবী-দেবতা।

একথা তো অনায়াসেই বুঝতে পারো যে, পূর্বে আশ্মারা পবিত্রই ছিল - কিন্তু এখন সবাই পতিত জীবাশ্মায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে অর্থাৎ (কল্পের) শুরুতে কেবল পবিত্র জীবাশ্মারাই ছিল। সর্বদাই সত্যযুগের শুরুতে এই সৃষ্টি-জগতে কেবলমাত্র পবিত্র জীবাশ্মারাই থাকে। তাদেরকে মহান আশ্মা বা মহাশ্মা বলা যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কেউ মহান আশ্মা হতেই পারে না। সবাই এখানে পতিত জীব আশ্মা। আর যে নিজেই পতিত জীব-আশ্মা, সে তো অন্যকেও অবশ্যই পতিতই বানাবে। কিন্তু সেখানে (স্বর্গরাজ্যে) তো থাকে কেবলমাত্র পবিত্র জীবাশ্মারা। অতএব সেখানে তাদের কর্ম-কর্তব্যই বা কি হবে ? এমন নয় যে সেখানে কারওকে পবিত্র জীবাশ্মা বানাতে হবে। না, সেখানে কারওকে পবিত্র বানাবার কোনও প্রয়োজনই তো নেই। সেখানে তো সবাই পবিত্র, কারণ সেই সময়ে সেখানে কেবল পবিত্র জীবাশ্মা আর সবকিছুই যে পবিত্রই থাকে। কিন্তু এই সবকিছুকেই এত পবিত্র বানাবার কারিগর কে ? বাবা বসে সেসবেরই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, এই তোমরাই যখন দেবী-দেবতা ছিলে, তখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলে। আর এই সময়কালে এসে তোমরাই এখন কত পতিত হয়ে পড়েছো। যেহেতু বর্তমানের এই (কলিযুগী) দুনিয়াটাই যে হলো পাপ জীব আশ্মাদের দুনিয়া। এর এক-একটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থগুলিকে বুঝে তার স্পষ্ট ধারণা মনে রেখে তা অন্যকেও বোঝাতে হবে। পাপ জীবাশ্মা অর্থাৎ আশ্মা যেমন পতিত হয় তার সাথে-সাথে পতিত হয় শরীরও। তবে সেখানে 'মহাশ্মা' শব্দটি তো আসতেই পারে না। এছাড়া সেখানে তো সবকিছুই পবিত্র, তাই তো তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা হয়ে থাকে। যারা সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ আর অহিংসা যাদের পরম ধর্ম। এই গুণগুলির সমন্বয়ে পবিত্র জীব-আশ্মারা। যারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র।

বাচ্চারা, তোমাদের যেমন বোঝানো হয়ে থাকে যে, সন্ন্যাসীরা পুরুষার্থ করে নিজেরা পবিত্র থাকার জন্য। পবিত্র থাকার সাথে সাথে, নাম-যশ-খ্যাতি আছে এমন যেসব সন্ন্যাসীরা আছে, তাদেরকেই মহাশ্মা বলা হয়। পবিত্র থাকার জন্যই তারা পৃথক থাকে। কিন্তু তারা তো হলো নিবৃত্তি-মার্গের সন্ন্যাসী। ভক্তি-মার্গে তাদেরকেই মহাশ্মা বলা হয়। কিন্তু জ্ঞান-মার্গে অবশ্যই তা নয়। জ্ঞান-মার্গ আর ভক্তি-মার্গ একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় - তাই এমন বলা হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতা এই অর্দ্ধ-কল্প জ্ঞানের প্রালম্ব (পুরস্কার) পাওয়া যায়। যাকে আমরা এখন ভক্তি-মার্গের প্রালম্ব (পূর্ব কর্মের পুরস্কার) বলবো। যেহেতু বর্তমান সময়টা এখন ভক্তি-মার্গের। এই ভক্তি-মার্গের শুরুতে তখন ভক্তিও ছিল অব্যভিচারী, পরে ধীরে ধীরে এখন তা তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যভিচারী ভক্তি যখন শেষের পর্যায়ে যায়, তখন তার অন্ত (বিনাশ) করার জন্যই বাবার আগমন ঘটে। সমগ্র কল্পে কেবল একবারই বাবা এসে জ্ঞানের আলো দ্বারা আগামী অর্দ্ধ-কল্পের জন্য বি.কে.-দের প্রালম্ব বানিয়ে দেন, অর্থাৎ পুরস্কৃত করেন। ফলে তোমরাও নম্বর

ওয়ান পুরুষার্থী হতে পারো। এদের মধ্যে কেউ বা রাজা-রানী, কেউ প্রজা, আবার কেউ বা দাস-দাসী হয়, যেহেতু রাজধানী স্থাপনার কাজ যে শুরু হয়ে গেছে।

বাস্তারা, তোমরা এখন দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন দূরাদেশী বুদ্ধিধারী। দূরাদেশী বুদ্ধিধারীকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। অর্থাৎ যার তিন-লোক, তিন-কালের সম্যক জ্ঞান থাকে, তাকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। তোমরা বি.কে.-রা এখন তিনটি লোককেই জানো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন - এই তিনটে বতনকেই তো তিন লোক বলা হয় - তাই না ? অর্থাৎ তোমরা এখন দূরাদেশী হয়ে গেছো। তোমাদের বুদ্ধিযোগ এখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। অবশ্য তা পারো পুরুষার্থের ধারণা অনুসারে। পুরুষার্থে কেউ দুর্বল হলে এই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতায় সে পিছনেই পড়ে থাকে। যেহেতু এটা অনেক লম্বা দূরাদেশী যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা। তা এমনই সুন্দর যে, কেবল আত্মাদেরই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা হয়। পূর্বে একথা তোমরা কখনও শোনোনি। কিন্তু তোমরা অর্থাৎ আত্মারা নিজেরা তা জানো। আবার তোমরা যে এই পার্ঠেরই ছাত্রছাত্রী। আর এই প্রতিযোগীতাও চলে কেবল তোমাদের নিজেরদের মধ্যে, যা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জন্য এটা খুব লম্বা প্রতিযোগীতা। আবার যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে তা জানা আছে যে, বাস্তবে তোমরাই হলে সেখানকার মূল বাসিন্দা। তাই তো এক সেকেণ্ডেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারো। আবার জীবন-মুক্তও হতে পারো। আত্মারা, প্রকৃত অর্থে তোমরা পরমধাম নিবাসী। তোমাদের মন-বুদ্ধিও যথার্থ রীতিতেই তা জানে, কিভাবে পরমধামে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। ঠিক যেমন জাগতিক দৌড় প্রতিযোগীতায় নির্দিষ্ট চিহ্নের স্থানে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে হয়। তেমনি তোমরাও তোমাদের প্রকৃত বাবার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে আসো। তোমাদের আত্মারা এখানে সেই যোগের দৌড়-ই শিখছে। তোমরাও আবার প্রত্যেককে বলবে, মনমনাভব হতে আর তাদের মন-বুদ্ধির যোগ থাকবে বাবা আর পরমধামের সাথে। অবশ্য এজন্য নিজেকে অশরীরী হতে হবে। এই বিষয়গুলি যেন তোমার বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে থাকে। তিন-কাল আর তিন-লোকের বিষয়ে যে জ্ঞান, তা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই। তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া আর কারও মধ্যেই ৮৪-জন্মের জ্ঞান থাকে না। তোমরা জেনেছো, বর্তমানের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে, এই ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করে আপন ঘরেই ফিরে যেতে হবে। বর্তমানে তোমরা তারই প্রস্তুতিতে। তাই রোজই বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা শিখিয়ে চলেছেন। এটা যে তোমাদের অবিনাশী যোগের দৌড় প্রতিযোগীতা। তাই যত বেশী করে বাবাকে স্মরণ করবে, ততই ভাল আত্মা হিসাবে রেজিস্টারে নিজের নাম থাকবে। অন্যেরাও তখন বলবে - অলৌকিক তীর্থ-যাত্রায় এর বুদ্ধির যোগ খুব তীর্থ ও তীক্ষ্ণ। আর তার সাথে সাথে এই স্মরণের যোগের দ্বারা বিকর্মগুলিরও বিনাশ হতে থাকবে। এই স্মরণের যোগের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ না করার কারণে অনেকেই পিছিয়ে পড়ে। প্রজা বা দাস-দাসী হওয়া মানে কোনও পুরস্কার না পাওয়া। পুরস্কার পাওয়া তো তাকেই বলা যেতে পারে, যে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার পুরস্কার পায়। বাবা কেবল তাকেই সম্পূর্ণ রাজ্য-ভাগ্যের পুরস্কারই দেন, যদি সে শ্রীমৎ অনুসারে চলে যোগের দৌড় দৌড়াতে পারে। আবার এমনও অনেকে আছে, যারা যোগে দু-কদমও দৌড়ায় না। তারা প্রজা-তে এলেও অনেক নিম্ন-স্তরের প্রজা হিসাবে গণ্য হয়। যদিও সে এখানেই (মধুবনেও) থাকে, কিন্তু রাজ্য-ভাগ্যে তার পদের স্তর অনেক নিম্নেই থাকবে। অথচ যেখানে তোমরা বি.কে.-রা এখন বিশাল বুদ্ধিধারী দূরাদেশী।

এখানে এখন ব্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাসের বাচ্চারা বসে আছে। তাদেরকে অবশ্যই কেউ মাদ্রাসী ভাষাতেই বোঝাবে। যদিও আমাদের ভাষা হিন্দী। পূর্ব কল্পেও এদেরকে ঠিক এভাবেই বোঝানো হয়েছিল। কেউ হয়ত বলতে পারে, ভগবান যখন, তখন কেনই বা সব ভাষা জানবে না। কিন্তু ড্রামাতে তো আর এমনটা নেই। ড্রামাতে যদি তাই থাকতো, তবে তো তিনি সব ভাষাতেই ভাষণ দিতেন। এই যে এত ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার বাচ্চারা বসে আছে, তবে কি তোমাদের সবাইকে বাবা বসে বসে সব ভাষাতেই বলতে থাকবেন ? তা তো আর সম্ভব হতে পারে না। আর কতক্ষণ ধরেই বা একজন দুজন করে তা বলতে থাকবেন। তবে তো তখন চোঁচামোঁচিও শুরু হয়ে যাবে। আসলে এটাই বোঝার ব্যাপার যে, কল্প পূর্বে বাবা যে ভাষাতে যে ভাবে বুদ্ধিযেছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন উনি। যেহেতু এখন হিন্দী ভাষারই বিস্তার অনেক। সাথে সাথে ইংরাজী ভাষারও প্রয়োজন যথেষ্ট। যেহেতু অধিক ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সাথে ভারতীয়দের যোগাযোগের মাধ্যম এই ইংরাজী ভাষা। আবার রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদিদের রয়েছে তাদের নিজ-নিজ ভাষা। যদিও তারা একই ধর্মাবলম্বীর অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্মের। কিন্তু তাদের ভাষা পৃথক-পৃথক। এখানেও তেমনি (বি.কে.-দের মধ্যেও) বহু ভাষার প্রচলন। যেহেতু সবাই ভারতবাসী অর্থাৎ আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও এখন তারা তাদের নিজেদের প্রকৃত ধর্মকেই ভুলে গেছে। তাই তো এত বিভিন্ন ধরনের ভাষার প্রচলন হয়েছে। আসলে সব-কিছুই মিলে-মিশে জগা-খিঁচুরী হয়ে গেছে যে। তাই যাদের যে ভাষা, তাদেরকে সেই ভাষাতেই শোনাতে হবে। আর এজন্য তোমাদেরও যথেষ্ট পটুতার প্রয়োজন, যাতে তোমরা নিজেরা তা বুঝে, অন্যদেরও তা বোঝাতে পারো। তোমাদের সাথে এমন অনুবাদকারী থাকা দরকার যে সম্পূর্ণ সঠিক ধারণায় তা বোঝাতে পারে। যেহেতু এটাই সর্ব বৃহৎ চৈতন্য-তীর্থ। বাকীগুলো সবই তো জড়-তীর্থ। অথচ, সেখানেই সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মারা যায়। এমন কি অনেক দূর-দূরান্তেও যায় তারা। কিন্তু যায় তো তারা সেই তারই মন্দিরে, যিনি একদা এই ভারতকে পবিত্র বানিয়েছিলেন। এসবও বোঝার ব্যাপার আছে। তাই তো বাবা বলছেন - কল্প-বৃক্ষের ডাল-পালা, পাতা-লতা, এর এত বিস্তার যে আর কতই বা তা বোঝানো যায় ! বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝেই গেছো - এইসব ছোট-ছোট ডাল-পালার ব্যাপারটা। এক একটা ডাল-পালায় আবার কত পাতাও থাকে। অর্থাৎ যত অসংখ্য মঠ - তত অসংখ্য পথ (যত মত তত পথ)। বাচ্চারা, তোমরা সেই কল্প-বৃক্ষেরই কাণ্ড, তাই তোমাদের সেই কাণ্ড যত শক্তপোক্ত ততই লম্বা ও বিস্তার হওয়া দরকার। তাতেও আবার অনেক পাতা থাকারও প্রয়োজন। কারণ এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই সেই সত্যযুগ থেকে চলে আসছে। সে হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা তো অনেক-অনেক হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে হিন্দুর সংখ্যা তো আর তত নেই। তাদের অনেকেই যে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। তোমাদের এটাই সেই কল্প-বৃক্ষ। তোমরাই শুরুতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে। যাদের হিন্দু বলা হয়। তারাই বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। কিন্তু তাদের অনেকেই যে এখন ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

এবার বাবা জানাচ্ছেন - উনি এসে আবার সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। যারা এই ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, তারাই এসে আবার বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নেবে। পৃথিবীতে যখন একজনকেও দেবী-দেবতা বলার মতন আর কেউ থাকে না, তখনই বাবার আগমন হয়। উনি এসেই বুদ্ধি দিয়ে দেন, বি.কে.-দের জড়-চিত্রের স্মরণিকার মূর্তিগুলি কিভাবে দাঁড় করানো আছে মন্দিরগুলিতে। শীশু-খ্রীষ্টের আগমন, তার ধর্মের চর্চার কথায় কিন্তু এসব থাকে না। তোমাদের সেই দেবী-দেবতাদের নিদর্শনেই এই মন্দিরগুলি। তোমাদের রাজস্বকালে শীশুখ্রীষ্ট কিম্বা অন্য কারও

নাম-গন্ধও থাকবে না। বর্তমান সময়ে তো সবারই নাম ও চিহ্নও থাকে। তোমরাও তা সম্পূর্ণ রূপেই জানো - যীশুখ্রীষ্ট কখন এসেছেন, এবং কিভাবেই বা তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপন করেছিলেন ? যীশু-খ্রীষ্টের আত্মা এখন কার শরীরে অবস্থান করছে ? অবশ্যই কারও কোনও পতিত শরীরে। যদিও যীশু-খ্রীষ্ট নিজে ছিলেন পবিত্র। বাচ্চারা, এই সমস্ত জ্ঞান তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই। এই কারণেই তো তোমাদেরকে দূরাদেশী বানানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে আত্মারা কোথায় থাকে, কোথাকার নিবাসী, আসেই বা কোথা থেকে - এসব তো লোকেরা কিছু জানেই না। তাই তারা (নিজের মতন) ভেবে নেয় যে, আত্মারা আসে ঈশ্বরের ঘর থেকে। বাস্তবে আত্মাই যদি মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তো আত্মার কায়া অর্থাৎ শরীরও মিথ্যা হবে। তাই তো সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে থাকে - মায়াও মিথ্যা কায়াও মিথ্যা। এমন কি জগৎ-ও মিথ্যা। তারা আবার একথাও বলে, আত্মার কর্মফলের প্রলপ আত্মাতে পড়ে না। যার যেমন সুবিধা হয়, সে তেমন হিসাবেই তা বলে। তাই যদি হয়, তবে তারা একথা কেন বলে না যে, আত্মাও মিথ্যা, আত্মার শরীরও মিথ্যা। তারা তো কেবল কায়া অর্থাৎ শরীরকেই রাখে চিতায়। কই, আত্মাকে তো তারা চিতায় শোয়াতে পারে না। চিতায় তো কেবল কায়া অর্থাৎ শবকেই বসায়। এই আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এটাই মূল বোঝার ব্যাপার। এই ব্যাপারটাই তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের বোঝাতে পারো।

বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায়, একজনও মহাত্মা নেই। মহান আত্মা হলে, সে তো পবিত্র আত্মাই হবে। আর পবিত্র আত্মা হতে গেলে পবিত্র শরীরও হতে হবে যে। আর তা কখনই সম্ভব নয় বর্তমানের এই পতিত কলিযুগী দুনিয়ায়। কুমারী পূজার জন্য কোনও কন্যাকে তখনই আসনে বসিয়ে পূজা করা হয়, যতক্ষণ সে কোনও প্রকার বিকারে যায় না। এই পবিত্রতার আগ্রহেই লোকেরা বাবাকে ডাকতে থাকে - "বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও।" যারা (সাধু-সন্ন্যাসীরা) এভাবে বাবাকে ডাকতে থাকে, তাদেরকে মহান আত্মা ভাববেই বা কি প্রকারে ? বর্তমানের এই দুনিয়ায় একজন মহান আত্মাও নেই। তা কেবল একজনই - যিনি বিচিত্র (আকার বিহীন- নিরাকার) পরমপিতা পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, তোমরা বি.কে.-রা যারা পবিত্র জীব-আত্মা তারাই একদা দেবী-দেবতা ছিলে। তারাই এখন নিজেরা ধর্ম-ব্রষ্ট হয়ে পতিত আত্মায় পরিণত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা কিন্তু তারা তাদের নিজের ধর্মকে জানে। এক কথায় জবাব দিয়ে বলবে - "আমরা খ্রীষ্টান।" অথচ যেখানে তোমরা উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ ধর্মের ছিলে, সেই তোমরাই এখন নিজদের সেসব ভুলে গেছো। এই ভুলে যাওয়ার কারণেই যেমন তোমরা ধর্মব্রষ্ট হয়েছো, তেমনি আবার কর্মব্রষ্টও হয়ে পড়েছো। অথচ এই তোমরাই একদা কত শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে। কিন্তু এখন রাবণ তোমাদেরকে এমন ব্রষ্টাচারী বনিয়ে দিয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ কেবল তোমরা বি.কে.-রাই তা বুঝতে পারো। তাই তো তোমরা তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উচ্চ ভাগ্য বানাবার লক্ষ্যে, এই শ্রীমতের ধারণাকে ধারণ করেছো। শ্রীমৎ-এর উলঙ্ঘনকারীদের ভাগ্যে অবশ্যই কাটা চিহ্ন পড়ে যায়। কারণ, তখন তোমাদের অনেকেই তা ভুলে যাও যে, এই শ্রীমৎ প্রদানকারী হলেন- বাবা স্বয়ং। তাই তো বাবা বলেন - অন্তিম ক্ষণের সেই দিন এসেছে যে আজ! যার অর্থ কেবল তোমরাই জানো। তবে তোমাদের মধ্যেও সবাই আবার পূর্ণ-রূপে সঠিক ভাবে তা জানো না। লোকেরাও কিন্তু যতই অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছোবে, তখন তারাও তা পুরো বুঝতে পারবে। কিন্তু এখন তারা পদে-পদে প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যেতে থাকবে। যদিও সহজে তারা তাদের সেই ভুল স্বীকার করবে না, অর্থাৎ সত্য বলবে না। অথচ, মিথ্যা বলতেও দেবী বা সঙ্কোচ করে না তারা। মায়াও তেমনি এমন জ্ঞানী-গুণী শক্তিশালী বাচ্চাদেরকে চড়-থাপ্পড় লাগাতে থাকে। বাবাও সব কিছুই জানতে পারেন। তাই তো

তিনি বলেন - তোমরা কত কিছুই যে ভুল করো, আর তাতেই তোমাদের বিস্তার ডিস্-সার্ভিস হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণা জন্য মুখ্য সার :-

১) দূরদেশী হয়ে তিন লোক আর তিন কাল-কে জেনে, বুদ্ধি সহযোগে যোগের দৌড় প্রতিযোগিতা করতে হবে। বর্তমানের এই (কলিযুগী) ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ-ছিঃ শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) মিথ্যা বলার পুরোনো স্বভাবকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। শ্রীমৎ-কে উল্খন করে ডিস্-সার্ভিস করবে না মোটেই।

বরদান :- সর্ব-প্রকার অসন্তোষের ফাইলকে সমাপ্ত করে, ফাইন (সুন্দর) হতে পারা কর্মযোগী ভব

বিস্তার :- যেমন আত্মা ও শরীরের সংযুক্ত থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকে, তেমনি ভাবেই কর্মের সাথে যোগের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। মাত্র ২ বা ৩ ঘন্টা যোগকারী, প্রকৃত যোগী নয়, কিন্তু তারা যোগী জীবনে। তাদেরই যোগ স্বতঃ আর সহজ হয়, যাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না কখনও। অথচ এমনও নয় যে তার জন্য বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা করতে হয়। ফলে তাদের কোনও অসন্তোষের কারণই ঘটে না। আবার লাগাতার স্মরণের যোগে থাকার কারণে সর্ব কার্যই স্বতঃতই সফল হয়ে যায়। এমন ফাইন (সুন্দর) হওয়ার কারণে তার সর্ব প্রকারের ফাইলের সমাপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু যোগী জীবন সর্ব-প্রাপ্তির জীবন।

স্লোগান :- প্রতিটি মুহূর্তেই 'করাবনহার' বাবাকে স্মরণে রাখতে পারলেই নিরন্তর যোগী হতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহ সহ সবকিছু ভুলে সম্পূর্ণ ভিখারী হও, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীতে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগাও"

প্রশ্ন : -- কোন্ বিষয়ে, বাচ্চারা তোমাদের বাবার সমান উদার হৃদয়ের হতে হবে ?

উত্তর : -- বাচ্চারা, বাবা যেমন উদার হৃদয়ের হয়ে তোমাদের থেকে খারাপের সামান্য খড়কুটো পর্যন্ত নিয়ে, তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন। তোমাদের এমনই উদার হৃদয়ের হতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দাও। তিন - চারজনও যদি ভালো পদ পায় --- 'অহো সৌভাগ্য'। সুপুত্র হয়ে সন্মুখরকে শো করাও। কখনোই কারোর থেকে অর্থ ইত্যাদি চেও না।

গীত : - শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম শান্তি। বাচ্চাদের পরিবর্তনের জন্য এইসব গান। বাপদাদা আর মাম্মা। মা হন দু'জন। দাদী (গ্র্যান্ড মাদার) এবং মাতা। আবার ইনি তোমাদের দাদীও। তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান এবং শিবের পৌত্রী। মাম্মাও ব্রহ্মার সন্তান সরস্বতী। তিনিও শিববাবার পৌত্রী। বাচ্চাদের সামলানোর জন্য জগদম্বা নিমিত্ত হয়েছেন। শিববাবা হলেন বহুরূপী। তিনি তোমাদের সঙ্গে অদ্ভুত এক খেলা খেলেন। তোমাদের মনোরঞ্জন হয়, তাই না। যখন বিয়ে ঠিক হয় তখন অনেক উৎসব করে আর যখন বিয়ের সময় হয় তখন দুজনেই ছেঁড়া কাপড় পড়ে, তেল লাগায়। এই নিয়মও এখানকার। বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবা বোঝান যে, সম্পূর্ণ ভিখারী হতে হবে। কিছুই যদি না থাকে তাহলে সবকিছুই পেয়ে যাবে। দেহ সহিত কিছুই যেন না থাকে। শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীর সাথেই বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। আর কোনো জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে, তাহলে দেখো বাবা তোমাদের কিভাবে আনন্দ দেন। এও বাবার এক রহস্য। তোমরা দেখো --- মীরার কতো গায়ন। এই পবিত্রতার কারণেই লোকলাজকে উপেক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর কতো নাম হয়েছিলো। তিনি তো অমৃতও পান নি। কেবল কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি ছিলো তাঁর। কৃষ্ণপুরীতে যাবো, তাই আমি বিষ ছেড়েছি। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যেমন সতী হয়। এখন এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে চলে গেলেন। কৃষ্ণপুরী তো তখন ছিলো না। মীরার ঘটনা ৫ - ৭শ বছর হয়েছে। তাঁর ভক্তি অতি সুন্দর ছিলো তাই কোনো ভালো ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর নাম কতো চলে আসছে। এ তো ছিলো ভক্ত মীরা। তোমরা প্রকৃত জ্ঞান মীরা হও। তোমরা তো এসেইছো সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী মহারানী হওয়ার জন্য। যদিও অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের সামনে নত হবে তবুও মহারানী তো হবে, তাই না। যদি ছেলেবেলাকে ভুলে বাবার হাত ছেড়ে দাও তাহলে কখনোই তো মহারানী হতে পারবে না আর প্রজাতেও কম পদ পাবে। বৈকুণ্ঠতে আসবে কিন্তু কম পদ। বাবা বুঝিয়েছেন যে ভক্তি যারা করে তাদেরও জিজ্ঞেস করা উচিত যে তোমরা কি চাও? কৃষ্ণের ভক্তি কেন করো? অবশ্যই তোমাদের মনে হয় যে তাঁর রাজধানীতে যাবো কিন্তু সেখানে কিভাবে যাবে? অনেক মানুষই বলে যে আমাদের শান্তি চাই কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই তো এখন অশান্তি। তোমাদের একজন শান্তি পেলে আর কি হবে। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সदा সুখী করতে পারি। এই ভারতে দেবতারা সदा সুখী ছিলেন। এখন সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো হলোই মায়ার রাজ্য। শান্তি এখানে পাওয়া যায় না। শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আর সুখের জন্য আলাদা জায়গা। সুখধামের অর্থ যেখানে

সবাই সুখী । সেখানে একজনও দুঃখী থাকে না । আর দুঃখধামে একজনও সুখী থাকে না । এখানে যথা রাজা - রানী তথা প্রজা সকলে দুঃখীই দুঃখী । সুখধামে তো পশুরাও কখনো দুঃখী থাকে না । শান্তির দুনিয়া আলাদা, যাকে নির্বাণধাম বলা হয় । মানুষ বলে বুদ্ধ পার নির্বাণে গেছে কিন্তু কোথাও যায় নি । যদি নিজেই চলে যান তাহলে কিভাবে গেলেন । এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী । সবাই লড়াই করছে । বার্মা, শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধদের । তারাও বলে হিন্দুরা চলে যাও । তারা সহ্য করতে পারে না । এখন বাবাও দেখেন যে, তাদেরও ধর্ম হয়ে গেছে তাই তারা আর এদের সহ্য করতে পারে না, তাই সবাইকে বের করে দেয় । সত্যযুগে কেবল একটিই ধর্ম থাকে । এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । চিত্র হাতে নিয়ে বাণপ্রসীদের সেবা করা উচিত । মন্দিরে গিয়ে বলা উচিত । ওখানে গিয়ে কথা বলা উচিত । শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ দেখানো হয় । তাহলে নিশ্চই তিনি শঙ্করের থেকে বড় । শঙ্করই যদি ভগবানের রূপ হয় তাহলে তাঁর সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার । এ সবই সন্ন্যাসীদের ছড়ানো কথা, তাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন । তাঁরা তো শিবের কথা জানেনই না । ব্রহ্ম তত্ত্ব তো থাকার জায়গা । ওরা তো ব্রহ্ম এবং তত্ত্বকে এক মানে না । আচ্ছা, ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী না হয় হলো কিন্তু নিজেকে শিব কেন বলে ? তাঁরা মনে করেন, শিব আর ব্রহ্ম একই । যদি একই হবে তাহলে তিন নাম কেন আলাদা - আলাদা রাখা হয়েছে ? শিবের তো লিঙ্গ রূপে পূজা হয় । ব্রহ্ম বা তত্ত্বের পূজা কোন্ রূপে দেখানো হয়েছে ? সে তো হলো থাকার জায়গা । মানুষ তো খুবই দ্বিধায় রয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন ইঁশিয়ার হতে হবে । সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, যাঁরা প্রকৃত দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তাঁরা চট করে এই জ্ঞান ধারণ করবে । যারা তিন - চার জন্মের জন্য কনভার্ট হয়ে গেছে তারা এতো তাড়াতাড়ি আসবে না । যারা সামান্য সময়ের জন্য কনভার্ট হবে তারা চট করে চলে আসবে । বাবার মধ্যে এই চেষ্টা আছে, তাই না । আত্মা হলো সূঁচ আর বাবা চুম্বক । এখন সূঁচে জং লেগে আছে । এই জং ধরা সূঁচ উপরে কিভাবে যাবে । জং ধরা জিনিস কেরোসিনে ডুবিয়ে রাখা হয় । বাবা এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সকলের জং দূর করেন, এরপর আমরা প্রকৃত সোনা হয়ে যাবো । তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথ তৈরী হচ্ছে । ভারত একসময় পারসপুরী ছিলো । এখন সোনার দাম কতো বেড়ে গেছে । এরপর ওখানে অনেক সস্তা হয়ে যাবে । এখন এই ভারত পাথরপুরী হয়ে আছে । এরপর পারসপুরী হবে । আমাদের বুদ্ধিতে ওই চক্র ঘুরতে থাকে । সারাদিন যদি চক্র বুদ্ধিতে ঘোরে তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এই কথা দুনিয়াতে কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে যাঁরা রাজ্য করেন তাঁদের ৮৪ জন্ম, এরপর ত্রেতায় অবশ্যই জন্ম কম হবে । কোথায় ৮৪ জন্ম আর কোথায় মানুষ ৮৪ লাখ দেখায় । তখন তো কল্পও কতো বড় চাই, যাতে এতো জন্ম হতে পারে । এসবই হলো গল্পকথা । সবসময় চিত্র সামনে দেওয়া উচিত । কখনোই তোমরা অর্থ চেও না । তোমাদের কাজই হলো ওদের দেওয়া । কিছু দিতে হলে তারা নিজের থেকেই দেবে । কেউ যদি মূল্য জিজ্ঞেস করে, বলো বাবা তো গরীবের ভগবান । গরীবের জন্য তো ফ্রি । বাকি বিত্তবানরা যা দেবে তাতে আমরা আরো ছাপাতে পারি । আমরা পয়সা কখনো নিজেদের কাজে লাগাই না । আমরা যা পাই তা অন্যের কাজে লাগানো হয় । বিত্তবান আদি হলে তারা তো ধর্মশালা ইত্যাদি বানাবেন, তাই না । হ্যাঁ, গরীবরাও বানাতে পারে, এতে তেমন খরচ নেই । যেমন কাঁকর গ্রামের মাতা বলেছিলেন যে, আমি সেন্টার খুলবো । এমন ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ - ৪ জনও যদি ভালো পদ পায় তাহলে -- "অহো" তাদের ভাগ্য । এরজন্য উদার হৃদয়ের প্রয়োজন । বাবাকে দেখো তোমরা, কতো উদার হৃদয় তিনি । সমস্ত খড়কুটো, আবর্জনা নিয়ে তিনি বাদশাহী দেন । সুপুত্ররাই বাবার এই সেবাকাজ করতে পারে । কুপুত্ররা আর কি করবে । কুপুত্রদের খোড়াই বাবা বর্সা দেবেন । তোমাদেরও সঙ্গুরুকে শো করাতে হবে । কাম বা

ক্রোধে এলেই সঙ্কর নিন্দা করিয়ে ফেলবে তখন পদ পেতে পারবে না । খুব সাবধানে চলতে হবে ।

তোমাদের সব ধর্মের মানুষদের বোঝাতে হবে । মুসলমানদেরও বোঝাতে হবে -- তোমরা খুদার বন্দনা করো তাহলে নিশ্চই তোমরা তাঁর অনুগত হলে । এই খুদা কোথায় আছেন ? খুদাই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বলতে পারেন । তিনি তো শান্তিধামে থাকেন । তাঁকে স্মরণ করে তোমরা শান্তির আশীর্বাদী বর্ষা নিতে পারো । এই বর্ষা নিতে নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে তখন তোমরা খুদার কাছে চলে যাবে । এই জ্ঞান হলো সব ধর্মের জন্য । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা । এই জ্ঞানে তোমাদের তরী পার হয়ে যায়, আর কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না । তাই মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গে যাচ্ছো, তাই তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । তোমরা দেখো, ভারতে পবিত্রতা না থাকলে সবাই ধাক্কা খেতে থাকে । এখানে কতো হাস্যাম -- যা গান্ধী শিখিয়ে গেছেন, প্রজারা তা অনুসরণ করছে । মেথর, মজদুর, ড্রাইভার আদি স্ট্রাইক করে আর গভর্নমেন্টকে দম অস্থির করে দেয় । গভর্নমেন্ট তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এতো খরচা আমরা কোথা থেকে করবো ? তখন তারা বলে, তোমরা তো অর্থ দিয়ে ফুটি করছো, অর্থ একত্রিত করছো । আমরা খোড়াই অন্যায় করেছি, আমাদের পারিশ্রমিক চাই । তারা স্ট্রাইক করে তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায় । এ সব তো হতেই হবে । কোথাও আনাজ - সস্তা পাওয়া যাবে না, কোথাও আবার দুধ পাওয়া যাবে না । যেখানে - সেখানে ঝগড়া - অশান্তি লেগেই থাকবে । এই সমস্ত হাস্যাম হয়ে তারপর শান্তি আসবে । অর্জুনকে বিনাশের আর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার তো করানো হয়েছিলো । তোমাদেরও এখন তা হচ্ছে । দেখো, তোমরা আমার কতো প্রিয় বাচ্চা । তোমরা অনেক জন্মের অন্তে এসে মিলেছো, তাই সম্পূর্ণ সৌভাগ্য নাও ।

(খুব জোরে বর্ষণ হচ্ছে) দেখো, বাবার জ্ঞান বর্ষাও অনেক হয়েছে, সেই বর্ষারও অনেকই বর্ষণ হয়েছে । বৃষ্টির জন্যও মানুষ যন্ত্র করে আবার শান্তির জন্যও যন্ত্রের রচনা করে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ তো একমাত্র ভগবান । তিনি যখন আসেন, তখন শান্তির জ্ঞান দেন । দাতা তো একমাত্র তিনিই । ভালো বাচ্চাদের মিষ্টি - বাচ্চা বলা হয় । যে মিষ্টি খাওয়ানো হয় সে হলো এই দুনিয়ার মিষ্টি, এ হলো রুহানী মিষ্টি যা রুহানী বাবা দেন । দেহী - অভিমানী হয়ে থাকা হলো বড় লক্ষ্য, এতেই যত পরিশ্রম । বাবা বলেন আট ঘন্টা তো দেহী - অভিমানী থাকো । শরীর নির্বাহের কারণে কাজ করলেও । রাতে জাগলে খুব ভালো লগন হবে । এ তো রোজগার, তাই না । হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, আমাকে শ্বাসে - প্রশ্বাসে স্মরণ করো । বিচার সাগর মন্থন করো । তোমরা রাত - দিন যত যোগে থাকতে পারবে, ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । যত জ্ঞানের মন্থন করবে, ততই কামাই করবে । বাকি সেবা তো অনেকই আছে । বাবাকে জিঞ্জেস করলে বাবা বলবেন, বসে থাকো, আরাম করো । এতে জিঞ্জেস করার কোনো দরকার নেই । বাবা কি এই সমাজ কি বলবে, সেই কথা ভাবেন ! আরে, তোমরা তো বাদশাহী পাবে । বাকি হ্যাঁ, এক এক জনের তাদের নিজের - নিজের পার্ট । তোমাদের বাবার কাছে জিঞ্জেস করতে হবে । প্রত্যেককে রায় জিঞ্জেস করা হয় কারণ প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন আলাদা । অর্থ থাকলে অলৌকিক সেবায় সফল করা উচিত । বাচ্চাদের মহাবীর হতে হবে । এই গায়নও আছে যে, আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । তিনিই সকলের বাবা । শিববাবা বলেন যে, আমি সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা বলেন, এই দুনিয়ার একটি মানুষও ত্রিকালদর্শী, আস্তিক নয় । সকলেই নাস্তিক । কেউই বাবাকে জানে না । বাকি ঋদ্ধি - সিদ্ধি জানে এমন অনেকেই আছে । এই মায়াও কম কিছু নয়, এই মায়াকেই জয় করতে হবে, তাই কবচ

পড়ে থাকবে। কবচের অর্থ হলো মনমনাভব। শিববাবাকে স্মরণ করো আর দেহী - অভিমানী হও। এই অস্তিম জন্মে তোমরা একবারই দেহী - অভিমানী হও। এরপর সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা কেউ দেয় না। এই সময়ই দেহী - অভিমানী হতে হয় কেননা এখন তোমাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে। দেবতারা কেন দেহী - অভিমানী হবে? তাঁদের খোড়াই ফিরে যেতে হবে। এই জ্ঞান এখন তোমরা পাও। তোমরা অশরীরী ছিলে তারপর শরীর ধারণ করে অভিনয় করেছো, এখন আবার এই শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। নিজের অবস্থা তৈরী করতে হবে। মায়াকে জয় করতে হবে। গৃহস্থ জীবনেই তো তোমাদের থাকতে হবে। হাঁস আর বক একসাথে থাকলেই বিঘ্ন আসে। অসুরদের অত্যাচারও তো অনেক সহ্য করতে হয়। তোমরা ঘরে বসেই প্রতিজ্ঞা করো -- বাবা, যা কিছুই হোক না কেন, আমরা তোমার থেকে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্ষা নেবো। কতো মার খায়। ড্রামা অনুসারে এই পার্ট আগের কল্লেও হয়েছিলো। যারা অনেক অত্যাচার সহ্য করে তারাই ভাগ্যশালী। তবুও তো এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েছে। ওদের প্রালঙ্ক তো তৈরী হয়েছে, তাই না। হ্যাঁ, এতে পরিশ্রম তো আছেই, মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। যতক্ষণ বেঁচে আছে, জ্ঞান - অমৃত পান করতেই হবে। বাবা নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। তিনি যুক্তিও বলতে থাকেন। একে বিচার সাগর মন্ডন বলা হয়। বুদ্ধির মন্ডন দণ্ড চালানো উচিত। রাতেও শিববাবাকে স্মরণ করে ঘুমাও, সেবার যাদের শখ থাকবে, তাদের খোড়াই ঘুম আসবে। তাদের খেয়াল চলতেই থাকে যেমন এই পয়েন্টে কি কি বোঝানো যায়। জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে নিজের ভিতরে গুলে থেতে হবে। যখন জ্ঞানের মন্ডন করবে তখনই রাজতিলক নেওয়ার যোগ্য হবে। যারা খুব তীক্ষ্ণ বাস্কা, তাদের অনুসরণ করা উচিত, এ হলো অনেক বড় কামাই, যাদের কাছে লাখ বা কোটি টাকা আছে, সে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। অল্প সময়ে দেখো যে কি হয়। তখন মানুষ জাগবে। লড়াই ইত্যাদির রিহার্সাল হতেই থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাস্কাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাস্কাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনকিছুতেই আসক্তি রাখবে না। দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। স্মরণের কবচ সর্বদা পড়ে থাকতে হবে।

২) নিদ্রাকে জয় করে শ্বাসে - প্রশ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, জ্ঞানের মন্ডন করে কামাই জমা করতে হবে। বুদ্ধির মন্ডন দণ্ড চালাতে হবে।

বরদান : -- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা পরিশ্রম মুক্ত থেকে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

এই ব্রাহ্মণ জীবনে দাতা, বিধাতা আর বরদাতা ---এই তিন সম্বন্ধে তোমরা এমন সম্পন্ন হয়ে যাও যাতে বিনা পরিশ্রমেই রুহানী আনন্দে থাকতে পারো। বাবাকে দাতার রূপে স্মরণ করলে রুহানী অধিকারী ভাবের নেশা থাকবে। শিক্ষক রূপে স্মরণ করলে -- আমি গডলী স্টুডেন্ট, এই ভাগ্যের নেশা থাকবে আর সঙ্ঘরু প্রতি পদে তাঁর বরদানে আমাদের চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি পদে শ্রেষ্ঠ মত হলো বরদাতার বরদান। এমন সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকলে পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান : -- বুদ্ধির হালকা ভাব এবং সুস্বভাব হ'লো সবথেকে সুন্দর পার্সোনালিটি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মনে রাখবে যে আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু তিনজনই কন্সাইন্ড। তাহলেও খুশির পারদ উর্ধগামী হবে এবং তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবে।"

প্রশ্ন:- ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথম লক্ষণ কি? কোন্ বিষয়ে ব্রাহ্মণদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে?

উত্তর:- ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথম লক্ষণ হল পড়া এবং পড়ানো। কারোর ওপরে জ্ঞানের রঙ লাগানোর ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট হও। হয়তো কেউ ইনসাল্ট করবে, গালি দেবে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখ, তার ওপরেও নিশ্চয়ই প্রভাব পড়বে। পাত্রের প্রকৃতিকে বুঝে দান করতে হবে। অবিনাশী ধন যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায় - তার জন্য অনেক সাবধান হতে হবে। কাউকে পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গীত:- জো পিয়াকে সাথ হ্যায়...

যে পিয়ার সাথে আছে তার জন্যই বরিশণ আছে

ওম্ শান্তি। গডলি স্টুডেন্টরা এই গীত শুনল। তোমরা বাচ্চারা হলে গডলি স্টুডেন্ট। এমন নয় যে সব স্কুলেই গডলি স্টুডেন্ট থাকে। না, ওখানে তো মানুষ পড়ায়। সল্লাসীরাও শাস্ত্র শোনায়। বাস্তবে জ্ঞানকে বর্ষা বলা হয় না। বর্ষা তো জলের হয়। কিন্তু এইরকম মহিমা করা হয় কারণ পরমপিতা পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়েছে। বাবা বলেন, আমাকে জ্ঞানের সাগর এবং নলেজফুলও বলা হয়। নলেজকে বর্ষা, জল কিংবা অমৃত বলা হয় না। যেমন মান সরোবর নামক জলাশয় আছে। অমৃতসরেও একটা জলাশয় আছে, যাকে ওখানকার লোকেরা অমৃত বলে মনে করে। এইসব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানকে অমৃত কিংবা বর্ষা বলা যাবে না। ওরা মনে করে, এটা হল অমৃত, যার দ্বারা দুঃখ দূর হবে। বাস্তবে এই নলেজের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। যারা প্রেমিকের সাথে আছে, তাদের জন্যই এই জ্ঞান বর্ষা। এখানে বাবা, টিচার এবং সদগুরু তিনজনেই কন্সাইন্ড। এই একটা কথাই যদি বাচ্চারা মনে রাখে, তাহলেও খুশির পারদ উর্ধগামী হবে। কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। এখানে তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে চলছ। শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হও। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা-ই হলেন ভগবান। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবার শিক্ষার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব। প্রীতমের সম্মুখে এখন যারা আছে, তারা সবাই স্টুডেন্ট। এখানে এসে বসবে, তারপর পড়া হয়ে গেলে নিজের ঘরে ফিরে যাবে। দিনে-দিনে অনেক স্টুডেন্ট হয়ে যাবে। সবাইকে একই ঘরে একসাথে রাখার জন্য তো অনেক বড় বাড়ি লাগবে। গোটা আবু জুড়ে বাড়ি বানিয়ে দিলেও কুলাবে না। কত সেন্টার রয়েছে! তাও তো এখনও কম সংখ্যক আছে। এর থেকেও হাজার গুণ বেশি হবে। এক হাজার, দুই হাজার, পাঁচ-সাত হাজার সেন্টারও হওয়া সম্ভব। তখন এই জ্ঞানগঙ্গা-রা ঘরে ঘরে জ্ঞানের বর্ষা করবে। অনেক বাচ্চা হয়ে যাবে। যেখানে সেখানে সেন্টার খুলছে। কেউ গীতা পার্শালা নাম রাখে, কেউ হয়তো ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় নাম রাখে। বাস্তবে ব্রহ্মাকুমারী নাম রাখার ক্ষেত্রে ভয় পেলে চলবে না। কোনো কোনো বাচ্চা ভয় পায় যে বি.কে. নাম দেখলে যদি হাস্যাম্বা হয়, তাই গীতা পার্শালা নাম রেখে দেয়। গীতা পার্শালা শব্দটা তো কমন্। ওরা ভাবে, যাতে কোনো বিঘ্ন না আসে তাই বি.কে. নামের বদলে অন্য নাম দিয়ে দেয়। বাস্তবে বিষয়টা তো একই। ভেতরে ঢুকলে ছবি ইত্যাদি দেখেই ঝট করে বুঝে যাবে যে এরা হল বি.কে.। তাই নাম

পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। এই নামের দ্বারা তো এটা ভালোভাবে প্রমাণিত হয় যে এরা হল ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। এটাই তো ভালো, তাই না? তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে বাস্তবে তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো জানো। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কোনো আত্মার রচয়িতা নন। তিনি হলেন আত্মাদের অনাদি পিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন অনাদি। এনার মধ্যে আত্মাদের পিতা প্রবেশ করেন এবং প্রজাদের রচনা করার জন্য ব্রহ্মাকে এডাপ্ট করেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। এইভাবে তো আরও সহজে বোঝানো যাবে। কিন্তু ভয় পায়। অনেকে বলে যে গীতা পার্শ্বশালাতে গেলেও বি.কে. দের কাছে যেও না। ঘরে ঘরে জ্ঞানগঙ্গা কথার অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। ভক্তিমার্গে নারদকে একটা মুখ্য চরিত্র হিসাবে গন্য করা হয়। সে একজন ভক্ত ছিল এবং খঞ্জনী বাজাত। তবে ছবিতে যেমন দেখানো হয়, নারদ সেইরকম রূপধারী ছিল না। বাস্তবে তো তোমরা সবাই বাঁদরের মতো ছিলে। চেহারা মানুষের মতো কিন্তু চরিত্র বাঁদরের মতো ছিল। তাই সকলেই হল নারদ। সবাই তো ভক্ত। এখন বুঝেছ যে যতক্ষণ আমরা দিব্যগুণধারী মানুষ না হব, ততক্ষণ আমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। সকল মেল এবং ফিল্মে ভক্তই হল নারদ। বলা হয়, আগে তো নিজের মুখটা দেখ। তুমি হলে বাঁদরের মতো, কারণ তোমার মধ্যে 5 বিকার রয়েছে। তাই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। এইসব তো আসলে এখানকার-ই কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে সবাই আসলে দুর্যোধন অথবা দুঃশাসন। তারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে। তাই মাতারা চিৎকার করে আহ্বান করে – আমাদেরকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা কর। কন্যারা বলে – হে গিরিধারী, আমাদের সম্মান রক্ষা কর। অনেক নাম রেখে দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধিযোগ কৃষ্ণের দিকে চলে যায়। কিন্তু দেহধারী কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। ওরা কেবল সাক্ষাৎকার করতে চায়। কিন্তু সাক্ষাৎকার হয়ে গেলেও তো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জ্ঞান পাওয়া যাবে না। ব্রাহ্মণ হলে এবং জ্ঞানটাকে বুঝলেই দেবতা হতে পারবে। ব্রাহ্মণ হলে ভক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে এক সপ্তাহের কোর্সের দ্বারা আমরা মানুষকে মন্দির-লায়ক বানাতে পারব। কিন্তু টাইম তো লাগবেই। বরাবরের মতই এখন তোমরা বাবার সাথে আছ। বাবার কাছে আসার পর ফেরত যাওয়ার সময়ে অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সবাই তো বাবার সাথে থাকতে পারবে না। এটা অসম্ভব। যেখান থেকে সেখান থেকে সবাই ছুটে আসে। এইরকম রীতি কেবল এখানেই আছে। সাধু-সন্তদের কাছে তো অনেকে গিয়ে একসাথে থাকে। কেউ কাউকে মানা করে না। এখানে তো পবিত্র হওয়ার ব্যাপার আছে। তাই বারণ করা হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো কেবল পুরুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখানে তো সবাই কুমারী এবং মাতা। কন্যাদেরকে মা-বাবা এবং ডাক্তাররাও বলে যে বিয়ে না করলে অসুখ হবে। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে কতজন তো সন্ন্যাসী হয়। ওখানে অনেক ছোট ছোট ব্রহ্মচারীও থাকে। কিন্তু সেইসব ব্রহ্মচারীদের তো কখনো অসুখ করে না। তাহলে এক্ষেত্রে কেন অসুখ করবে? অনেকেই তো অবিবাহিত থাকে। সন্ন্যাসীদের ওপরেও কেউ কেস করতে পারবে না। কখনো কোনো স্ত্রী তাদের কাছ থেকে ঘর চালানোর খরচও চায় না। ওরা তো পালিয়ে যায়। তখন আশেপাশের লোকেরা তার দেখাশোনা করে। গরিবরাই বেশি পালিয়ে যায়। দুঃখী হওয়ার জন্য বৈরাগ্য এসে যায়। তোমরাও হয়তো দুঃখী ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো বৈরাগ্যের ব্যাপার ছিল না। তোমাদেরকে তো প্রথমে হাতের মুঠোয় স্বর্গ দেখানো হয়। পবিত্র না হলে বৈকুণ্ঠে যাবে কিভাবে? বাহাদুর হতে হবে। তাই নামটাই হল শিবশক্তি সেনা। শিববাবার সাথে যোগ লাগলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের ধারণা হওয়ার পরই সমর্পণ হওয়া উচিত। যদি জ্ঞানের ধারণা না হয়, নষ্টমোহ না হও, তাহলে মায়া এসে হারান করবে। বিয়ে করার ইচ্ছা হলে সকল ব্রহ্মাকুমারীদের বদনাম হয়ে যায়।

আগে তো নষ্টমোহ হতে হবে। তোমরা এতদিন ভাঙি করেছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকজন নষ্টমোহ হয়নি, বিভিন্ন কথা স্মরণে আসে। এখান থেকে গিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ দেখার পরে তাদের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং সেখানেই থেকে যায়। মোহ ঘিরে ধরে। এইসব ড্রামা অনুসারে হওয়ার ছিল। এখনো বাবা বলেন, আগে তো নষ্টমোহ হও। কেবল মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাও। যা কিছু হয়ে যাক, আমরা তো কেবল বাবার সেবাতেই থাকব। বলা হয় - চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ-রসের স্বাদ পাবে কিন্তু পড়ে গেলে হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসার পরেও মোহ বিরক্ত করতে থাকবে। এইরকম অনেক সন্ন্যাসী পালিয়ে যাওয়ার পরে আবার ফিরে আসে। কোনো সন্ন্যাসী ঘরে ফিরে এলে আশেপাশের লোকজন তাকে অনাদর করে। ওরা ভাবে, এ নিশ্চয়ই কাজ করবে না বলে পালিয়ে গেছিল। এটাও বোঝা যায় যে সে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়নি, বিকারগুলো ঘিরে ধরেছে। বাবার কাছে তো খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। প্রথম থেকেই সযত্নে পালন করেছেন। ধনী-গরিব সবাই এখানে সমান। মাঝা-বাবাও সবাইকে শেখানোর জন্য বাসন মাজতেন, ঝাড়ু দিতেন। দেহ-অভিমানকে তাড়ানোর জন্য এইসব কাজ করা হয়। সন্ন্যাসীরাও এইরকম করায়। দেহ-অভিমানকে নষ্ট করার জন্য কোনও বড় ব্যক্তিকে দিয়ে কাঠ কাটাবে। এখানে তো অনেক সম্পত্তি পাওয়া যায়। এক সেকেন্ডে ২১ জন্মের বাদশাহী! সন্ন্যাসীদের কাছে তো কিছুই পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র থাকে বলে অপবিত্র মানুষরা প্রণাম করে। এটা হল রাজযোগ, যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়।

বিকারের বশীভূত হওয়া যাবে না। মীরাও তো পবিত্র থাকতে চাইত। সে তো ভক্তিমার্গের পথিক ছিল। কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করেছিল। তার অন্তরে তো কৃষ্ণ ছিল, তাই সে বিকারের বশীভূত হবে কিভাবে? কিন্তু সেটা তো কেবল একটা জন্মের জন্য। মীরা দ্বিতীয় জন্মেও ভক্তিমার্গেই ছিল। মীরা ভক্তিমার্গে গেছিল কারণ অগ্নিমকালে যেমন মতি সেইরকম গতি হয়। কৃষ্ণের সাথে হৃদয়ের টান থাকলে তো ভক্তই হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তিমার্গে তো কিছুই পাওয়া যায় না। জ্ঞানমার্গে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আগে কেবল শিবের ভক্তি করত। পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়েছে। আজকাল তো ইঁদুর-বিড়াল সবকিছুর ভক্তি করা শুরু করেছে। কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে হনুমান-গণেশ ইত্যাদির ভক্তি করছে। সত্য এবং ত্রেতাযুগেও কলা কম হতে থাকবে। এখন তো মানুষ কোনো কাজের নয়। যখন এইরকম অবস্থা হয়ে যায়, তখন বাবা এসে বোঝান। অর্ধেক কল্পের জন্য উঁচুতে উঠে যায়। তারপর অর্ধেক কল্প পরে নীচে নামা শুরু হয়। মানুষ মনে করে - যদি নীচে নামতেই হবে, তাহলে জ্ঞান নিয়ে কি হবে? কিন্তু এই ঈশ্বরীয় নলেজ না থাকলে তো মানুষ কোনো কাজের নয়। আমরা আগে কি ছিলাম? কিছুই নয়। জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। শরীর নির্বাহ করার জন্যও পড়াশোনা করে। আজকাল কন্যারাও শরীর নির্বাহের জন্য পড়াশোনা করে। আগে এইরকম প্রথা ছিল না। কন্যারা ঘর সামলাত আর ছেলেরা চাকরি করার জন্য পড়াশোনা করত। এখন তো বেহদের বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সবাই এখানে থেকে গেলে আত্মীয়-বন্ধুদেরকে জ্ঞান দেবে কিভাবে? তাই ফিরে যেতে হবে। পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। কেউ তো একেবারেই পড়ে না। তখন বুঝতে হবে যে এই ব্যক্তি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের নয়। কিন্তু রঙ লাগানোর চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চেষ্টা করলে কারোর না কারোর ওপরে ঠিক রঙ লেগে যাবে। কেউ হয়তো ইনসাল্ট করবে, গালি দেবে, কিন্তু তুমি পুরুষার্থ করলে কারোর না কারোর ওপরে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। বিছের চলার পথে কোনো নরম জিনিস আসলে সে তাতে হল ফুটিয়ে পরীক্ষা করে। এক্ষেত্রেও বাচ্চাদেরকে অনেক এক্সপার্ট হতে হবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে এমন কাউকে

অবিনাশী জ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। পাত্রের প্রকৃতি দেখে দান করতে হবে। দান দেওয়ার পরে সে যদি কোনো বিকর্ম করে ফেলে, তাহলে যে দান করেছিল তার ওপরেও সেই পাপ চলে আসবে। এইসব ক্ষেত্রে অনেক হুঁশিয়ার হতে হবে। টাকা-পয়সা কাউকে খুব সাবধানে জিপ্সোস করে দিতে হবে। এখানে যা কিছু বানাচ্ছ, সেইসব জলদি ভেঙে যাবে। এইসব বাড়ি তো বাচ্চাদের থাকার জন্য বানানো হয়েছে। তোমরা জানো যে এইসব ভেঙে যাবে। ভূমিকম্প হলে মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙে যাবে। আমাদের রাজধানীতে এইসব কিছুই থাকবে না। আমেরিকা, রাশিয়াও থাকবে না। কেবল এই ভারত ভূমিই থাকবে। এইসব তোমরাই জানো। বাকি দুনিয়া তো ঘন অন্ধকারে আছে। এটা বাবার কত বড় স্কুল! এখানে টিচারদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। সবাই তো একরকম হয় না। এর মধ্যে সবথেকে বড় টিচার তো শিববাবা। তারপর ইনি হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী। বলা হয় - তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা...। তাই ইনি হলেন মাতা। তারপর সরস্বতীর নামও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নামের সাথে মিল থাকার জন্য ব্রহ্মপুত্র নামটা সঠিক। দেখানো হয়েছে যে সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন হয়। বাস্তবে এখানে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন হয়। এটার স্মরণচিহ্ন হিসাবেই ভক্তিমার্গে এইরকম গায়ন করা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সম্পূর্ণ ভাবে মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। অবস্থা পাকা হলে তবেই সেবাতে নিযুক্ত হতে হবে।

২) এই দুনিয়ার প্রতি অন্তর থেকে বৈরাগ্য রেখে পবিত্র হওয়ার বিষয়ে বাহাদুর হতে হবে। পাত্রের প্রকৃতি দেখে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে দান করতে হবে।

বরদান: - শুদ্ধ ফিলিং দ্বারা ফ্লু-এর রোগকে বিনাশ করে বরদানের দ্বারা পালিত সফলতার প্রতিমূর্তি হও

সকল সন্তানের প্রতি বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত হল - বাচ্চারা, সর্বদা শ্রেষ্ঠ অনুভবে (ফিলিং) থাক। আমি হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোটির মধ্যে কেউ কেউ আমার মতো হয়। আমি হলাম দেব আত্মা, মহান আত্মা, বিশেষ পার্টধারী আত্মা - এইরকম ফিলিং-এ থাকলে ব্যর্থ ফিলিং-এর ফ্লু আসতে পারবে না। যেখানে এইরকম শুদ্ধ ফিলিং আছে, সেখানে অশুদ্ধ ফিলিং আসা সম্ভব নয়। এর ফলে ফ্লু-এর রোগ অর্থাৎ পরিশ্রম করার হাত থেকে বেঁচে যাবে এবং অনুভব হবে যে আমি সর্বদা বরদানের দ্বারা পালিত হচ্ছি এবং সেবাতেও সফলতা প্রাপ্ত হচ্ছি।

স্লোগান: - ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল - সঙ্গমযুগী মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা বাবা, শিক্ষক, সঙ্কর - তিনজনের সামনে বসে আছ । তোমাদের প্রতি এটাই বাবার কৃপা যে, উনি শিক্ষক হয়ে তোমাদের শিক্ষা দান করছেন, আর সঙ্কর হয়ে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন"

প্রশ্ন : -- বাবার কাছে তোমরা বাচ্চারা কি প্রতিজ্ঞা করেছ ? তোমাদের কর্তব্য কি ?

উত্তর :-- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ -- বাবা, আমরা তোমার কাছ থেকে যা কিছু শুনি, সেসব অন্যদেরও অবশ্যই শোনাব । তোমার মতো করে তৈরি করব । আমাদের কর্তব্য হলো - বাবার মতো সবাইকে পড়ানো, কেননা এখন আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। যেমন আমরা বর্ষা নিষিদ্ধ, তেমনই দয়াশীল হয়ে অন্যদেরও বর্ষা নেবার অধিকারী করে তুলতে হবে ।

গীত : -- মা-বাবার কাছ থাকে আশীষ গ্রহণ কর

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা মা-বাবার সম্মুখে বসে আছে অথবা বাচ্চারা স্কুলে শিক্ষকের কাছে বসে আছে । বাচ্চারা জানে, আমরা সতগুরুর কাছে জ্ঞান শোনার জন্যে বসে আছি । কার কাছ থেকে শুনবে? জ্ঞানের সাগর একজনই তিনি বাবা । তোমরা জান তিনি পরমধাম থেকে নেমে আসেন আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য । তোমাদের বুদ্ধি পরমধামে, সুইট হোমের সাথে যুক্ত হয়ে আছে । যদিও তিনি এখানে এসেই পড়ান, তোমরাও মাতা - পিতার সামনেই বসে আছ, তথাপি বুদ্ধি বা স্মরণ নির্বাণধামের প্রতি যুক্ত । আমাদের বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর আমরা যাব বিষ্ণুপুরীতে । ওটাও ঘর আর এখানেও ঘর । আমাদের কৃষ্ণপুরী স্বশুর ঘরে যেতে হবে । প্রথমেই স্মরণ করতে হবে বাবাকে, যিনি তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন ।

মা-বাবাও কন্যাকে উপযুক্ত করে তোলে তাইনা ! স্বশুরবাড়িতে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন সেখানে বলা হয় - মেয়েটি তো খুব ভালো আর সুলক্ষণা যুক্ত । এখন তোমরা জান যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে পড়ছি । বাবা বাচ্চাদের জন্য খুব পরিশ্রম করেন, এটাই বাচ্চাদের প্রতি তাঁর কৃপা । সন্তান ব্যারিস্টার হলে বলা হয় -- মা - বাবা খুব ভালোভাবে পালন করেছে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে । মাতা-পিতা স্রষ্টা এবং ডায়রেক্টর (পরিচালক) । পুত্র সন্তান বাবার প্রতি অ্যাটাচড হয় আর কন্যা সন্তান অ্যাটাচড হয় মায়ের প্রতি, কেননা পুত্র সন্তান বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করে । কুমারী তো গিয়ে মাতা হয় । এখন এখানে তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । ব্রাহ্মণদের গায়ন আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক সন্তান । ঐ ব্রাহ্মণদের তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, তোমরা যদি মুখ বংশাবলী হও তবে কি তোমরা ব্রহ্মা মুখ নিঃসৃত সন্তান ? কুখ (গর্ভের) সন্তান তো লৌকিক মাতা-পিতার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে । ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা কবে জন্ম নিয়েছ ? ওরা বলতে পারবেনা । তোমরাই প্রকৃত জান যে -- আমরা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অ্যাডপ্ট (দওক) করা সন্তান । অ্যাডপ্ট করেছেন শিববাবা । এখন তোমরা বুঝেছ যে -- আমরা বাবা, শিক্ষক, গুরু তিনজনের সামনেই বসে আছি । বাবা তো ম্যানার্স শেখান - শ্রী কৃষ্ণের মতো গুণবান, সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে ,আর এখানেই পুরুষার্থ করে হতে হবে। মানুষ তো জানেই না রাধাকৃষ্ণ পূর্ববর্তী জন্মে কে ছিল ? একথা তোমরা বাচ্চারাই শুধু জান । যারা পূজ্য ছিল তারাই আবার পূজারী হয়েছে , পুনরায় পূজ্য হয়ে যাবে । পূজারী ভক্তদের বলা

হয় । নর থেকে নারায়ণ, বেগর (ভিক্ষুক) থেকে প্রিন্স হওয়ার বর্সা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারেনা। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে -- তুমি কি করছ ? তবে বল যে , আমি গডফাদার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করছি । এইম অবজেক্ট তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতে আছে তাইনা ! আমি বাবার কাছ থেকে বেহদের বর্সা নিচ্ছি । স্বর্গের বর্সা হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ বা প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্যই । এখানে এই ঈশ্বরীয় কলেজে তোমরা জ্ঞান অর্জন করে প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরি হও । জান যে, ভবিষ্যতে নতুন বিশ্বের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্য আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি । নতুন বিশ্বকে সত্য যুগ বলা হয় । সত্য যুগ অথবা কলিয়ুগ সেখানে থাকবেতো মানুষই । নলেজ ও মানুষই গ্রহণ করে । জানোয়ারদের তো নলেজ দেওয়া হবেনা । মানুষ দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিল, এখন আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে, পুনরায় দৈবীগুণ সম্পন্ন হতে যাচ্ছে । এসব তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে ; খুব সহজে বোঝবার মতো কথা । ৮৪ জন্মের চক্র এই ভারতের জন্যই । ৮৪ জন্ম চক্রের গুহ্য গোপনীয় রহস্য কারও বুদ্ধিতে ধারণ হবে না । স্বদর্শন চক্র কৃষ্ণের ছিল দেখানো হয়েছে । বাস্তুবে বিষ্ণু, লক্ষ্মী -নারায়ণের কন্ডাইন্ড রূপ। শৈশবে রাধাকৃষ্ণ ছিল, কিন্তু চক্র শুধু কৃষ্ণের হাতে দেখানো হয়েছে, রাধার হাতে চক্র কখনও দেখানো হয়নি । লক্ষ্মীর হাতেও চক্র নেই । শুধু নারায়ণ বা বিষ্ণুর হাতে চক্র দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীও অন্তর্ভুক্ত । বাস্তুবে স্বদর্শন চক্রধারী তোমরা । তোমরা জান আমরা গডফাদারের কাছ থেকে ওয়ান্ডারফুল শিক্ষা গ্রহণ করছি । উনিই জ্ঞানের সাগর , মানব সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, সুন্দর ও চৈতন্য । আল্লাকেই সত্য আর চৈতন্য বলা হয় । শরীরকে সত্য আর চৈতন্য বলা যায় না । বাচ্চার শরীর ৫ মাস পর্যন্ত জড় অবস্থাতেও গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে । প্রতিটি জিনিসেরই বৃদ্ধি ঘটে । মানুষের আত্মা মহান । মানুষের যেমন মহিমা করা হয়, তেমনই গ্লানিও করা হয় । সংবাদপত্রে প্রকাশিত -- ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার চার্চে তার পোষ্য বিড়ালকে নিয়ে গেছেন । দেখ -- বিড়ালেরও কত মান । ওখানে তোমরাও বিনা পারমিশনে যেতে পারনা কিন্তু বিড়াল অনুমতি পেয়ে যায় । অনেক মানুষ বলে থাকে -- কুকুরও নাকি ভগবানকে স্মরণ করে, আওয়াজ করে না ! ওরা গড সম্পর্কে বলে, কিন্তু জানেনা কিছুই । তাহলে মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি রইল ? তোমরা এখন কত উচ্চ মানের হয়ে উঠছ, তোমাদের এখন কতো মহিমা হবে । বাস্তুবে যখন তোমাদের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন বলবে ব্রহ্মকুমারীদের কাছে যেতে হবে । ব্রহ্মকুমার-কুমারীরা শিববাবার পৌত্র পৌত্রী (নাতি, নাতনি) । বাবা একজনই । একজন বাবা, একজন মাম্মা যাদের দ্বারা তোমরা রচিত হও । তোমরা জান আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । এখানে বৃদ্ধ বা জোয়ানের কোনও কথা আসেনা । আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী, শিববাবা আমাদের গ্র্যান্ডফাদার আর শিববাবার পৌত্র-পৌত্রীরা হলো ব্রহ্মার সন্তান-সন্ততি । কত সহজ কথা । এ হলো ব্রাহ্মণ কুল যা বাবাই ক্রিয়েট করেন । তোমরা জান আমরা শিববাবার বাচ্চারাই এই ঝাড়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । ব্রহ্মা সঙ্গমে কল্প বৃক্ষের কান্ডে বসে আছেন না!

আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার পৌত্র ওঁনার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা পাচ্ছি, এটা কখনওই ভুলে যাওয়া উচিত নয় । দেহ সহিত যা কিছু আছে সব কিছু ভুলে গিয়ে অশরীরী হতে হবে । এখন আমাদের গ্র্যান্ডফাদারের সাথে সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে । আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । বাবাকেও অবশ্যই প্রয়োজন । প্রকৃতপক্ষে আমরাই ব্রহ্মকুমার-কুমারী ছিলাম । আমরা শিববাবার পৌত্র -পৌত্রী গ্র্যান্ডফাদারের কাছ থেকেই বর্সা পাই । বিশ্বের বাদশাহীকেই প্রকৃত স্বরাজ্য বলা হয়। তোমরা সারা বিশ্বের মালিক হও, কারও প্রতি ভীত হয়োনা । তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়, সেখানে

দ্বিতীয় আর কেউ বাস করেনা । সবাই সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংস পরম ধর্ম সম্পন্ন গুণবান হয়ে ওঠে । বাবা বুঝিয়েছেন - হিংসা দুই প্রকারের এক হলো উৎপীড়ন, দ্বিতীয় হলো কামকাটারী চালানো । আমরা ডবল অহিংসক। সত্যযুগে হিংসার কোনও স্থান নেই, না শরীরের না বিকারের । বলাই হয়ে থাকে অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম, আমরাও তারই অংশীদার । ব্রাহ্মণ থেকে আমরা আবার দেবতা হব । আমরা মানুষ এই নাম মুছে যাবে। কেননা আমরা মানুষ থেকেই দেবতায় পরিণত হই । যেমন ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পদাধিকার প্রাপ্তি করে, কিভাবে হয়েছে তা তো তারা নিজেরাই জানবে । তোমরা এখন জান, এই জ্ঞান ধারণ করে আমরা দেবতা হই। কত সহজে বোঝার ব্যাপার । কল্পবৃক্ষ বিভিন্ন ধর্মের ঝাড় নিয়ে গঠিত, যার আদি-মধ্য -অন্তের সব জ্ঞান তোমাদের মধ্যে আছে ; যা আর কারও মধ্যেই নেই । তোমরা জান বাবা পরমধাম থেকে আমাদের পড়াতে এসেছেন । পরমধাম কতো উচ্চ শিখরে, যেখানে এরোপ্লেন পর্যন্ত যেতে পারে না । দেখ - বাবা কিভাবে আমাদের পড়ানোর জন্য উইংস (ডানা,পাখা) ছাড়াই আসেন ; সুতরাং কতখানি খুশি হওয়া উচিত । আমাদের বাবা শিক্ষক যিনি পরমধামে থাকেন, ওখান থেকে এসে আমাদের পড়ান । ওনাকে অনেক সার্ভিস দিতে হয় । ভক্তদের সুখী করার জন্যও সার্ভিস (সেবা) করতে হয় । ভক্তরা আমাকে জানেনা, আমি ওদের জন্য কতটা সার্ভিস দিয়ে থাকি । তীব্র ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছাও পূর্ণ করি, সেই সাক্ষাত্কার বাচ্চারা করেছে । তীব্র ভক্তি নিয়ে বসে বলে -- হে কৃষ্ণ দেখা দাও । দুই চোখে বহিতে থাকে অশ্রু ধারা । এমন তীব্র ভক্তদের আমিই সাক্ষাত্কার করিয়ে দিই। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করি । এ হলো ভক্তি মার্গ । ঐ সময় আমিই তাদের অনুগ্রহ করি । তোমাদের তো সামনে বসে শোনাই, পড়াই । ভগবানুবাচ তো প্রকৃতপক্ষে আছেই, সেখানে কোনও সন্দেহ নেই । গীতাতেও লেখা আছে -- বাচ্চারা, তোমাদের নর থেকে নারায়ণ আর রাজযোগ শেখাতে এসেছি। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । কৃষ্ণর আত্মা তো এই সময় অস্তিম জন্মে । উনিও বসে পড়েন । কৃষ্ণ ভগবানুবাচ কখনওই নয় । বাচ্চারা জানে, সূর্য এবং চন্দ্র রাজবংশের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বর্ষা নেব । বাবা কতো দয়ালু, এসে বাচ্চাদের দত্তক নেন । বাচ্চারা বলে, বাবা যেমন তুমি আমরাও ঠিক তোমার মতো, পুনরায় আমরা মিলিত হয়েছি । তুমিই সেই বাবা, আর আমরাও সেই তোমার সন্তান । এখন তুমি এসেছ আমাদের রাজ্য ভাগ্য দিতে। বাবা আবার আমাদের পড়াতে এসেছেন । আমরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী । প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম ও কতো মহিমাময় । এটা তো জানই -- স্বর্গের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা, বর্ষা তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্তি হবে । ব্রহ্মাও তাঁর কাছ থেকেই বর্ষা পেয়েছেন । বাবা তোমরা ব্রাহ্মণদের সাথেই কথা বলছেন । কতো সহজ রীতিতে সবকিছু বুঝিয়ে দেন ,তারপরও কেন তোমরা ভুলে যাও? বাবার ঘরে বসে আছ, বাবাই শিক্ষক রূপে আমাদের পড়ান । আমরা রাজযোগ শিখছি । আমরা প্রথমে শান্তিধাম তারপর যাব সুখধামে । এই কলিযুগী দুনিয়ার বিনাশ ঘটবে । পূর্ববর্তী কল্পের মতো আমাদের সবকিছু সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে । দেখে যাও -- কিভাবে তোমরা পরীক্ষায় পাশ করেছ আর কিভাবে সব ধ্বংস হচ্ছে । বিজয়ের পরে সেখানে জন্ম কিভাবে হবে ? কিভাবে মহল ইত্যাদি তৈরি হবে ? বুদ্ধিতে আছে -- এমনটা নয় যে, সোনার দ্বারকা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে আবার বেড়িয়ে আসবে । বলা হয় -- রাবণের সোনার লঙ্কা ছিল, এসবই গল্প কথা কিছুই ছিল না । স্বর্ণ মহল তো দেবতাদের হয়, যার কোনও অস্তিত্ব এখন নেই । ভারতের তরী এখন ডুবে গেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা নরক রূপী বিষয় সাগর থেকে ডুবে যাওয়া ভারতকে উদ্ধার করতে চলেছ । বাকি স্টিমার ইত্যাদির কোনও কথা নেই । তোমরা সাগরের বাচ্চারা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছিলে । কামচিড়ায় বসে কালো বর্ণের হয়ে

গিয়েছিলে । তোমরা সুন্দর ছিলে তারপর কুৎসিত (কালো) হলে। ভারতের দেবী -দেবতা তোমরা কতো সুন্দর ছিলে । তোমরা বাচ্চারা শ্যামসুন্দর । বাচ্চারা জানে আমরা কার সামনে বসে আছি । এমন কোনও সত্সঙ্গ নেই, যেখানে গড়ফাদার বসে রাজযোগ শেখান । নিরাকার বাবা নিশ্চয়ই কারও শরীরে এসেছেন। শ্রী কৃষ্ণ কিভাবে আসবে ? ওনার আত্মা তো এখানেই আছে না ! এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । তোমরা জান আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের মালিকানা পাই, বর্ষা গ্রহণ করি । তোমরা মাঝা-বাবা বলে, সুতরাং অধ্যয়নে তাঁদেরই অনুসরণ করতে হবে । বলাও হয় ফলো ফাদার । প্রকৃত ফাদার চাই, আরটিফিসিয়াল তো নয় । গান্ধীজীকেও বাপুজী বলা হতো কিন্তু বর্ষা (উত্তরাধিকার) তো কিছু প্রাপ্তি হয়নি । সেটা ছিল হদের বাপুজীর কাছ থেকে হদের বর্ষা, তাকে বেঅন্ত বা অসীম বলা হয়না । এই বেহদের বাপুজী তো পরমধাম থেকে আসেন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে যাচ্ছ । বেহদের বাবার প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকা উচিত । সব সঙ্গ ছেড়ে শুধু তোমার সাথেই জুড়ে থাকব, বাবার প্রতি এটাই তোমাদের প্রতিজ্ঞা । কতো ভালোবেসে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাকিরা কি জানে কবে শিববাবা আসেন ? রক্ষা বন্ধন কবে হয়েছিল? দৈবীগুণ কিভাবে ধারণ করেছিল ? গীতা শাস্ত্র পড়ে, শোনে কিন্তু কিছুই বোঝেনা । তোমরা মৌখিক ভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা কর, এতে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্ন আসেনা । ভগবান সঙ্গমে এসে তোমাদের সম্মুখে বসেই সব শেখান । তোমরাও সামনে বসে শোন, এতে শোনার নেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে ; এই নেশা কম হওয়া উচিত নয় । এ কোনও মানুষ পড়ায় না, পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই পড়ান । ব্রহ্মকুমার -কুমারীরা সবাই শোনা তারপর অন্যদেরও শোনায় । তোমরা এগ্রিমেন্ট করেছ -- বাবার কাছ জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও তা শোনাবে। তা নাহলে কিসের জন্য শুনছ । এখন তোমরা বেহদের বাবার বাচ্চা হয়েছ । বাবা বলেছেন - "মামেকম্ স্মরণ কর" (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) । দেহ সহ দেহের সমস্ত সম্পর্ককে ত্যাগ কর । বাবা শিব আর তোমরা হলে শালিগ্রাম, বাবা আর বাচ্চারা । বাবা বলেন, আমি নিরাকার, তোমরাও নিরাকার ছিলে কিন্তু শরীর ধারণ করে এখানে পাট বাজাতে এসেছ । এখন ফিরে যেতে হবে । বাবা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ছিলে ; যাকে পরমধাম, নির্বাণধাম, মূলবতন ইত্যাদি নামে ডাকা হয় । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এই চক্র তোমাদের সামনে অবিরাম ঘুরেই চলেছে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) জ্ঞান ধারণের জন্য মাতা-পিতাকে অনুসরণ করতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে যে, উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমধাম থেকে ভগবান আমাদের পড়তে আসেন ।

২) এখন আমাদের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে, তাই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । দেহ সহ সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদান : -- সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ মত দ্বারা শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত করতে সমর্থ প্রত্যক্ষ ফলের অধিকারী ভব
(হও)

সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ মতের আধারে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, তার প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ সফলতা সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হয় । আর তাই বলা হয়ে থাকে - যেমন মতি (বিচার) তেমন গতি (অবস্থা, প্রাপ্তি) । ওরা ভাবে মৃত্যুর পরই গতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এই অন্তিম মরজীবা জন্মে প্রতিটি কর্মের সফলতার ফল অর্থাৎ কর্মের আধারে গতি প্রাপ্ত হওয়ার বরদান (আশীর্বাদ) পেয়েছ । তোমরা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাক না । এখনই কর্ম কর আর সাথে সাথেই প্রাপ্তি লাভের অধিকারী হয়ে ওঠো । একেই বলে সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত ভালবাসা ।

স্লোগান : -- দূঢ় সংকল্প দ্বারা প্রতি পদে বাবাকে অনুসরণে সমর্থই সর্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে ।

পরমাত্মা ভালোবাসা - নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

আজ স্নেহের সাগর বাবা তাঁর স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন । সব বাচ্চাই স্নেহী, কিন্তু তবুও তারা নম্বরক্রমে । এক, যারা বাবাকে ভালোবাসে । দ্বিতীয়, যারা ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করে । তৃতীয়, সদা স্নেহস্বরূপ হয়ে স্নেহের সাগরে ডুবে থাকে, তাদেরকে বলা হয় লাভলীন বাচ্চা । লাভলী আর লাভলীন এই দুয়ের মধ্যে ফারাক আছে । বাবার হওয়া অর্থাৎ স্নেহী, লাভলীন হওয়া । পুরো কল্পে কখনও অন্য কারও থেকে ঈশ্বরীয় স্নেহ, পরমাত্মা ভালোবাসা প্রাপ্ত হতে পারেনা । পরমাত্মা ভালোবাসা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা । পরমাত্মা ভালোবাসা এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মের আধার । পরমাত্মা ভালোবাসা জন্ম জন্ম ধরে ডাকার প্রত্যক্ষ ফল । পরমাত্মা ভালোবাসা নবজীবনের দান । পরমাত্মা ভালোবাসা না থাকলে জীবন নীরস, শুকনো আখের মতো । পরমাত্মা ভালোবাসা বাবার কাছে নিয়ে আসার সাধন । পরমাত্মা ভালোবাসা সদা বাপদাদার সঙ্গ অর্থাৎ পরমাত্মাকে তোমার সার্থী অনুভব করায় । পরমাত্মা ভালোবাসা মেহনত করা থেকে তোমাদের মুক্ত করে যোগযুক্ত স্থিতির সাথে সহজ এবং সদা যোগী হওয়ার অনুভব করায় । পরমাত্মা ভালোবাসা সহজেই তিন ধাপ পার হতে সমর্থ বানায় ।

১) দেহভাবের বিস্মৃতি । ২) দেহের সর্ব সম্বন্ধের বিস্মৃতি । ৩) দেহের এবং দেহগত দুনিয়ার আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তুর আকর্ষণের প্রাপ্তি সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় । তোমাদের কোনকিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির ভাগ্য স্বতঃই তোমাদের ত্যাগ করিয়ে দেয় । সুতরাং তোমরা প্রভু-অনুরাগী বাচ্চারা ত্যাগ করেছে নাকি তোমাদের ভাগ্য অর্জন করেছে ? কি ত্যাগ করেছে তোমরা ? অনেক তাপ্তি দেওয়া বস্ত্র, অস্ত্রিম জন্মের ক্ষয়প্রাপ্ত পুরানো দেহের ত্যাগ করেছে, এটা ত্যাগ ? কার্যতঃ, যেটা চালাতে তোমরা নিজেরাই বাধ্য হও, সেটার বদলে তোমরা লাইটের ফরিস্তাস্বরূপ আকার লাভ করছে যাতে কোনো ব্যাধি নেই, কোনো পুরানো সংস্কার স্বভাবের অংশমাত্র নেই, কোনো দেহের সম্বন্ধ নেই, মনের কোনো চঞ্চলতা নেই, বুদ্ধির এদিকে ওদিকে যাওয়ার অভ্যাস নেই - যদি এইরকম ফরিস্তাস্বরূপ, প্রকাশময় কায়া প্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের পুরানো দেহ ছাড়তে হয়, তবে কি এটা ছাড়া হলো ? কি দিয়েছ আর কি নিয়েছ ? এটা ত্যাগ নাকি ভাগ্য ? একইভাবে, দেহের স্বার্থ-সম্বন্ধী, সুখ-শান্তির স্বাচ্ছন্দ কেড়ে নেওয়া বিনাশী সম্বন্ধী, যারা এই মুহূর্তে ভাই আর পর মুহূর্তে স্বার্থবশে শত্রু হয়ে যায়, যারা তোমাকে দুঃখ দেয়, প্রতারক হয়ে যায়, যারা তোমাদের মোহরসিয়াতে বাঁধে, যদি তোমরা এইরকম সব সম্বন্ধ ছেড়ে এক -এর মধ্যে সুখদায়ী সর্ব সম্বন্ধ প্রাপ্ত করলে, তবে কি আর ত্যাগ করলে তোমরা ? যারা সদা তোমাদের থেকে নিষ্ছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়েছো , কারণ সব আত্মা নিয়েই থাকে, দেয়না কিছুই । এক এবং একমাত্র বাবা তোমাদের দাতার ভালোবাসা দেন, তোমাদের থেকে কিছু নেওয়ার কোনো অভিপ্রায় নেই । যত ধর্মাত্মা, মহাত্মা, পুন্যাত্মাই হোক, গুপ্তদানী হোক, তবুও কিছু হলেও তারা নিয়েই থাকে, তারা দাতা নয় । তাদের অন্তত পবিত্র ভালোবাসা নেওয়ারও তো আকাঙ্ক্ষা থাকে । বাবা পূর্ণ সাগর, আর সেই কারণে তিনি দাতা, একমাত্র পরমাত্মা ভালোবাসাই দাতার ভালোবাসা । এই কারণে তাঁকে তোমরা দাওনা, বরং তাঁর থেকে তোমরা নাও । একইভাবে, তোমাদের নিজেদের জন্য বিনাশী বিষয়ের ভোগ অর্থাৎ বিষ ভরা বিষয় ভোগ । বারবার বিনাশী পদার্থ ভোগ করে আমিস্ব বোধের জালে জড়িয়ে কি হয়ে গেছ তোমরা ? খাঁচার বিহঙ্গ হয়ে গেছ, তাই না ! এমন পদার্থ তোমাদের কাঙালপতি বানিয়ে দিয়েছে । এইসব পদার্থের বদলে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ লাভ করো, যা তোমাদের পদ্মাপদমপতি বানিয়ে দেয় ।

সুতরাং, কোটি কোটি (পদম) পেয়ে নগন্য অর্থাৎ খড়মূল্য পদার্থের ত্যাগ ! এটা কি ত্যাগ হলো ! পরমাত্ম ভালোবাসা তোমাদের ভাগ্য এনে দেয় । ত্যাগ নিজে থেকে হয়েই আছে । যারা এইরকম সহজ এবং সদা যোগী তারাই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হয় ।

কখনো কখনো বাবার সামনে কোনো কোনো প্রিয় বাচ্চারা তাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করে, বলে, আমি এত ত্যাগ করেছি ! আমি এত ত্যাগ করলাম, তবুও কেন এমন হলো ! বাপদাদা স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করেন, কি ছেড়েছ আর কি পেয়েছ, সেটার লিস্ট বানাও । কোনদিকের পাল্লা বেশি ভারী ? ত্যাগের নাকি প্রাপ্তির ? আজ নয়তো কাল, কিছু জিনিস তোমাদের বাধ্য হয়েই ছাড়তে হবে, অতএব, আগে থেকেই বিচক্ষণতার সাথে প্রাপ্ত করে তারপর যদি ছেড়ে দাও, তবে সেই ত্যাগ কি ত্যাগ হলো ! ভাগ্য বর্ণনের সামনে ত্যাগের মূল্য কড়িসম, ভাগ্য হীরক মূল্যের । এইরকমই তো বিশ্বাস করো, তাই না ! নাকি মনে করো অনেক ত্যাগ করেছ ? তোমরা ত্যাগ করো নাকি কিছু লাভ করো ? কখনো স্বপ্নেও যদি এই সঙ্কল্প করো তবে কি হবে ? আমি এটা করেছি বা আমি ওটা ত্যাগ করেছি - এইরকম বলায় তোমার ভাগ্যরেখা মুছে যাওয়ার তুমি নিমিত্ত হয়ে যাও । সুতরাং স্বপ্নেও কখনো এমন সঙ্কল্প কোরোনা ।

প্রভুপ্রেম সদা সমর্পণ ভাব স্বতঃই অনুভব করায় । সমর্পণ ভাব বাবা সমান বানায় । পরমাত্ম ভালোবাসা বাবার সকল সম্পদের ভান্ডারের চাবি কারণ ভালোবাসা এবং স্নেহ তোমায় অধিকারী আত্মা বানায় । বিনাশী স্নেহ, দেহ নির্ভর স্নেহ তোমার রাজ্যভাগ্যের লক্ষ্য ব্রষ্ট করে দেয় । অনেক রাজা বিনাশী স্নেহের পেছনে রাজ্যভাগ্য খুঁয়েছে । তারা রাজ্যভাগ্যের থেকেও বিনাশী স্নেহ শ্রেষ্ঠ মনে করেছে । তোমরা যে রাজ্যভাগ্য নষ্ট করেছ, পরমাত্ম ভালোবাসা তা সদাকালের জন্য প্রাপ্ত করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । ডবল রাজ্য অধিকারী বানায় । তোমরা স্বরাজ্য এবং বিশ্ব রাজ্য প্রাপ্ত করো । এইভাবে পরমাত্ম ভালোবাসা প্রাপ্তকারী তোমরা বিশেষ আত্মা । সুতরাং, শুধু ভালোবাসা নয়, ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে লাভলীন আত্মা হও । নিমজ্জিত যারা, তারা সমান - এইরকম অনুভব করো, তাই না !

নতুন নতুন এসেছে, সুতরাং, এগিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু একটা বিষয়ে খেয়াল রাখো । সদা প্রভুপ্রেমের তৃষ্ণা নয়, বরং প্রভুপ্রেমের পাত্র হও । পাত্র হওয়াই সুপাত্র হওয়া । এটা সহজ, তাই না ! সুতরাং এইভাবে সামনে এগিয়েচলো । আচ্ছা !

এমন সুপাত্র বাচ্চাদের, প্রভুপ্রেমের অধিকারী আত্মাদের, প্রভু-ভালোবাসা দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকা বাবা সমান বাচ্চাদের, সর্বপ্রাপ্তির ভান্ডার সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

এখন সময় অনুযায়ী সকাশ দেওয়ার সেবা করো (অব্যক্ত মহাবাক্য)

সময় এমন যে এখন চতুর্দিকে তোমাদের মন্সা দ্বারা সকাশ এবং ভাইব্রেশন দেওয়ার কাজ করতে হবে যাতে বায়ুমন্ডল তৈরি হয় । এখন এই সেবার আবশ্যকতা আছে, কারণ সময় ক্ষণে ক্ষণে বদল হতে যাচ্ছে, এইজন্য নিজের উড়তি কলা দ্বারা ফরিস্তা হয়ে চারিদিকে পরিভ্রমণ করো আর যাদের যা চাই, শান্তি, খুশি বা সন্তুষ্টি, ফরিস্তা রূপে তাদের সেইসবের অনুভূতি করাও । তারা যেন অনুভব করে যে তোমরা সব ফরিস্তাদের দ্বারা তারা শান্তি, শক্তি, খুশি লাভ করছে । অভ্যন্তরীণ

অর্থাৎ অন্তিম স্থিতি, পাওয়ারফুল স্থিতিই তোমাদের অন্তিম বাহন। তোমাদের এই রূপ নিজেদের সামনে ইমার্জ করে ফরিস্তা রূপে সকাশ দিতে দিতে চারিদিকে পরিভ্রমণ করো। একমাত্র তখনই গীত গাওয়া হবে যে শক্তিরূপে এসে গেছে . . . ! তারপর তোমরা সব শক্তিরূপে দ্বারা সর্বশক্তিমান স্বতঃই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবেন।

সাকার রূপে তোমরা দেখেছ, একটা সময় ছিল যখন এমন তরঙ্গ থাকতো, তখন দিনরাত নির্বল আত্মাদের সকাশ দিতে এবং তাদের মধ্যে বল ভরতে তিনি বিশেষ অ্যাটেনশন দিতেন। এমনকি রাতের বেলাতেও সময় বার করে আত্মাদের মধ্যে সকাশ ভরার সার্ভিস করতেন। সুতরাং এখন তোমাদের সবাইকে লাইট-মাইট হাউজ হয়ে এই সকাশ দেওয়ার সার্ভিস বিশেষভাবে করতে হবে যাতে লাইট মাইটের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দেহের দুনিয়ায় যা কিছুই ঘটতে থাকুক, কিন্তু তোমরা ফরিস্তারা উপর থেকে সাক্ষী হয়ে সবার পার্ট লক্ষ্য করে সকাশ দিতে থাকো, কারণ বেহদ বিশ্ব কল্যাণের জন্য সবাই তোমরা নিমিত্ত। অতএব, সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে সব খেলা দেখতে দেখতে সকাশ দেওয়ার অর্থাৎ সহযোগ দেওয়ার সার্ভিস করো। সীট থেকে নেমে সকাশ দিওনা। শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে দাও, তবে কোনরকম বাতাবরণের প্রভাব তোমাদের ওপর পড়বে না।

বাবা যেমন অব্যক্ত বতনে, এক জায়গায় বসে সমগ্র বিশ্বের বাচ্চাদের পালনা করছেন, সেইভাবে তোমরা বাচ্চারও একস্থানে বসে বাবা সমান বেহদের সেবা করো। ফুলো ফাদার করো। বেহদে সকাশ দাও। বেহদের সেবায় যদি নিজেকে বিজি রাখো, তবে বেহদের বৈরাগ্য নিজে থেকেই আসবে। তোমরা নিরন্তর এই সকাশ দেওয়ার সেবা করতে পারো। এতে তোমাদের স্বাস্থ্যের এবং সময়ের সমস্যার বিষয় ইত্যাদিগুলো সহজেই সমাধান হয়ে যায়। দিনরাত বেহদের সেবায় নিজেকে যুক্ত রাখতে পারো। যখন বেহদকে সকাশ দেবে, যারা তোমার কাছাকাছি থাকবে তখন তারাও সকাশ নিতে থাকবে। বেহদের এই সকাশ দেওয়ায় বায়ুমণ্ডল অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে।

তোমরা ব্রাহ্মণরা বিশেষ বৃক্ষকান্ড, আদি রত্ন। বৃক্ষকান্ড থেকে সবার কাছে সকাশ প্রবাহিত হয়। সুতরাং, যারা কমজোর তাদের বল দাও। নিজের পুরুষার্থের সময় অন্যদের সহযোগ দাও। অন্যদের সহযোগ দেওয়া অর্থাৎ নিজের জন্য জমা করা। এখন এমন তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও, "আমাকে দিতে হবে। আমাকে দিতে হবে। আমাকে শুধুই দিতে হবে"। স্যালভেশন অর্থাৎ উদ্ধারের উপায় আমি খুঁজছি না, কিন্তু আমাকে স্যালভেশন অর্থাৎ অন্যদের মুক্তির পথ বলে দিতে হবে। দেওয়ার মধ্যেই নেওয়া নিহিত আছে। যদি তোমরা এখন থেকে স্ব-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান তৈরি না করো, তবে বিশ্ব সেবায় সকাশ লাভ করা যাবেনা, এইজন্য এখন সকাশ দ্বারা সবার বুদ্ধি পরিবর্তন করার সেবা করো। তখন তোমরা দেখবে সাফল্য কেমন তোমাদের সামনে নিজেই ঝুঁকবে। মন্সা, বাচার শক্তি দ্বারা বিঘ্নরূপী পর্দা সরিয়ে দাও। তখনই পর্দার পিছনের কল্যাণের দৃশ্য তোমরা দেখতে পাবে।

জ্ঞান মননের সাথে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সঞ্চল, সকাশ দেওয়ার অভ্যাস, মনের নীরবতা এবং ট্রাফিক কন্ট্রলের মাঝে মাঝে দিনকেও নির্ধারণ করো। যদি কেউ ছুটি না-ও পায়, সপ্তাহে একদিন ছুটি তো পাওয়াই যায়, তখন সেই অনুযায়ী নিজের নিজের জায়গার প্রোগ্রাম ফিক্স করো। কিন্তু একান্তবাসী হতে এবং তোমাদের ধন ভাণ্ডারের জন্য মিতব্যয়ী হতে বিশেষ প্রোগ্রাম অবশ্য বানাও, কারণ এখন চতুর্দিকে মনের দুঃখ আর অশান্তি, মনের মর্মান্তিক যন্ত্রণা অতি তীব্রগতিতে বাড়ছে। বিশ্বের আত্মাদের জন্য বাপদাদা করুণা বোধ করছেন। অতি তীব্রগতিতে যত দুঃখের তরঙ্গ বাড়ছে,

ততোই তোমরা সুখদাতার বাচ্চারা চারিদিকের আল্লাদের নিজের মঙ্গা শক্তি দ্বারা, মঙ্গা সেবা এবং সকাশ সেবার দ্বারা সুখের বিন্দু অনুভব করাও । হে দেব আল্লা ! পুণ্য আল্লাগণ ! নিজদের ভক্তদের সকাশ দাও ।

বৈজ্ঞানিক সকলেও ভাবছে এমন বস্তুর ইনভেনশন হোক যার মাধ্যমে সব দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে । যতই হোক, তারা যে সাধন বস্তুই উদ্ভাবন করুক, তা' সুখ দেওয়ার সাথে দুঃখও দেয় । তারা অবশ্যই ভাবে যে শুধু সুখের প্রাপ্তি ব্যতীত কোনরকম দুঃখ হবেনা, কিন্তু তারা নিজেরাই অর্থাৎ আল্লাতেই সুখের অনুভব নেই, তাহলে অন্যকে সুখ কিভাবে দিতে পারবে ! তোমাদের সবার কাছে তো সুখ-শান্তির, প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালোবাসার স্টক জমা আছে, সুতরাং এই সব তাদের দান করো । স্পেশ্যাল অ্যাটেনশন রাখো, চতুর্দিকে স্মরণের পাওয়ারফুল ভাইরেশন তোমাদের ছড়াতে হবে । উঁচু টাওয়ার যেমন সর্বত্র সকাশ দেয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেয়, লাইট মাইট ছড়ায়, সেইরকম উঁচু স্থিতিতে স্থিত হয়ে রোজ কমপক্ষে চার ঘন্টা এমন ভাবো যে আমি উঁচু থেকেও উঁচু স্থানে বসে বিশ্বকে লাইট আর মাইট দিচ্ছি । বাপদাদা এখন বাচ্চাদের থেকে এটাই চান যে তারা ফাস্ট (দ্রুত) সার্ভিস শুরু করুক । যা হয়েছে তা' খুব ভালো হয়েছে । এখন সময় অনুসারে অন্যদের বাণী দ্বারা সেবার অধিক চান্স দাও । এখন অন্যদের মাইক বানাও, আর তোমরা মাইট হয়ে সকাশ দাও । তাহলে, তোমাদের সকাশ এবং তাদের বাণী ডবল কাজ করবে ।

গ্রুপের সাথে : -

প্রশ্ন: - মহা তপস্যা কি, যে তপস্যার বল বিশ্ব পরিবর্তন করতে পারে ?

উত্তর: - এক এবং একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - এটাই মহা - তপস্যা । যারা এমন স্থিতিতে থাকে তারা মহা তপস্বী । তপস্যার বল শ্রেষ্ঠ বল হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে । এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই তপস্যায় যারা থাকে, তাদের অনেক বল । এই তপস্যার বল বিশ্ব পরিবর্তন করে । হঠযোগী এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এক পায়ের ওপরে নয়, এক -এর স্মৃতিতে থাকো, শুধু একই এক । এইরকম তপস্যা বিশ্ব পরিবর্তন করবে । অতএব, এইরকম বিশ্ব কল্যাণকারী অর্থাৎ মহা তপস্বী হও । আচ্ছা ।

বরদান: - সমর্থ সঙ্কল্প দ্বারা জমার খাতা বাড়িয়ে হোলিহংস ভব

হংস যেমন কাঁকর আর রত্ন আলাদা করে, একইভাবে তোমরা হোলিহংসরা অর্থাৎ কোনটা সমর্থ আর কোনটা ব্যর্থ সেটা পরখ করতে পারো । হংস যেমন কখনো কাঁকর কুড়িয়ে নেয়না বরং আলাদা করে দেয়, সেগুলো একপাশে করে বাদ দিয়ে রাখে, গ্রহণ করেনা, তেমনই তোমরা হোলিহংসরা ব্যর্থকে ছেড়ে সমর্থ সঙ্কল্প ধারণ করো । অনেক সময়কাল পর্যন্ত ব্যর্থ শুনেছ, বলেছ, করেছ কিন্তু সেসবের পরিণামে সবকিছু খুইয়েছ । এখন হারানোর বদলে হিসেবের খাতায় জমা বৃদ্ধিকারী হও ।

স্লোগান: - যদি তুমি নিজেকে ঈশ্বরীয় মর্যাদার বলয়ে বেঁধে নাও, তবে সকল বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই রুহানী বিশ্ব বিদ্যালয়ে এসেছ বুদ্ধ থেকে বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য, বুদ্ধিমান অর্থাৎ পবিত্র, পবিত্র হওয়ার পড়া তোমরা এখন পড়ছ"

প্রশ্ন : -- বুদ্ধিমান বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর : -- বুদ্ধিমান বাচ্চারা সদা জ্ঞানে রমণ করতে থাকবে । তারা ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত থাকবে । তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকবে । তাদের এই নেশা থাকবে যে, আমাদের বাবা আমাদের জন্য পরমধাম থেকে এসেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গেই পরমধামে ছিলাম । আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছি । তিনি আমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্ষা দিতে এসেছেন ।

গীত : কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম শান্তি । জীবের আত্মা জানে যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে বসে পড়াচ্ছেন বা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তাই এ হলো ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় । একে বিশ্ব বিদ্যালয় কেন বলা হয় ? এমন নয় যে , আর যে সব ইউনিভার্সিটিস আছে সে সব এই ইউনিভার্সের জন্য । বিলেতে যেমন এমন ইউনিভার্সিটি আছে যা ফর্সাদের জন্য কালোদের সেখানে ঢোকানোর অনুমতি দেওয়া হয় না । তাহলে সে তো এই ইউনিভার্সের জন্য হলো না, তাই তাকে ইউনিভার্সিটি বলা যাবে না । এ কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, এ হলো প্রকৃত ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি । এ কথা কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না কারণ সকলেই বুদ্ধ । বাবাই এই বুদ্ধদের বুদ্ধিমান করেন । মানুষ বুদ্ধিমানদের সামনে মাথা নত করে । দেবী - দেবতা বা সন্ন্যাসীদের সামনে মাথা নত করে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তাই অবশ্যই তারা বুদ্ধিমান । পবিত্রতাকে সুন্দর মনে করা হয় । এই বিকারই মানুষকে হারান করে তাই পবিত্র থাকা সন্ন্যাসীদের গৃহস্থী মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে আর তাদের চরণে মাথা নত করে । ব্যস, সন্ন্যাসী নিবাস দেখবে আর চট করে মাথা ঠেকাবে । এখন তো তাঁদের মান কম হয়ে গেছে তাই মানুষ সাবধানে পা ফেলে । আগে তো সন্ন্যাসীদের দেখে মানুষ চট করে বলে বসতো -- স্বামী জী, আমার ঘরে চলুন । এখন তো তাঁদের মধ্যে অনেকেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই যারা অনেক নামীদামী তাঁদেরই মান থাকে । বড় মানুষও তাঁদের সামনে মাথা নত করে -- তা কেন ? লেখাপড়া জানা মানুষ তো সন্ন্যাসীদের থেকেও বড় হতে পারে কিন্তু তাঁরা পবিত্র থাকে, তাঁরা সন্ন্যাস নেয় তাই তাঁদের বুদ্ধিমান মনে করা হয় । এখন তোমরা বুদ্ধিমান হচ্ছে । তোমরা এখন রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । তোমাদের মধ্যেও কিন্তু সকলের এতো নেশা থাকে না । এই নেশা চড়তেও অনেক সময় লাগে । সম্পূর্ণ নেশা তো অল্পই থাকে । এখন তোমরা যেমন পুরুষার্থ করো, তেমন নেশা চড়তে থাকে তোমাদের । নিরন্তর এ কথা যেন স্মরণে থাকে যে -- আমাদের আত্মাদের বাবা পরমাত্মা এসেছেন । বিশ্বের মালিক বানাবার জন্য তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন । তাই পুরুষার্থ করার শুভ চিন্তা থাকা চাই । সকলের সেই চিন্তা থাকে না । এখানে শোনার সময় নেশা থাকে কিন্তু এখান থেকে বের হলেই সব খেলা শেষ । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তো সব হয়, তাই না । সকলের এই বিশ্বাস এখনও তৈরী হয় নি যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের

সাগর, তিনি জীবনমুক্তি দাতা, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। এখান থেকে পা বাইরে পড়লেই সমস্ত খুশী অদৃশ্য হয়ে যায়। না হলে বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত।

আমিও এই শরীরের আধার নিয়েছি। না হলে আমি কিভাবে রাজযোগ শেখাবো? আমার তো নিজের শরীর নেই। মন্দিরে দেখো, সকলের নিজের শরীর আছে। আমি তো অশরীরী। আর সকলেই আকারী বা সাকারী শরীর পেয়েছে কিন্তু আমার কোনো শরীর নেই। সোমনাথের মন্দির বা শিবের যে কোনো মন্দিরেই যাও না কেন, সেখানে সবই নিরাকারী রূপ। কেবল ভিন্ন - ভিন্ন নাম রেখে দিয়েছে। এ তো তোমরা জানোই যে, আত্মা পরমধাম থেকেই আসে। আত্মা ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। আমি এই ৮৪ জন্মের চক্রে আসি না। আমি পরমধামেই থাকি। এখন আমি এই শরীরে এসেছি। তোমরা বলবে যে, নিরাকার তাহলে কিভাবে আসে? হ্যাঁ, আসতে পারে। তোমরা যখন পিন্ড খাওয়াও তখন আত্মা তো আসে। শরীর তো আর আসে না। আত্মা এসে প্রবেশ করে। মানুষ মনে করে আত্মা অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। কোনো ভূতের আত্মা তো খুবই চঞ্চল হয়, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়ে মারে। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখনই কিছু করতে পারে, ওদের ভূত বলা হয়। অশুদ্ধ আত্মারাও শরীরে প্রবেশ করে। বাচ্চারা তোমাদের অনুভব আছে যে, কিভাবে অশুদ্ধ আত্মার বিচলিত - বিভ্রান্ত থাকে যতক্ষণ না তারা শরীর পায়। শুদ্ধ আত্মারাও আসে। এও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, সবই এই ড্রামার খেলা। বাবা বোঝান যে, আমি এসে এই সাধারণ বুদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি। অবশ্যই এক অনুভবীর শরীর তো চাই। ব্রহ্মার নাম বিখ্যাত। ব্রহ্মার মতও বিখ্যাত। এই মত ব্রহ্মা কোথা থেকে পেয়েছেন? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। তাই এ তাঁরই শ্রীমত। তাই অবশ্যই মূখ্য শ্রীমত ব্রহ্মারই হওয়া উচিত যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন। ভারতবাসী এই কথা জানে না। তারা তো মনে করে, সব একই এক। কৃষ্ণ - শিব সবই এক। কৃষ্ণকে মহাত্মা যোগেশ্বর বলা হয়। কিন্তু কেন বলা হয়? এ কথা তো কেউ বুঝতে পারে না। কৃষ্ণের আত্মা এখন ঈশ্বরের কাছে যোগ শিখে যোগেশ্বর হচ্ছেন। এ কতো গোপন রহস্য। মানুষ তো বলে দেয় যে, পরমাত্মা নাম - রূপ থেকে পৃথক, তাঁর কোনো শরীর নেই কিন্তু তোমরা তো বলো যে, সোমনাথের মন্দির শিব অবতরণের স্মরণিকা। অবশ্যই আগের কল্পে শিববাবা এসেছিলেন আর এখন আবার এসেছেন। এরপর দ্বাপরে তাঁর ভক্তি শুরু হয়। মানুষ শিবরাত্রি পালন করে।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে অভিনয় করার জন্য এসেছো। আত্মা হলো অবিনাশী, এতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা যেমন পুরানো শরীরে এসেছেন তেমনি তোমরা আত্মারাও এখন পুরানো শরীরেই আছো। বাবা এই পুরানো শরীরকে উদ্ধার করে নতুন শরীর দান করেন। তিনি যুক্তি বলে দেন যে, কড়ি তুল্য শরীর থেকে হীরে তুল্য কিভাবে হবে? এই গায়নও আছে যে -- মাসুক একজনই। বাবা বলেন যে, আমি পরমধামের অধিবাসী, তোমরাও পরমধামে থাকো। আমি পুরানোর থেকেও পুরানো শরীরে প্রবেশ করেছি। তোমাদেরও এ ৮৪ জন্মের অন্তে পতিত শরীর। তোমরাও নিজেদের আত্মা মনে করো। আমরা ৮৪ জন্মের ভোগ সম্পূর্ণ করেছি। এখন নতুন দুনিয়াতে আমরা নতুন শরীর পাবো। তাই আমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত। এ নশ্বর অনুযায়ী হয়, কারোর তো আবার সম্পূর্ণ মাথা মোটা। মায়া তাদের সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধির করে দিয়েছে। গরম তাওয়ায় যেমন জল ঢাললে শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি যেন গরম তাওয়া। আরে, তোমরা কেবল নিজেদের আত্মা, বাবার সন্তান মনে করো। ওরা এই কথা বুঝতে পারে না। যদি

বুঝতে পারতো তাহলে আশ্চর্যবত ভাগিনী কেন হয়ে যেতো ? মায়া খুবই জবরদস্ত । কোনো ভুল করলেই মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেবে । আরে, বাবা এসেছেন আশীর্বাদী বর্ষা দিতে তবুও তোমরা বিকারী হয়ে যাও । মায়া খুব বড় থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় । বাবা তো থাপ্পড় মারবেন না । মায়া থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এমন অনেকেই মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে । মায়াও বলে যে --- তোমরা বাবাকে স্মরণ করো না তাই আমি তোমাদের থাপ্পড় মারি । মায়াকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বাবা যখন বুদ্ধিহীনকে বুদ্ধিমান করেন, তখন তোমরা কেন সেবা করো না । অন্ত পর্যন্ত কি মায়ার মোচড় খেতে থাকবে ? অনেকেই এই মোচড় খেতে থাকে --- কেউ ক্রোধের, কেউ আবার মোহের মোচড় । বাবা বলেন -- তোমরা সবকিছু সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকো । যে বিকার তোমরা দানে দিয়ে দিয়েছো তা আবার কাজে কেন নিয়ে আসো । বিকারের তো কোনো রূপই নেই । অর্থের জন্য তোমাদের বলা হবে ট্রাস্টি হয়ে থাকো । যদিও তা কাজে লাগাও তাও খুব সাবধানে, বাবার শ্রীমতে । অর্থ দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না, না হলে তার সম্পূর্ণ বোঝা তোমাদের মাথায় এসে পড়বে । মায়া হলো খুবই তমোপ্রধান । সেও জানে যে -- এ বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করে না, তাই একে ঘুসি মারো । মায়া বলে যে -- যদি বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ না করো তাহলে আমি ঘুসি মারবো । অনেক বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, মায়া থাপ্পড় মেরেছে । বাবাও লেখেন -- হ্যাঁ বাচ্চা, মায়াকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, খুব থাপ্পড় মারো কারণ তোমরা আমার হও না । আমি তোমাদের সর্বদার জন্য সুখী করতে এসেছি, তবুও তোমরা আমাকে স্মরণ করো না । এও খুবই সহজ কিন্তু সময় লাগে । না হলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করে খুশীর পারদ চড়ে যাওয়া উচিত । অবশেষে বাবাকে স্মরণ করতে করতে একটা লাফ দিলে যে -- ব্যস, আমরা বাবার কাছে চলে যাচ্ছি তারপর আমরা স্বর্গে আসবো । তখন একদম মস্তিতে চলে যাবে ।

আম্মা, এই কথা তো কেউই জানে না যে, আম্মা হলো পরমপিতা পরমাত্মার আশিক । প্রকৃত আশিক হলে তোমরাই । অর্ধেক কল্প তোমরা আশিক হয়ে নিজেরা মাশুককে স্মরণ করো কিন্তু এ কথা তোমরা জানতে না যে আম্মাই পরমাত্মার আশিক হয় । ওরা তো বলে দেয় যে আম্মাই পরমাত্মা আবার পরমাত্মাই আম্মা । এখানে তো তা অনেক আলাদা । তোমরা জানো যে, পরমাত্মা হলেন মাশুক । সেই পবিত্র আম্মা আমাদের কতো সুন্দর বানান । আমরা আম্মারা পতিত হওয়ার কারণে আমাদের শরীর রূপী গয়নাও পতিত হয়ে যায় । বাবা এসেছেন আবার আমাদের গোরা বানাবার জন্য শরীরও স্বর্ণ যুগের পাওয়া যাবে । সোনায়ে তো খাদ দেওয়া হয়, তাই না ।

এখন দেখো -- এই মন্দির হলো আদি দেবের । কেউ না কেউ তাঁর নাম মহাবীর রেখে দিয়েছে । তারা অর্থ কিছুই জানে না । হনুমানকেও তারা মহাবীর বলে দেয় । এখন কোথায় হনুমান আর কোথায় আদি দেবকে মহাবীর বলে দেয় । জৈন মুনি মহারাজ যা বলেছেন তা চলে এসেছে । আজকাল তো ঋদ্ধি - সিদ্ধিও অনেক বেড়ে গেছে । এই বাবা সবই জানেন । অনেকে অনেক পরিশ্রম করে, হাত থেকে কেশর পর্যন্ত বের করে দেয় । মানুষ মনে করে --- এ তো অদ্ভুত, চট করে তাদের অনুগামী তৈরী হয়ে যায় । ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা দেখায়, তাদের অনেক অনুগামী । এখানে তো এইসব কথা নেই ।

বাবা বলেন -- আগের ৫ হাজার বছরের মতো তিনি আবার এসেছেন । এমন কেউই বলতে পারে না । বাচ্চারাও বলে -- বাবা, ৫ হাজার বছর আগে আমরাও এসেছিলাম । আপনার থেকে স্বর্গের

বর্ষা নিয়েছিলাম । এখন আবার এই ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান হয়েছি আমরা । এই দুনিয়া এখন কলিযুগেই আছে । কলিযুগে ব্রাহ্মণ কিভাবে আসবে ? ব্রাহ্মণকে তো সঙ্গম যুগে চাই । পা এবং টিকি, এ তো সঙ্গমই হলো । শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গম । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয় । এই ৮৪ র চক্র তো কেউই জানে না । তোমরা জানো যে ---আমরাই ব্রাহ্মণ, আমাদেরই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি । ওই ব্রাহ্মণদের তোমরা বলতে পারো ----তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলো । আচ্ছা, ব্রহ্মার বাবা কে ছিলেন ? তারা বলতে পারবে না । এ যেন টিনের কৌটায় নুড়ির মতো । ব্যস, আমরা ব্রাহ্মণরাই ভগবান আর তোমরা সকলেই ভক্ত । এখন তোমরা বলো -- আমরা লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত তৈরী হচ্ছি । এতেই পুরুষার্থ চলতে থাকে ।

তোমরা জানো, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি । এখন বাবা আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । আমরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । বাবাও এই পুরানো শরীরে এসেছেন আর আমরাও এই পুরানো শরীরেই আছি । বাবা বলেন -- আমাকেও এই পুরানো শরীরের আধার নিতে হয় । এখন আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তিনি তোমাদের সময়ও দেন । পাণ্ডব গভর্নমেন্টদের সেবা কম করে আট ঘণ্টার হওয়া উচিত । রাজযোগ শেখাতে হবে । শঙ্খধ্বনি করতে হবে । তোমরা শ্রীমতে চলে বিশেষত ভারতকে আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে স্বর্গ বানাও । স্বর্গে কেবল তোমরাই আসো, অন্য ধর্মের মানুষ আসে না । ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্বিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র -- একেই বিরাট স্বরূপ বলা হয় । এমন এক বিরাট রূপের চিত্র বানানোর প্রয়োজন যাতে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে । মানুষ বিষ্ণুকে বিরাট স্বরূপে নিয়ে এসেছে । চিত্র তো অবশ্যই চার যুগের । এখন হলো কলিযুগ । এই চক্র অবশ্যই ঘুরবে । ব্রাহ্মণ তো সঙ্গম যুগেই হয় । বাকি হলো শরীরের ব্রাহ্মণ, পান্ডা । তারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নয় । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা তো তাদের দাদুর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পায় । ওই ব্রাহ্মণরা বর্ষা কোথা থেকে পাবে ! এই কথাও তো তোমাদের মধ্যে নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : - -

১) বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । খুব সাবধানে শ্রীমত অনুযায়ী কার্য করতে হবে ।

২) বাবা আর তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করে অপার খুশীর অনুভব করতে হবে । বাবার স্মরণে মত্ত হয়ে যেতে হবে । প্রকৃত আশিক হতে হবে ।

বরদান : -- যোগ অগ্নির (জ্বালা) দ্বারা বিশ্বের আবর্জনা ভস্মকারী বিশ্ব পরিবর্তক ভব

যোগ জ্বালা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি এবং ভালোবাসার (লগনের) অগ্নি দ্বারাই অপবিত্রতা রূপী আবর্জনাকে ভস্ম করতে পারো । যেমন দেবীদের স্মরণে দেখানো হয় যে জ্বালার দ্বারা আসুরী শক্তিকে ভস্ম করে দিয়েছেন । এই স্মরণ এখনকার । তাই প্রথমে জ্বালা রূপ হয়ে আসুরী সংস্কার,

স্বভাব সবকিছু ভস্ম করে সম্পূর্ণ পবিত্র হও, তখনই যোগ আর পবিত্রতার জ্বালায় বিশ্বের আবর্জনা ভস্ম করে বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হতে পারবে ।

স্লোগান : -- আস্তাকারী সে-ই, যে মনমত, পরমত থেকে মুক্ত থেকে সদা শ্রীমতে চলতে পারে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবার চিত্র ঘরে রেখে, ঝঞ্জে গিয়ে চিত্রের সামনে বসে কথা বল, তাহলে সারা দিন স্মরণে থাকবে"

প্রশ্ন : -- নতুন এবং অনন্য ভালোবাসা কি ? যা শুধুমাত্র সঙ্গমেই অনুভব হয় ?

উত্তর :-- বিচিত্র বাবার সঙ্গে ভালোবাসা - এটিই হল নতুন। তোমরা জানো নিরাকার বিচিত্র (যার শরীর নেই) বাবা এই সাকার দেহে উপস্থিত আছেন, আমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছি, সঙ্গমে আমরা সরাসরি ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত করি - এটাই হল নতুন এবং অনন্য ভালোবাসা। সম্পূর্ণ কল্প দেহধারীদের ভালোবেসে, এখন বিদেহী বাবাকে ভালোবাসতে হবে। এমন ভালোবাসা সঙ্গমেই সম্ভব।

গীত :- কে এল আজ আমার মনের দুয়ারে

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে বেহদের বাবা হলেন বিচিত্র এবং এখন নতুন ভালোবাসা নিয়ে আমরা বাবার কাছে বসে আছি বা এসেছি। একেই নতুন ভালোবাসা বলা হয়। ঈশ্বরের ভালোবাসা শুধু একবারই বাচ্চারা প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা বুঝে যায় সঠিকভাবে পরম পিতা পরমাত্মাকে আমরা সবাই স্মরণ করি। তিনি বসে বাচ্চাদের পড়ান। তিনি হলেন নিরাকার বিচিত্র বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) দেহে এসেছেন। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমরা এখন ওনাকে জেনেছি, চিনেছি। এই ভালোবাসাও অনন্য। যদিও সর্বদা দেহধারীকেই ভালোবাসা হয়। ইনি হলেন বিদেহী, দেহ ব্যতীত। আমরা ওঁনার সম্মুখে বিরাজিত। তিনি খুব ভালোবেসে পড়ান। সুতরাং নতুন কথা হল কিনা। পূর্বে যে আশা ছিল - ধন প্রাপ্তি হোক, মহল প্রাপ্তি হোক, সেসব আশা বদলে গেছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তোমাদের আশা বদলে গেছে। আমরা এখন বাবার কাছে বিশ্বের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করছি। এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছ। জানো তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা পতিত-পাবন শিব। স্মরণও ওঁনাকেই করা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছ। মনে উৎসাহ আছে - বেহদের বাবার কাছে, বেহদের বর্ষা নিতে হবে। ইনি হলেন কত বিচিত্র, অনন্য, ওয়ান্ডারফুল বাবা! এইসব আর কেউ জানেনা। শুধু তোমরাই জানো যে বাবা কিভাবে আপন করে পড়ান। সুতরাং এমন কি যুক্তি রচনা করা যায় যাতে ঝঞ্জে বাবাকে স্মরণ করতে পারি ? বাবা পরামর্শ দেন - প্রত্যেকে নিজের ঘরে শিবের চিত্র রাখো। শিববাবার চিত্র দেখে ভাববে - বেহদের বাবা পতিত-পাবন এসেছেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে। ওঁনার কাছে আমরা এখন ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন বর্ষা প্রাপ্ত করছি, স্বর্গের স্ব রাজ্যের। আত্মা জানে - আমরা স্বর্গে গিয়ে দেহ সহ রাজ্য করব। যে কথা কখনও স্বপ্নেও ছিলনা, এখন তিনি এসেছেন তাই নিজের একটি ঘরে শিবের চিত্র রেখে তাতে লিখে দেওয়া উচিত - বাবা এসেছেন। ওঁনাকে তো আসতেই হয় স্বর্গ স্থাপনা করতে। নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে। ঝঞ্জে ঝঞ্জে শিববাবার চিত্র দেখলে স্মরণে থাকবে। চিত্র গলায় (লকেটে) পড়ে থাকে অনেকে। যেমন স্বামীর চিত্রও গলায় পড়ে তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের জন্যেও তৈরি করানো হচ্ছে। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করা অতি অনুপম। অন্য সবার স্মৃতি একত্র করে একের স্মরণে থাকতে হবে। যেমন ভক্তি মার্গেও নিজের বাড়িতে পূজার ঘর অথবা মন্দির তৈরি করা হয় তাইনা, তেমনই জ্ঞান মার্গেও আলাদা ঘরে কেবল শিববাবার চিত্র

রাখা উচিত। মানুষ বোঝে - ব্রহ্মাকুমারীদের মুরলি বিকার মুক্ত করে দেয়। আরে, এতো ভালো কথা তইনা। পবিত্র হতে অবশ্যই বিকার ত্যাগ করতে হবে। তারা রেগে যায় - ভক্তি কেন ছেড়ে দাও ? আচ্ছা, আমরা ভক্তি করি কিন্তু কেবল একজনের, দ্বিতীয় কারোর নয়। অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

তোমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। তোমরা বাবাকে স্মরণ কর, মায়া বিস্মৃত করার চেষ্টা করে। শিববাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি - এমন স্মরণ করতে থাকবে। শিববাবাকে দেখতে থাকলে তোমাদের কুঠি বা ঘর বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। মীরাও যখন ভক্তি করেছে তখন বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার করেছে। তাকেও শিববাবা-ই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা এখন এসেছে - আমরা শিববাবার কাছে বিশ্বের মালিক হই। ভক্তিমাগে তো এইসব জানা থাকেনা যে - শিব কি করেন ? ওঁনার কাছে স্ব-এর বলিদান কেন করা হয় ? তোমরা বুঝতে পারো - শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ, ওঁনাকেই পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মার কাছে নিশ্চয়ই নতুন কিছু প্রাপ্ত হবে। ওঁনাকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। স্বর্গে আছেন শ্রীকৃষ্ণ, ওঁনাকে ফাদার বলা হবেনা। তিনি তো হলেন সন্তান। স্বর্গ স্থাপন করেন যিনি , তিনি হলেন নিরাকার পিতা। তিনি দেহধারী নন। যদিও আজকাল সবাইকে ফাদার বলা হয়। গান্ধীকেও বাপুজি বলা হয়। কিন্তু সব ধর্মের মানুষ বলবেনা। অর্থ তো বোঝেনা। তোমরা জানো - সবার বাপুজি হলেন শিববাবা। শিব দাদা নন , বাবা। তিনি নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করেন। কৃষ্ণকে স্মরণ করবে কিন্তু তিনি হলেন বৈকুণ্ঠ বাসী। ঋষি মুনি জন সবাই হলেন দেহধারী এখানে বাস করে গেছেন। পরমাত্মা হলেন নিরাকার, ওঁনার কোনও দেহ নেই। সর্বব্যাপী-র জ্ঞানে কারো বুদ্ধি কাজ করেনা। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খোলেন। এখানে হল নতুন কথা। অন্য কোনো সংসঙ্গে এমন ভাবেনা যে শিববাবা জ্ঞান প্রদান করেছেন। সেখানে তো সবাই দেহধারী বসে থাকে। তোমাদের নিশ্চয় আছে - আমরা নিরাকার বাবার কথা শুনি। নিরাকার অবশ্যই সাকারে এসে নিজের পরিচয় দেবেন। কল্প-কল্প বাবা আসেন। এসে মালিক করেন। তবুও মায়া খুব বিচলিত করে ! বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরের বিঘ্ন পড়ে। দেহ অভিমান আসলেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বাবা বলেন - নিজেকে অশরীরী ভাবো। আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই শরীর ত্যাগ করে এবার ফিরে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বল। সূক্ষ্ম দেহধারী বা স্থূল দেহধারী সবার স্মৃতি ত্যাগ করতে হবে। পাক্ষা নিশ্চয় করতে হবে। আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে নেমে এসেছি। আমরা সেখানকার বাসিন্দা। সত্যযুগে এত জন্ম রাজস্ব করি। ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ, এবার নাটক পূর্ণ হচ্ছে। ফিরে যেতে হবে। বাড়িতে কোনো হাস্যামা হলে একটি ঘরে শিবের চিত্র রাখো।

ব্রাহ্মণরা স্ত্রীদের শিবের পূজা করতে বারণ করেন। কিন্তু শিববাবা তো আসেন-ই মাতাদের জন্যে। শিবের মাথায় অনেকে জল ঢালে। পূজারীরা খুশী হয়, কারণ মাতারা সবচেয়ে বেশি ধন দান করে। ভক্তির প্রকৃত ভাবনা অবলা মাতাদের বেশি থাকে। পুরুষ তো যেন খগ, ঋগে ঋগে বাইরে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধি যোগ বাইরের দিকে বেশি থাকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মোহ বেশি থাকে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে এই হল দুঃখ ধাম। এখন সুখধাম স্থাপন করতে বাবা এসেছেন। যুক্তি রচনা করতে হবে - বাবাকে আমরা কিভাবে স্মরণ করব ? ওঁনাকে স্থূল নেত্র দ্বারা দেখা যাবেনা। আত্মা এই কথা বলে - শিববাবা হলেন আমাদের পিতা। শিবের চিত্র দেখে খুব খুশী হয়।

বাচ্চারা তোমাদের যোগ অব্যভিচারী হওয়া উচিত। শিবের চিত্র রেখে ঋণে ঋণে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মাবাবা নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের প্রতি কত প্রেম ছিল ! তারপর একদিন খেয়াল পড়ল - লক্ষ্মী দাসী রূপে পদ সেবা করছেন। এমন তো ঠিক নয় । তখন চিত্রকারকে বললেন - এই চিত্র থেকে লক্ষ্মীকে মুক্ত করে দাও। বাকি নারায়ণের চিত্র পকেটে থাকত। একটি পকেটে, একটি ধন বাস্ত্বে। ঋণে ঋণে সেই চিত্র দেখতেন। যেন আনন্দে আত্ম হারা। কিন্তু সবাই গুপ্ত ভাবে করতেন। কেউ যেন না দেখে। নাহলে বলবে - এই সব কি করে ? প্রথমে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ছিল তাঁকে ছেড়ে বিষ্ণুর প্রতি প্রেম হয়ে যায়। যেমন নৌধা ভক্তি (একাগ্র ভক্তি) করা হয়। যদিও এই স্মরণও নবধা বা একাগ্রচিত্তে হওয়া উচিত , এতে প্রাপ্তি হয় অসীম। ওই ব্যক্তি দ্বারা অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি হয়। আবার পরের জন্মে পরিশ্রম করতে হয়। ভক্তিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে পরিশ্রম লাগে। কামাও , তবে খাও। বাবা তোমাদের এই একটি জন্মে এমন পরিশ্রম করান যে ২১ জন্মের প্রালম্ব ভোগ করতে থাকবে। কিছু পরিশ্রম করার প্রয়োজন থাকবেনা। ২১ জন্ম সদা সুখী থাকবে। তাহলে এমন বাবা যিনি পুরুষার্থ করা শেখান , তাঁকে তো স্মরণ করা উচিত তাইনা। বলা হয় - শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করো। গুরুজন নিজের শিষ্যকে বলেন - মালা জপ কর। রাম-রাম জপ করতে থাকো, ব্যস। রাম-রাম জপ করতে করতে দেহে শিহরণ জাগে। রাম-রাম জপের নেশায় মত্ত হয়। যেন রামের পুরী পৌঁছে গেছে। তোমাদের তো বাবা বলেন - একমাত্র শিববাবার স্মরণ অজপাজপ করো আর কিছু যেন মনে না থাকে। কিন্তু মায়াও সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। ভক্তি মার্গে মায়া খোড়াই সম্মুখে আসে। এইটি হল মায়া ও ঈশ্বরের বাচ্চাদের যুদ্ধ। নাটকও তৈরি করে - ভগবান এমন বলেছেন , মায়া অমন বলেছে। এখন হল সঙ্গমযুগ। মায়ার উল্টো পাঁটা সঙ্কল্প বিকল্প তো আসতেই থাকবে। এমন ঝড় আসে যে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। এই টি আবার মায়া রাবণের ঝড়। এর থেকে রক্ষা পেতে বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। তোমরা বলবে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা রাজ যোগের শিক্ষা দেন।

তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমাদের এই সন্ন্যাস কে করাচ্ছেন ? তোমাদের গুরু কে ? তোমরা বোলো - পরম পিতা পরমাত্মা। এমন কেউ হবে না যাকে ভগবান এসে সন্ন্যাস করাবে। তারা সব মানুষ, মানুষকে করায়। এখানে বাবা এসে বলেন - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ কর। এই পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ার স্মরণ কর - সন্ন্যাসী এমন বলবেন না। এখন তো প্রাক্তিক্যালে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে, তাই সবার দিক থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে বুদ্ধি দ্বারা যোগযুক্ত হতে হবে। তোমাদের আশীর্বাদ (এনগেজমেন্ট) হয় কিনা। দেহধারীকে স্মরণ করলে এই এনগেজমেন্ট টিলে হয়ে যাবে। সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ মামেকম্ শরণং ব্রজ (দেহ সহ দেহের সব ধর্ম্মের পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণে এসো বা আমাকে স্মরণ করো)। আমি অমুক, আমি আমি ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। ৮৪ জন্মের কথা তো তোমরা জেনেছ। এবারে খুশীতে ফিরে এসো। করতল ধ্বনি দাও। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। নিজেকে দেহী ভাবতে হবে। আমরা আত্মারা সর্ব প্রথম সর্বাঙ্গ সুন্দর ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। এবারে ফিরে গিয়ে পুনরায় এসে স্বর্গে রাজত্ব করব। এই স্ব দর্শন চক্রটি ঘোরানো কত সহজ। শিবের চিত্র যেন পকেটে থাকে। বাবা আপনি এসেছেন, আমাদের বাবা কিনা - এমন এমন কথা বলা উচিত। কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তি মার্গে এমন কথা বলা হত তাইনা। শিবের ফার্স্টক্লাস লকেট সোনা-রূপোর তৈরি করবে । গরীবদের দেওয়া হবে সোনার, ধনীদের দেওয়া হবে রূপোর। মাতারা খুব মিষ্টি হয়। গ্রামের লোকের মনোভাব ভালো হয়। সাধারণ

বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন। কৃষ্ণকে গ্রামের ছেলে বলা হত কিনা। কৃষ্ণ তো গ্রামের ছেলে হতে পারেনা। কৃষ্ণ তো স্বর্গের মালিক। এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং কৃষ্ণের কথা মিশ্র করে দিয়েছে। গ্রামের সম্পূর্ণ অনুভব এনার আছে। সুতরাং শিববাবা বা কৃষ্ণ গ্রামের ছেলে হতে পারেনা। হ্যাঁ, ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শৈশবে ছিলেন। গ্রামে থেকে বড় হয়েছেন। এই সাধারণ দেহে বাবা এসে প্রবেশ করেছেন। বাবা মূখ্য কথাটি বুঝিয়েছেন যে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণে। কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। লৌকিক সন্তান এমন কখনও বলবে কি - আমি বাবাকে ভুলে যাই। সজনী কখনও সজনকে ভুলে যায় কি ? অসম্ভব। এইটি হল বাচ্চারা তোমাদের পরিশ্রমের বিষয়। নিরন্তর স্মরণের অভ্যাস দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। বিজয় মালায় আসতে পারবেনা। কামাল তো হল বাবার যিনি এসে বুদ্ধা, দরিদ্র, গণিকা, অহল্যা, কুস্কা ইত্যাদিকে আপন করেন। যদিও কোনোরকম চিত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু মায়া ভুলিয়ে দেয়, তাই চিত্র রাখা হয়। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমরা যাই বাবার কাছে। পথ তো দেখেছি মুক্তি-জীবনমুক্তির। আর অন্য কেউ পান্ডা হয়ই না। একেই ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হয়, কোনো পতিত এসে লুকিয়ে বসলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। বাবা তো হলেন অন্তর্যামী কিনা ! এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা হলেন বাহ্য্যামী । ঐ বাবা কিন্তু চটে করে জানতে পারেন - পতিত লুকিয়ে বসে আছে। তখন এমন পতিতকে যে এনেছে তাকে এবং যে পতিত বসে আছে - দুইজনকেই দন্ড দেওয়া হবে তাই কখনও পতিতকে সঙ্গে নিয়ে যাবেনা। নিয়ম খুবই কঠিন। কোনো পতিতকে বসানো উচিত নয়। তা নাহলে পাপের ভাগী হবে। এখানে কোনোরকম চুরি, ঠগবাজি চলবে না । পাপ ও পুণ্যের হিসেব নিকেশ ধর্মরাজের কাছে থাকে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার :-

১) সবার স্মৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে, বুদ্ধি যোগ সবার সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। শিববাবার জন্যে আলাদা একটি ঘর বানিয়ে সেখানে ওঁনার অব্যভিচারী স্মরণে বসতে হবে।

২) নিজের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে। আমরা প্রথমে কত সুন্দর (ফর্সা) ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন খুশী মনে ফিরে যাই - এমন এমন কথা নিজের সঙ্গে বলতে হবে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদান : -- একের স্মৃতি দ্বারা একরস স্থিতির নির্মাণকারী উঁচু পদের অধিকারী ভব

ব্যাখা: একরস স্থিতি নির্মাণের জন্যে সদা একের স্মৃতিতে স্থিত থাকো। যদি একের পরিবর্তে অন্য কারো স্মৃতি আসে তবে একরস স্থিতির বদলে বহুরস স্থিতি হয়ে যাবে। যে সময় অন্য কোনো রস আকৃষ্ট করে , সেই সময় যদি তোমাদের শেষ সময় হয় তাহলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেনা, তাই প্রতিটি সেকেন্ড অ্যাটেনশন রাখো। সর্বদা একের পাঠ পাকা হোক, এক পিতা, একমাত্র সঙ্গমের সময় ও একরস স্থিতিতে থাকতে হবে তবে উঁচু পদ মর্যাদার অধিকার প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান - শুদ্ধ সংকল্পের ভোজন স্বীকার করে যে - সে-ই হল সত্যিকারের বৈষ্ণব।

১১-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা একমাত্র বাবা। উনি নিজে কখনই কারও কোনও প্রকারের পালনা নেন না। যেহেতু উনি সদা কালের নিরাকার - এই কথাটাই যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ করে সবাইকে বোঝাও"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যণগুলি কি কি ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীরা কখনই মুরলী না শুনে থাকতে পারে না। সে কখনই বলবে না যে, মুরলী শোনার সময় নেই। সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অন্ততঃপক্ষে পয়েন্টগুলি জোগাড় করেও তা পড়বে। পয়েন্টস্ তো কত অনেক আছে। কিন্তু মুরলী না শুনলে জ্ঞানের ধারণা হবে কিভাবে ? এ যে বিশেষ এক বিদ্যা-শিক্ষা, এখানে পাঠ পড়ান স্বয়ং 'সুপ্রীম-টিচার'! তাই তোমাদেরও কখনই এই মুরলীর পাঠ বাদ পড়ে না যেন।

গীত : তোমাকে পেয়ে যে সবকিছুই

- . পাওয়া হয়ে গেছে মোদের।
- . এই ধরিত্রির যা কিছু তা তো বটেই,
- . এমন কি আকাশও যে আজ
- . হাতের মুঠোয় মোদের।।

ওম্ শান্তি! তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বাবাকে জেনেছো। বাচ্চারা এ কথা অবশ্যই জানো, এক ও একমাত্র এই শিববাবা, যার কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর থাকে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শংকরের কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীর দেখানো হয়। তাদের আবার নিজস্ব নামও আছে। তোমরা তা জানো - তাদের সূক্ষ্ম-শরীরের মধ্যে আত্মাও থাকে। বাচ্চারা, এখন তো তোমরাও ত্রিলোকীনাথও হতে পারো। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের সময়কালে তাদেরকে ত্রিলোকীনাথ বলা যাবে না। যখন তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ, তখন এই তিন লোকের (মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন) -এর কথা আর মনে থাকে না তাদের। তোমরাও নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবে দেখে নির্ণয় করবে- তা সঠিক - না ভুল। কেবল শুনেছি বলেই তাকে সত্য-সত্য বলবো- তবে তো তা হয়ে গেল ভক্তি-মার্গের মতন। সবকিছুই এখানে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে তোমাদের। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - এনারা সদাকালই সূক্ষ্ম-শরীরধারী। একমাত্র শিববাবা - যিনি নিরাকার। যার উদ্দেশ্যে অনেক প্রকারের মন্দির বানানো আছে, আবার অনেক প্রকারের নামেও ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে। এমনও অনেক মন্দিরে আছে, যেখানে তাঁকে লিঙ্গ-রূপেও দেখানো হয়েছে। বোম্বের মন্দিরে ওনাকে বাবুরীনাথ বা বাবুলনাথ নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও শিব কিন্তু এক ও অভিন্ন। বিদেশেও বিলেত ইত্যাদি জায়গায়, সেখানেও নানা প্রকারের নাম রাখা হয়েছে বাবার। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝতে পেরেছো, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা সবকিছুই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন তোমাদেরকে। উনি স্বয়ং তিন-লোকের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। অতএব এখন তোমরা বি.কে.-রাই ত্রিলোকীনাথ, যেহেতু তিন লোককেই জেনেছো তোমরা। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ কোনও বিষয়ে জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেই বিষয়ে নাথ হবেই বা কি প্রকারে ? এমন কি কৃষ্ণকেও ত্রিলোকীনাথ বলা চলে না। কেবলমাত্র ব্রহ্মার সন্তানেরা অর্থাৎ বি.কে -রাই ত্রিলোকীনাথ। যাদের মধ্যে সেই তিন-লোকেরই জ্ঞান আছে। তোমাদের এই বাবা হলেন, নলেজফুল ও ক্লিসফুল।

সেই নিরাকার বাবাই তোমাদেরকে এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ করছেন। কোনও সাকার মানুষকে 'গড' (ভগবান) বলা চলে না। লোকেরা তো আবার ওঁনাকে (বাবাকে) সর্বব্যাপীও বলেও (অসম্মান করে) থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো - 'গড-ফাদার' কেবল একজনই, যিনি নিরাকার 'শিব'। যিনি কারও পালনা নেন না। কিন্তু অন্য সবার ক্ষেত্রেই পালনা নিতে হয়। আত্মা প্রথমে কোনও ছোট শরীরে প্রবেশ করে, যখন সেই শিশু মাতৃ-গর্ভে আস্তুল চুষতে থাকে। কিন্তু নিরাকার শিববাবার নিজের যে কোনও আস্তুল নেই, যা চুষতে হবে তাঁকে। শিববাবা আরও জানান, উনি কিন্তু কখনও কারও কোনও গর্ভে প্রবেশ করেন না। যেখানে অন্য সবাইকে কিন্তু গর্ভে যেতেই হয়। এরপর তাদের আবার পালনাও হয়। গর্ভধারীণী মা যেমন যেমন খাবার খায়, অর্থাৎ মা যদি টক-জাতীয় কোনও খাবার খায়, গর্ভের শিশুর ওপরেও তার প্রভাব পড়ে, তখন গর্ভজাত বাচ্চারও অনেক ক্ষতি হয়। তাই তো শিববাবা জানতে চাইছেন - ওনার পালনা তবে কিভাবে করবে বাচ্চারা ? শিববাবা স্বয়ং যেখানে সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালন-কর্তা। আবার শিববাবার উদ্দেশ্য তো কেউ নেই। এই বিষয়গুলি খুব ভাল রীতিতে বুঝতে হবে। বিষয়গুলির উপর বিচার-সাগর মন্বন করে, তার থেকে মূল পয়েন্টগুলিও চিহ্নিত করতে হবে। শিববাবা তো চিরকালই সদাকালের প্রকৃত বাবা। যদিও ওনাকেই আবার (মাশুক) প্রেমিক বলাও চলে। সব দেহধারী মানুষেরাই ওনার (আশিক) প্রেমিকা আর উনি সবারই প্রেমিক। তোমরা, আত্মারা সবাই ওনার সজনি (বধূ) আর উনি সবার সাজন (স্বামী)। যে সাজন আবার নিরাকার। প্রকৃত অর্থে কোনও আকারী বা সাকারীকে কিন্তু সাজন বলা চলে না। সব প্রেমিকারই এই একই প্রেমিক - যিনি নিরাকার (শিব) বাবা। তেমনি নিরাকার আত্মারাও তাদের প্রিয় থেকেও প্রিয়তম মাশুক প্রেমিকেই স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু তাকে এভাবে স্মরণ করে কেন ? অবশ্যই কোনও না কোনও অসুবিধায় আছে তারা - তাই। তাই তো ভক্তরা এভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। এই প্রেমিক ও তার প্রেমিকারা কিন্তু নিরাকার। আবার সাকারী প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমেও কিছু মহিমা থাকে। যদিও তা অতি নগন্য। কারণ, তারা যে একে অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু নিরাকারের প্রেমে যে কোনও কাম-বিকার থাকে না। তারা একে অপরকে (আত্মা পরমাত্মাকে-পরমাত্মা আত্মাকে) কেবল দেখতেই থাকে। যেহেতু না দেখলে যে সুখের অনুভূতি হয় না। আর শরীরধারী মানুষেরা একে অপরের শরীরকেই স্মরণ করে। আর এই নিরাকারী স্মরণে দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, তা সে যেখানেই যাক না কেন, তার মনে হবে যেন নিরাকারী প্রেমিকা সন্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। তার আবার সাক্ষ্যাংকারও হয় - যেহেতু সেই প্রেম হলো পবিত্র-প্রেম। শরীরের যে সৌন্দর্য থাকে, তা কিন্তু কাম-বিকারের জন্য নয়। তা থাকে যাতে একে অপরকে দেখে খুশী হয়। এমন কি খেতে বসেও তার কথা মনে পড়লে, ব্যস্, খাওয়ার কথাই ভুলে যায়। একদৃষ্টে কেবল তাকিয়েই থাকে। যদিও সংখ্যাটা খুবই কম। আর এখানে তো সেই এক ও একমাত্র বাবা, যিনি সবারই মাশুক (প্রেমিক পরমাত্মা শিববাবা) আর বাচ্চারা সবাই আশিক। অবশ্য এমন আশিক বাচ্চা খুব কমই হয়- যারা প্রকৃত আশিক। আর যারা তা হতে পারে তারাই হয় 'পাশ উইথ অনার'।

মালার ৮-টি দানারই তো যত বিশেষ মহিমা। ভক্ত যখন ভগবানকে পায়, তখন ভগবানকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত ! এক্ষেত্রে বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবেই তো তোমরা বাবার থেকে সুখের সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে। জাগতিক সুখ তো

ঋণস্বায়ী, আর সেই সুখ যা অতি সামান্যই, যা কেবল একে অন্যকে ভালবাসে। আর বেহদের বাবাকে ভালবেসে স্মরণ করলে - বেহদের বাবার থেকে বেহদ দুনিয়ার বেহদের ভালবাসা পাওয়া যায়। তা কেবলমাত্র এই বাবার থেকেই পাওয়া যায়। বাচ্চারা এও জানে যে, এই বাবার কোনও শারীরিক নাম নেই (যেহেতু ওনার তো শরীর-ই নেই)। লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগ্মরূপই বিষ্ণুরূপ। সর্বপ্রথম রাজস্ব পায় তারাই। সত্যযুগের শুরুতে লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রাজস্ব চলে, সেখানে প্রজারও তো থাকবে অবশ্যই। সামান্য বুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়, সত্যযুগের শুরুতে তা খুব কম সংখ্যাতেই থাকে, যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগের শুরুতে কেবল এই লক্ষ্মী-নারায়ণদেরই রাজস্ব চলে। আর তাদের রাজস্বও হয় যমুনা নদীর ধারে। তখন তাদের নাম থাকে রাধা ও কৃষ্ণ। গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি আরও বহু নদীও থাকে, সেই নদীগুলির ধারেই তাদের রাজস্ব গড়ে ওঠে। বড়-বড় চিত্রগুলিতে যা দেখানো হয়। সাগরে (কৃষ্ণের রাজধানী) দ্বারকা-নগরী ডুবে গেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি,- এমন ব্যাপার মোটেই নয়। দেবতাদের ঘর-বাড়ী, গ্রাম-বসতি সাগরের ধারে থাকে না। বর্তমানের এই বোম্বাই শহরের অস্তিত্বও থাকবে না একসময়। তা তো তোমরা বুঝতেই পারছো তোমাদের বুদ্ধিতে। প্রিয় থেকেও প্রিয়তম একমাত্র এই 'বি-লাভড গড-ফাদার'। খ্রীস্টানরা কিন্তু যীশুকে 'গড-ফাদার' বলে না। তোমরা জানো, যীশু হলেন 'ম্যাসেঞ্জর', বার্তা বাহক দূত, অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাই ওনাকে পাঠিয়েছেন। যীশু আসেন সেই নিরাকার দুনিয়া থেকে। লোকেরা কিন্তু তাকে 'গড-ফাদার' বলে না, তাকে 'প্রিন্সিপ্টর' বা ধর্মগুরু হিসাবেই মানে। কিন্তু হিন্দুদের বিষয়ে এমন কিছু জানা যায় না - হিন্দু ধর্ম কবে, কখন, কিভাবে, কে স্থাপন করলেন ? আসলে হিন্দু-ধর্ম বলে কিছু হয় না। তা আসলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। আদম-সুমারী জন-গননায় যদি তুমি বলো, "আমি ব্রাহ্মণ-এখন আমরা কেউ-ই হিন্দু নই। এখন তো আমরা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ।" কিন্তু তোমরা যতই বল না তাদের, তবুও তারা তোমাদেরকে হিন্দুর মধ্যেই গুনতি করবে। কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে তো আর এমন আদম-সুমারী হয় না। যেহেতু তখন সেখানে থাকে একটি মাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম। তাই সেখানে এমন কোনও প্রশ্ন করার প্রয়োজনই পড়ে না। বর্তমান সময়ে এত ধরনের ধর্মের সমাবেশ, তাই এমন সব প্রশ্নের প্রয়োজন পড়ে। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এসব বিষয়গুলিই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। অতএব তোমাদেরও উচিত এমন বাবাকে বুদ্ধি সহযোগে লাগাতার স্মরণ করতে থাকা।

বাচ্চারা, তোমাদের এই বাবা হলেন নিরাকার। উনি কেবল একটি নামেই পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও আকারী চিত্র হয়। কিন্তু, শিবের কোনও চিত্র হয় না। লোকেরা কিন্তু তা ভালভাবেই বোঝে, শিব হলেন ভগবান। মানুষেরা কোনও মতেই নিজেদেরকে ভগবান বলতে পারে না। যেহেতু (মানুষের) আত্মারা পুনর্জন্মের চক্রে আসে। কিন্তু এমনটা মোটেই হয় না যে এই বাবারও পুনর্জন্ম হয়। এখন তোমরা 'তিন-লোক'কেই জেনেছো, তাই তোমাদের নাম ত্রিলোকীনাথ। নাথ বলা হয় তাদেরকে, যারা সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত। তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.-দের এখন এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে। একমাত্র তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই তা জানো, যা আর কেউ-ই তা জানে না। কৃষ্ণও কিন্তু ত্রিলোকীনাথ হতে পারে না। যেহেতু স্বর্গ-রাজ্যে এই বিশেষ জ্ঞান পাওয়া যায় না। যা কেবল এই সময়কালেই তোমরা পেয়ে থাকো। তাই তো তোমাদের নাম এত উজ্জ্বল হয়। দিলওয়ারা মন্দিরেও শিব, আদি-দেব, আদি-দেবী আর তোমরা অর্থাৎ তাদের বাচ্চারা, তা তোমাদের মূর্তি ও চিত্র, তোমরা যারা এখন এই সেবায় রত। বাবা তো আসেনই পতিতদের পবিত্র বানাতে, আর সেই সেবাতে তোমরাও বাবাকে সাহায্য কর। বাবা তাদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন, কে কে বাবার প্রকৃত সাহায্যকারী। তাই তো বাবা বলেন- "আমি খুব ভালই জানি, কে কে আমার এই কার্যে

প্রকৃত সাহায্যকারী। কিন্তু বাচ্চারা তা বুঝতেই পারে না। যার প্রতিদানে আমিও তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেই।" আসলে সব ছাত্রই তো আর একই প্রকারের হয় না। শিববাবার এই দোকান, যেখান থেকে সাধারণ মানুষকে দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও তা হয় তাদের নশ্বরের ক্রমিক অনুসারে। যারা মহারথী বাচ্চা, তাদের সেন্টারগুলি অবশ্যই খুব ভালভাবেই চলবে। তবেই তো প্রমাণ হবে খুব ভাল 'সেল্‌স্-ম্যান'। এই সেন্টারগুলিই তো শিববাবার দোকান। যেখান থেকে এত মূল্যবান অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বাণিজ্য করা হয়। অথচ দেখ, তোমাদের এই বাবা কত সাধারণ। সত্য আর মিথ্যার কত তফাৎ। একমাত্র এই সত্য বাবাই সত্য বলেন। এছাড়া সবকিছুই তো কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা। সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, যে বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এই মহামূল্যবান শ্রীমৎ দিচ্ছেন, তাকেই সর্বব্যাপী বলাটা। এর পূর্বে লোকেরা বলতো, তিনি অসীম-অনন্ত।

লোকেরা এটাই তো জানে না, রাবণ কে, তার আবির্ভাবই বা হয় কখন। অষ্টানী শাস্ত্রকারেরা বলে থাকে, রাবণ ত্রেতার। আবার কৃষ্ণর উপস্থিতি দ্বাপরে এমনটাও বলে। আসলে সত্যযুগ সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই যে নেই। আবার বলা হয় রাম-সীতাও ত্রেতার। তাই যদি হয়, তবে তো সেখানে রাবণের প্রসঙ্গ আসতেই পারে না। এসব তো বর্তমান সময়কালের ঘটনাবলী। অথচ তারা এমন সব গাল-গল্পো প্রচার করে। এসব নিয়ে কারও সাথে আলোচনা করে বোঝাতে যাও তো তারা বলবে-এসব বি.কে.-দের তৈরী করা কল্পনা মাত্র। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের তো যুক্তি-সহকারে তা বোঝানো হয়েছে। এসব বিষয়ে যা যা পয়েন্ট পেতে থাকবে, তা ধারণ করতে থাকবে। তোমরা যখন যেখানেই থাকো না কেন, পয়েন্টসগুলি আনিয়ে নিয়ে তা পড়তে হবে। এ বিষয়ে এমনটা না হয় যেন, সময় পাইনি বা সুযোগ করে উঠতে পারিনি। আরে, তোমাদেরকে যে 'গডলী-স্টুডেন্ট' বলা হয়। তোমরাই যদি বলো যে সময়-সুযোগ করতে পারিনি - তবে অন্যদেরকে তোমরা কি বলবে ? অন্যদেরকে তা কিভাবেই বা ধারণ করাবে ? এরকম অনেক অনেক পয়েন্টই আসবে তোমাদের কাছে। তাই, যদি তোমরা মুরলী না শোনো বা না পড়ো, তবে ধারণা আসবে কোথেকে ? এটাও যে 'এডুকেশন' (পাঠের শিক্ষা)। আর এই শিক্ষা যিনি দিয়ে থাকেন, তিনি এক ও একমাত্র 'সুপ্রীম টিচার'। মুরলী না শুনলে, অন্যদেরকে মুরলী সম্বন্ধীয় পয়েন্ট শোনাতেই বা কি করে ?

বাচ্চারা তা খুব ভাল মতই জানে, বাবা হলেন জন্ম-মরণ রহিত। কখনই তিনি পুনর্জন্মের চক্রে আসেন না। তবুও কিন্তু ওনার জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। অবশ্য আজকাল তো আবার সেই শিব-জয়ন্তীকেও বন্ধ করার প্রয়াস চলছে। তাদের একথা কে বোঝাবে, কি করে শিবের জন্ম হয়ে থাকে ? উনি এসে কি কি কর্ম-কর্তব্যই বা করেন ? অথচ গীতাতে শিবের নামের জায়গায় কৃষ্ণের নাম করা রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ তো আর সেই রূপে আসতে পারে না। কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা যেতে পারে, কিন্তু ত্রিলোকী নাথ অবশ্যই নয়। অতএব বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ-রাজ্য এই স্থূল জগতেই ছিল কখনও। তখন কৃষ্ণও এখানেই ছিল। রাধা-কৃষ্ণ কিন্তু ভাই-বোন ছিল না। তারা উভয়েই যে যার নিজের-নিজের রাজধানীতে পৃথক-পৃথকই থাকতেন। তোমাদের মধ্যে অনেক বাচ্চারাই সেই সাক্ষ্যাংকারও করেছে, কিভাবে তাদের স্বয়ংস্তর হয়! গোড়ার দিকে এসব বিষয়ে বাবা তোমাদেরকে সেসবের অনেক বর্ণনও করেছেন। তোমরা একা-একা তখন ভাট্টীর যোগে মগ্ন থাকতে। তখন কোনও বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন কারও সাথেই সাক্ষ্যাং হতো না তোমাদের। তাই বাবা সেসব সাক্ষ্যাংকার করিয়েছেন তোমাদেরকে। অস্তিমে তো আরও অনেক কিছুই দেখবে তোমরা। তখন অনুভব হবে, তোমরা যেন শান্ত-চিৎ বৈকুণ্ঠেই বসে আছো। আর সেই অস্তিম-ক্ষণে অন্য

লোকেরা নিদারুণ দুর্দশা অবস্থার মধ্যে পড়বে। অনেক প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। যাকে বলা যায় ("অতি খুনে নাহেক") অর্থাৎ বিনা কারণেই রক্তের নদী বইবে। দুনিয়ায় কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারবে না। এমন কি গভর্ণমেন্টও কিছু করে উঠতে পারবে না। যেহেতু সবার এবং সবকিছুরই এই বিনাশ তো হবারই ছিল। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো তোমাদের অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী পদ পেয়েই যাবে। যদিও তা প্রজার পদও পাও - সেটাও তো পরম সৌভাগ্যের। যেহেতু সেখানে যে কেবল সুখ আর সুখ। আর এখানে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। তাই বাবা স্বয়ং যখন পড়াতে এসেছেন, তখন তো খুব মনোযোগ সহকারে তা পড়তেই হবে - তাই না ! যদিও তোমাদের অনেক কিছুই করার থাকে, হাতের সাহায্যে তা তোমরা করতে থাকো, কিন্তু হৃদয়ে-মনে-বুদ্ধিতে বাবার সাথে যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকো (হাথ কার ডে দিল য়্যার ডে) । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, সবকিছু করার সাথে সাথে - একমনে একমাত্র ওনা কেই লাগাতার স্মরণ করে যেতে হবে। আরে, এই বাবা এমনই বাবা, যিনি নিজের বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানিয়ে দেন। তা কি আর যেমন তেমন সাধারণ কথা! পুরো ২১-জন্মের নিশ্চিত রাজ্য-ভাগ্য, যেখানে দুশ্চিন্তা নামক কোনও কিছুর নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই। আর এখানে দেখো, সবারই কেবল দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। যা একেবারেই থাকে না সেখানে। এখানকার সু-কর্মের ফলে পুরস্কৃত হয়ে তোমরা সেখানে প্রালব্ধ ভোগ করো। কিন্তু ওখানে গিয়ে তখন অবশ্য তোমাদের তা মনে থাকবে না। কেবল এই সময়ে তোমরা তা বুঝতে পারো যে, তোমরা এই অবিনাশী বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো। অটোমেটিক্যালী সেই উত্তরাধিকার সূত্রে রাজধানীরও রাজ্য-ভাগ্য তো পেয়েই যাবে। এমন কি, রাজা-রানী পদের জন্যও কোনও দান-পুণ্যও করতে হয় না। একমাত্র তা প্রালব্ধ হয় এখানকার পুরুষার্থের অনুসারে। অতএব বাচ্চারা, তোমরাই তা ভাবো, কি ধরণের পুরুষার্থ করা উচিত তোমাদের, যে সুকর্মের ফল আগামী ২১-জন্মের প্রালব্ধ জমা হয়। এখানকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ এই জন্মের জন্য নয়। অপ্রাপ্ত - এমন কোনও বস্তু বা ব্যাপারই থাকে না সেখানে, যার নিমিত্তে তোমাদের আলাদা করে পুরুষার্থ করতে হবে। সেখানে সবাই ধন-সম্পত্তিবান। এখানে তো লোকেরা পড়াশোনা করে, জজ-ব্যারিস্টার, ডাক্তার হওয়ার জন্য... কিন্তু সেখানে এসবের কোনও প্রয়োজনই নেই। সেখানে কেউ কোনও প্রকার পাপও করে না। কোনও চোর বা ঠগবাজও থাকে না সেখানে। তোমরা বি.কে.-রাই তখন সমগ্র বিশ্বের মালিক হও। কোনও কিছুরই উদ্বেগ বা চিন্তা থাকে না। অল্পের জন্য কোনও পরিসা লাগে না। এখানে ব্রহ্মাবাবার আমলে ৮ থেকে ১০ আনার মধ্যে এক মণ আনাজ পাওয়া যেত। তবে এরও কত পূর্বে, তখনকার অবস্থা কি ছিল, তা আন্দাজ করো। হিসেব করে দেখো, জিনিসের দাম এখন কত বেশী ব্যয়-বহুল হয়ে গেছে। দিনকে দিন যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তখন কিন্তু আবার তা খুব সস্তা হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে আবার সেই সময়ে সবকিছুই সহজলভ্য হবে তোমাদের জন্য। এই বাবার সাহায্যেই তো তোমারা সেই রাজধানীর রাজ্য-ভাগ্য পদ পেতে চলেছো। ঘটনা এমনই ঘটবে, যখন দুই বাঁদরের মধ্যে লড়াই চলবে, আর মাখন পাবে তোমরা। দুনিয়ার লোকেরা তো এসবের কিছুই জানে না যে, তোমাদেরকে এই বিশেষ পাঠ পড়াচ্ছেন কে। যেহেতু এই শিক্ষক থাকেন গুপ্তবেশে। মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি বৈকুণ্ঠের রাজধানীর মালিক বানিয়ে দেন- 'খুদা-দোস্ত'-এর গল্পের মতন। এমনই মহিমা এই বাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) খুব দক্ষ ও কুশলী সেলসম্যান হয়ে এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বাণিজ্য করতে হবে। অবিনাশী প্রালব্ধ অর্জনের জন্য নিজের বুদ্ধিযোগ এক ও একমাত্র বাবার সাথেই রাখতে হবে।

২) 'পাশ উইথ অনার' হওয়ার জন্য প্রকৃত আশিক (প্রেমিক) হতে হবে। নিরন্তর এক মাশুককে (প্রেমিক) স্মরণে রাখতে হবে।

বরদান :- বর্তমানের এই মরজীবা জীবনে সদা সন্তুষ্ট থেকে 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা'-ধারী হও

বিস্তার :- বাচ্চারা, তোমরা মরজীবা হয়েছো সদা সন্তুষ্ট থাকার জন্য। যেখানে সন্তুষ্টতা সেখানেই সর্বগুণ আর সর্বশক্তি। যেহেতু তারা রচয়িতাকে এমন ভাবে নিজের বানিয়ে নেয় যে, বাবাকে যখন পেয়েছি - সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। যাবতীয় ইচ্ছাগুলিকে একত্রিত করলে যা হবে তারও বহুলক্ষ্যগুণ বেশী পাওয়া তো হয়েই গেছে। এর পরেও যদি ইচ্ছা জাগে, তবে তা হবে সূর্যের সামনে প্রদীপ জ্বালানো। ইচ্ছা আসা তো অনেক দূরের ব্যাপার - এমন কোনও প্রশ্নের কথাও ভাবা যায় না। যেহেতু সর্বপ্রাপ্তি-সম্পন্ন, তাই সে হয়ে যায়, 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' 'সদা সন্তুষ্ট-মণি'।

স্লোগান :- যার সংস্কার সহজ-সরল, সে যে কোনও পরিস্থিতিতেই নিজেকে সেভাবেই মানিয়ে নিতে পারে।

টীকা :- "খুদা-দোস্ত" খুদাই অর্থাৎ পরমাত্মাকে বন্ধু বানানো -

(এর আধ্যাত্মিক ভাব)

কেউ যদি ভগবানকে বন্ধু বানায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমৎ অনুসারে প্রতিটি কার্যই করে, তখন স্বয়ং ভগবান তাকে দিয়ে এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করান, যার ফল স্বরূপ বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেও যেমন সে বাদশাহী পায়, তেমনি আগামী ভবিষ্যতের বাদশাহী তো তার, থাকেই থাকে। শুধু তাই নয়, এখন সে যাদের যাদের কল্যাণ করে, তারাও তখন তার প্রজা হিসাবে তার সাথেই যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান রঞ্জের আদান - প্রদান করে তোমাদের জ্ঞানের দ্বারা একে অপরের পালনা করতে হবে, নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবেসে থাকতে হবে"

প্রশ্ন :- অসুখ বা যে কোনো কর্মভোগের সময় কোন্ আধারে অপার খুশীতে থাকতে পারো ?

উত্তর :- বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করো । কোনো কর্মভোগ বা যদি রোগগ্রস্ত হও, তাহলে নিজের সঙ্গে কথা বোলো --- এখন আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পন্ন করেছি, এই শরীর হলো পুরানো জুতোর মতো । এই পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে । তখন আমরা ২১ জন্মের জন্য সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবো । কোনো রোগ যদি দূর হয় তাহলে তো খুশী আসে, তাই না ।

গীত :- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা...

ওম শান্তি । এ হলো মায়েদের মহিমা, বন্দে মাতরম্ । হে মাতা, তোমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে সকলের পালনা করো । তোমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান রঞ্জের সম্পদ পাও অথবা জ্ঞান অমৃতের কলস থেকে তোমাদের পালনা হয় । বাস্তবে মহিমা হলো শিববাবার, তিনিই করণকরাওনহার । মাতা হলেন জগদম্বা । অবশ্যই আরো অনেক মাতা থাকবেন, যে কারণে এই মায়েদের মহিমা । মাতা খুবই ভালো পালনা করেন । শিববাবার যজ্ঞে যারা থাকে তাদের স্থূল ভাবে পালনা হয় আর এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা সকলের পালনা হয় । এই পালনা করেন বেশীরভাগ মায়েরাই । অনেক ভাইও আছেন, যারা বোনদের পালনা করেন । এমন নয় যে কেবল বোনরাই ভাইয়েদের পালনা করেন । উভয়েই জ্ঞান রঞ্জের আদান - প্রদানে একে অপরের পালনা করেন ---ভাই বোনের এবং বোন ভাইয়ের । বাচ্চাদের একে অপরের সঙ্গে ভালোবেসে থাকতে হবে । এই দুনিয়ায় একে অপরকে তো বিকারই দেয়, তাই একে অপরের শত্রু হয়ে যায় । বাবা তোমাদের এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের সম্পদ দেন । ওরা তো যেন পাথর মারে, কেননা ওরা হলোই পাথর বুদ্ধির । এমন নয় যে তারা সত্যিই পাথর মারে, এ তো বোঝানোর জন্য । তোমরা হলে ভাই - বোন --ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের নামও অনেক গুরুত্বপূর্ণ । ব্রহ্মাকুমারী থাকলে কুমারও অবশ্যই আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরাও থাকবে । বোর্ডের লেখা পড়ে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরাই হবে । এ কথা বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করতে হয় ।

গানে মহিমা হলো মায়েদের । জগদম্বা সরস্বতী যখন বলা হয়, তখন অবশ্যই তাঁর ছেলেমেয়েরা থাকবে । অবশ্যই তাঁর পরিবার থাকবে । এও বোঝার মতো কথা । বুঝতেও পারে যে -- প্রজাপিতা লেখা আছে । ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা । ইনি হলেন সাকারী সৃষ্টির পিতা । এ কথা গায়ন আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়েছিলো । আদি সনাতনরা প্রথমে ব্রাহ্মণ হয়ে যায় । বাস্তবে আদি - সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলা ভুল । সে তো হলো সত্যযুগের ধর্ম । এখানে আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করেন । তাই এই সঙ্গম যুগ হয়ে গেলো দেবী - দেবতা ধর্মের থেকেও উঁচু । প্রথমে এই ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাকে টিকি বলা হয় । একে বলা হবে সঙ্গম যুগী আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম ।

বোঝানোর জন্য এ কতো সুন্দর কথা । বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথমে যখন কেউ আসে, তো তাকে বাবার পরিচয় দাও । এই হলো মুখ্য । ব্রাহ্মণদের তো কোনো রাজধানী নেই । লেখা হয় যে -- সত্যযুগী দৈব সার্বভৌম রাজ্য -- তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার । দেবী -দেবতা ধর্ম তো বরাবরই আছে কিন্তু তাঁরা এই রাজধানী কখন এবং কিভাবে পায়, এও বোঝাতে হয় তাই ত্রিমূর্তির চিত্র অবশ্যই সামনে রাখতে হবে । এতে লেখা থাকবে -- স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । কার দ্বারা ? এও তোমাদের লিখতে হবে । এই বোর্ড তৈরী করে প্রত্যেকেই নিজের ঘরে লাগাও । যেমন গভর্নমেন্ট অফিসারদের বোর্ড হয়, তেমন । কারোর কাছে আবার ব্যাজ থাকে । সকলেরই নিজেদের চিহ্ন থাকে । তোমাদেরও চিহ্ন থাকা উচিত । বাবা তো নির্দেশ দেন, তা কাজে আনা বাচ্চাদের কাজ । বিহঙ্গ মার্গের সেবা করতে হবে । এ হলো খুবই মুখ্য বিষয় । ডাক্তার, ব্যারিস্টার সকলেরই তো ঘরে বোর্ড লাগানো থাকে, তাই না । তোমাদেরও যেন বোর্ড লাগানো থাকে -----এসে বোঝো যে, শিববাবার থেকে ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায় ? বাবা নির্দেশ দেন, যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে । তারা ভিতরে আসবে বোঝার জন্য । ক্ল্যাটের বাইরেও বোর্ড লাগাতে পারো । যার যে কাজ তেমন বোর্ড লাগানো উচিত । একজন আর একজনের থেকে শেখা উচিত কিন্তু বাচ্চাদের উপর মায়ার প্রচুর আঘাত হয়, তাদের নিশ্চয়তা নেই যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নতুন দুনিয়া, স্বর্গের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । এ কথা স্মরণে থাকে স্মরণে থাকে না । বাবা বলেন, যদিও কর্ম করো, কিন্তু যত সময় পাও বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা ঢাক পেটাতে থাকো যে, এ সকলেরই অন্তিম জন্ম । এই মৃত্যুলোকে আবার পুনর্জন্ম নেবে না । তোমরাও জানো যে এই মৃত্যুলোক এখন শেষ হয়ে যাবে । প্রথমে নির্বাণধামে যেতে হবে । এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত, একেই বিচার সাগর মন্তন বলা হয় । বাবা বলেন যে, তোমরা হলে কর্মযোগী । তোমাদের কি কচ্ছপের মতো বুদ্ধিও নেই । সেও শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস ইত্যাদি খেয়েও আবার কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে শান্ত হয়ে বসে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করতে হবে । এই বীজেই আছে ঝাড়ের সমস্ত জ্ঞান, এর উৎপত্তি এবং পালনা কিভাবে হয়, এই ড্রামায় ৮৪ র চক্র কিভাবে ঘোরে ? ৮৪ র চক্রের জন্য এই চক্রের চিত্র বানানো হয় । মানুষ মনে করে যে আত্মা ৮৪ লাখ যোনিতে যায় কিন্তু বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমরা কেবল ৮৪ জন্মই নাও । যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের হয় অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে তাঁদেরই ৮৪ জন্ম হয় । তোমরা এই ৮৪ জন্মকে জানো । ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিন বলা হয়, এতেই ৮৪ জন্ম এসে যায় । ত্রিমূর্তির বোর্ড বানিয়ে লেখা উচিত ---এ হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, তোমাদের নিতে হলে নাও । এখন নয় তো কখনো নয় । এই মহাভারতের লড়াইয়ের আগে পুরুষার্থ করতে হবে ।

রাম (শিব) কি দেন আর রাবণ কি দেয় ? --- এ তোমরাই জানো । অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । এমন নয় যে পরমাত্মাই দুঃখ দেন । দুঃখ দেয় তো পাঁচ বিকার রূপী রাবণ যেই আমাদের বিকারী বানায় । বাচ্চাদের বিভিন্ন ভাবে রোজ বোঝানো হয়, তাই তোমাদের তো খুশীতে থাকা উচিত, তাই না । তোমরা জানো যে শিববাবা তোমাদের রোজ পড়ান । এমন নয় যে সাকারকে স্মরণ করতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের সহজ রাজযোগ শেখান । শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরেই আসেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর কাউকেই বলা যাবে না । ব্রাহ্মণও অবশ্যই প্রয়োজন । গায়ন আছে যে -- সেকেণ্ডেই মুক্তি - জীবনমুক্তির বার্ষা বা রাজ্য - ভাগ্য

নাও । বাচ্চারা বলে যে, আমরা শিববাবার সন্তান । তিনি অবশ্যই এই স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই আমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেবেন । বাবা কতো আশ্চর্যের । জনক এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন -
- এমন গায়নও আছে । তোমরা জানো যে, এখন আমরা শিববাবার হয়েছি । তাই অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা যখন কোনো ধর্মগ্রহণ করে তখন তারা জানে যে, আগে আমরা অমুকের সন্তান ছিলাম, এখন অমুকের হয়েছি, আগের থেকে মন সরে যাবে আর নতুনের সঙ্গে মন জুড়ে যাবে । আমরা এখানেও সেই একই কথা বলবো যে, আমরা শিববাবার দত্তক সন্তান তাহলে সেই লৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে কি লাভ ? অতি প্রিয় বাবা তোমাদের এতো বড় সম্পত্তি দেন । বাবাও তো পরিশ্রম করে বাচ্চাদের যোগ্য করেন, তাই না । এমন বাবাকে তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও । আর সকলেই তো তোমাদের দুঃখ দেবে, তবুও তোমরা তাদের মনে করো, আর আমি তোমাদের বাবা, আমাকে তোমরা ভুলে যাও । তোমরা নিজের ঘরেই থাকো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো । এতেই পরিশ্রমের প্রয়োজন । তোমরা কেবল আমার হয়ে থাকো । নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো । এ তো সম্পূর্ণ কবরস্থান হয়ে যাবে । তোমরা আমার হয়েছো মানেই ধরে নাও এই বিশ্বের মালিক হয়েছো । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার হয়েছি, এরপর ভবিষ্যতে আমরা স্বর্গের মালিক হবো । তাই তোমাদের খুশীর পারদ চড়া উচিত ।

তোমরা এও জানো যে, এই শরীর পুরানো । কর্মভোগ তো করতেই হয় । মাশ্বা - বাবাও খুশীর সঙ্গে কর্ম ভোগ করতেন । এরপর ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের সুখ কতো বড় । এ তো পুরানো জুতোর তুল্য । কোনো অসুখ যখন সেরে যায়, তখন তো কতো খুশী হয় মানুষ । কোনো বিপদ এসে তা আবার কেটে গেলেও মানুষ কতো খুশী হয় । তোমরাও জানো যে এখন জন্ম জন্মান্তরের জন্য বিপদ দূর হয়ে যাবে । এখন আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । এ হলো বিচার সাগর মন্তন করে পয়েন্টস বের করা । বাবা তো রায় দিয়েই দেন যে এমন ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলো । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি, আবারও বাবার আশীর্বাদী বর্সা পাবো । তোমরা সাক্ষাৎকারও করো । এই সময় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে হয় যেমন মাশ্বার কোনো সাক্ষাৎকার হয় নি কিন্তু বাবার হয়েছিলো । বাবার বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো । এনার সঠিক ভাবে ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো কিন্তু তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে আমিই বিষ্ণু হবো । পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি এই বিকারী গৃহস্থ ধর্ম থেকে নির্বিকারী গৃহস্থ ধর্মে যাচ্ছি, তত্ত্বম্ অর্থাৎ আমিই সেই । তোমরাও বাবার এই পড়া পড়ে এমনই হচ্ছে । তাই দৌড় লাগানোর প্রয়োজন । বাকি গানে আছে মাশ্বার মহিমা । তোমরা তো জেনেই গেছো যে জগদম্বা কাকে বলা হয়, বাস্তবে মাতা - পিতা কে ? মাতা - পিতা বললে জগদম্বা স্মরণে আসবে না । তিনি তো হলেন নিরাকার । এ কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । পিতা তো হলেন গড ফাদার, তিনি নিরাকার । মাতা তো নিরাকার হতে পারেন না । ফাদার হলেন নিরাকার, অবশ্যই তাঁকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা দেওয়ার জন্য এখানে আসতে হবে, নিজের পরিচয় দিতে । তাহলে অবশ্যই তাঁর মাতা চাই । তাহলে ব্রহ্মা এখন বড় মা হয়ে গেলেন । দাদা হলেন নিরাকার । এ কতো আশ্চর্যের জ্ঞান কিন্তু ইনি পুরুষ, কারণ মুখ বংশাবলী হবে, তাই না । এ খুবই আশ্চর্যের জ্ঞান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের কতো গোপন রহস্য বোঝাচ্ছি । কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে মাতা - পিতা কে ? তারা মনে করে কৃষ্ণ । এখানেই তফাৎ । একেই বলা হয় একমাত্র ভুল । কাউকে তো নিমিত্ত হতেই হবে । কি ভুল হয়েছিলো যে ভারত এতো দুঃখী হয়েছিলো ? এখন তোমরা জানতে পারো, কে সব ভুলিয়ে দিয়েছে ? কি কারণ হয়েছিলো যে ভুলে গেছো ? বরাবর মায়া রাবণ তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে । বাবা যেমন করণকরাওনহার তেমনি মায়া

রাবণও করণকরাওনহার দুঃখ দাতা । মায়া রাবণ হলো করণকরাওনহার দুঃখদাতা আর শিববাবা হলেন করণকরাওনহার সুখদাতা । মায়া বাবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয় । বাবা এখন নিজে বলছেন, হে আত্মারা, আমি তোমাদের বাবা, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । তোমরা আমার সন্তান, তোমাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আমরা বেহদের বাবার মত পাই ব্রহ্মার দ্বারা । গুরু ব্রহ্মা, এই কথা তো বলা হয় । এ তো হলো ভক্তিমার্গের মহিমা । গুরু ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত । ওরা আবার বলে দেয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী । আগে আমরাও বুঝতাম যে, ওরা ঠিক বলছে । এখন আমরা বুঝতে পারি যে, মায়া ওদের দিয়ে এই কথা বলিয়েছে । মায়া নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ভুল করায়, আর বাবা ওপরে ওঠানোর জন্য নির্ভুল বানান । বাবা আমাদের খুব সুন্দর ভাগ্য বানিয়ে দেন । বাবাকে স্মরণ করতে হবে -- এ তো খুবই সহজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

- ১) নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করে কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নেওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।
- ২) বিচার সাগর মন্ডন করে খুশীতে থাকতে হবে আর খুশী খুশী পুরানো কর্মভোগ শোধ করতে হবে । নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি ।

বরদান :- মনকে ব্যস্ত রাখার বিদ্যার দ্বারা ব্যর্থের থেকে মুক্ত থেকে সমর্থ স্বরূপ ভব

আজকালকার দুনিয়ায় যেমন বড় পজিশনের মানুষ নিজের কার্যের দিনচর্যা সময় অনুযায়ী সেট করে, তেমনই তোমরা এই বিশ্বের নব নির্মাণের আধারমূর্ত, এই বেহদের ড্রামার হীরে অ্যাক্টর, তোমাদের জীবন হীরে তুল্য, তোমরাও তোমাদের মন এবং বুদ্ধিকে সমর্থ স্থিতিতে স্থিত করার প্রোগ্রাম সেট করো । মনকে ব্যস্ত রাখার কলা সম্পূর্ণ রীতিতে ব্যবহার করো তাহলেই ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । কখনোই তোমরা আপসেট হবে না ।

স্লোগান :- ড্রামার প্রতিটি দৃশ্য দেখে হর্ষিত থাকো, তাহলে কখনোই ভালো বা খারাপের আকর্ষণে আসবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কেবল দুটো কথা মনে রেখো যে আমরা হলাম সংগুরুর পৌত্র এবং ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিচ্ছি"

প্রশ্ন: - "চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ রসের স্বাদ পাবে আর পড়ে গেলেই চুরচুর" - এই গায়ন কেবল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয় - কেন?

উত্তর: - কারণ তোমাদের সামনে এখন খুব উঁচু লক্ষ্য রয়েছে। তোমরা বাবার সাথে পরমধাম অর্থাৎ ঘরে যাও এবং তারপর নুতন দুনিয়াতে আসো। অন্য কারোর জন্য এইরকম গায়ন করা যাবে না। হয়তো ওদের মধ্যেও বড়-ছোট বিভিন্ন ক্রম থাকে, কিন্তু ওদের সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে না। ওরা তো বৈকুণ্ঠ রসের ব্যাপারে জানেই না। তোমরা বাচ্চারাই এখন বলছ যে আমাদেরকে সেই পথ ধরেই চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে এবং খুব সাবধানে চলতে হবে।

গীত : - হমে উন রাহো পর চলনা হ্যায়

আমাদের সেই পথেই চলতে হবে, যেখানে ওঠা আর পড়া দুই-ই আছে
ওম্ শান্তি। যখন গান গুলো বাজে, তখন বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের জন্য এই গানগুলোর মধ্যেও জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষের জন্য তো অজ্ঞান। জ্ঞানী আত্মার জন্য জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝেছ যে বরাবর মায়ার তুফানই মাটিতে ফেলে দেয় এবং তারপর ঈশ্বর অর্থাৎ বাবা ওপরে তোলেন। যে ভূ-পতিত, তাকে জ্ঞান সঞ্জীবনী বুটি দেওয়া হয়। যদি কাম বিকারের তুফান আসে তাহলে পড়ে যায় এবং ক্রোধের তুফান আসলেও পড়ে যায়। এভাবেই নামতে আর উঠতে থাকে। চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ রসের স্বাদ পাবে... - এই গান কেবল তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারোর জন্য নয়। সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। হয়তো ওদের কাছেও অনেক ছোট ছোট সন্ন্যাসী আছে, কিন্তু ওদের তো কোনো লক্ষ্যই নেই। তোমাদের লক্ষ্য তো সবথেকে উঁচু। ওরা হয়তো শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে বিদ্বান হয়ে যায়। কিন্তু রাজস্ব করার কোনো লক্ষ্য ওদের থাকে না। এখানে তো খুব উঁচু লক্ষ্য। বাচ্চারা জানে যে বেহদের বাপদাদা শিক্ষা দিচ্ছেন। মাম্মাও পড়ান এবং বাচ্চারাও পড়ায়। তোমরা হলে ঠাকুরদাদার পৌত্র। অমৃতসরে যখন দাদু-নাতি একসাথে থাকে, তখন বলা হয় - এটা হল সাত পুরুষ কিংবা এটা হল দুই পুরুষ। তোমরা বুঝেছ যে সত্যযুগে দেবতাদের বংশ চলবে। এক পুরুষ, দুই পুরুষ...। কিন্তু এখানে তোমাদের কোনো বংশ নেই। একজন ঠাকুরদাদা, একজন বাবা, একজন মাম্মা এবং বাকি সবাই সন্তান-সন্ততি। ঠাকুরদাদা এবং নাতি ছাড়া আর কিছুই এখানে বলা হবে না। এটা তো খুব সহজেই মনে রাখা যায়। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। ব্রহ্মা হলেন আমাদের বাবা। শিববাবা হলেন ঠাকুরদাদা। তাঁর কাছ থেকে সম্পত্তি পাওয়া যায়। কত সহজ ব্যাপার। আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী এবং ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। কেবল ব্রহ্মাই হলেন শিববাবার সন্তান। এমন বলা যাবে না যে আমরা হলাম বিষ্ণু-কুমারী কিংবা শংকর-কুমারী। কেবল ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। বাবা খুব সহজভাবে বোঝান। তোমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী হয়েছ। শিববাবা বলছেন, এইভাবে যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাও। অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে কারণ তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অন্য কাউকে স্মরণ করলে তো নরকের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকে নয়, ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা এবং জ্ঞান দাতা। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা শোনান। তখন এই ব্রহ্মাবাবাও শুনে নেন। ব্রহ্মার মুখ্য সন্তান হিসাবে সরস্বতীর গায়ন রয়েছে। ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী জগৎ অশ্বর কতই না গায়ন আছে। ইনি শিববাবার কাছ থেকে ব্রহ্মাবাবার চেয়েও বেশি উত্তরাধিকার নেন। তাই আগে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ বলা হয়। তোমরা জানো যে আমরা হলাম জগৎ অশ্বর এবং জগৎ পিতার সন্তান। তাহলে কেন না আমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নেব? আমরা, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী। এখানে আর কোনো দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষ নেই। প্রপৌত্র ইত্যাদি কিছুই নেই। এমন কে আছে যে ঠাকুরদাদাকে স্মরণ করে না? তোমরা জানো যে আমরা যত বেশি স্মরণ করব, তত বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকে এটা বোঝাতে পার যে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি বরাবর ব্রহ্মার দ্বারাই রচনা করেন। তারপর ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদেরকে বলেন - আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর, সকল দৈহিক সম্বন্ধকে ভুলে যাও।

কথিত আছে - কেউ মারা গেলে তার কাছে গোটা দুনিয়াটাই মৃত হয়ে যায়। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে তো আর কিছুই বাকি থাকে না, দেহের ভানও চলে যায়। এখন আমরা বাবার কাছে এসেছি। এরপর আমরা গৌরবর্ণ হয়ে যাব। এখন আমরা শ্যামবর্ণ আছি। এটা হল শ্যাম এবং সুন্দর হওয়ার নাটক। আত্মা পবিত্র এবং সুন্দর হয়ে যায়। এখন তোমরা আত্মারা আয়রন এজেড হয়ে গেছ, তাই শরীরটাও সেইরকম পেয়েছ। সত্যযুগে তোমরা ফর্সা ছিলে। গৌরবর্ণ বানানোর জন্য একজন সুন্দর যাত্রী আসেন। তিনি তো সর্বদাই গোরা আত্মা, কখনো কোনও খাদ পড়ে না। কারণ তিনি জন্ম-মরণের চক্রে আসেন না। কত সহজভাবে এইসব বোঝানো হয়। তা সত্ত্বেও এইরকম ঠাকুরদাদাকে ভুলে যায় এবং ত্যাগ করে দেয়। তাই বাবা বলেন, সবথেকে মহান মূর্খ এবং সবথেকে সেয়ানা দেখতে চাইলে এখানেই দেখ। এতটাই মূর্খ যে এই অতি সহজ দুটো কথাও বুঝতে পারে না। কেবল বুঝতে হবে যে আমি হলাম আত্মা এবং নিরাকার পরমাত্মা হলেন আমার ঠাকুরদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন নামিগ্রামী। তাঁর দ্বারা শিববাবা উত্তরাধিকার দেন। ব্রহ্মাকে এবং ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিলে তো আর উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। বাবা কত সহজভাবে বোঝান। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শংকর হল সৃষ্টিবতনবাসী। এদের মধ্যে ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। সৃষ্টিবতনে মনুষ্যসৃষ্টি রচনা করা হয় না। শংকর কিংবা বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। প্রজাদের পিতা তো নিশ্চয়ই এখানেই থাকবেন। ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে ব্রাহ্মণরা বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণদেরকে (লৌকিক) জিজ্ঞেস কর যে তোমরা কার বংশাবলী? এটা তো কেবল গায়ন হয়ে গেছে, বাস্তবে এইরকম হয়নি। তোমরা এখন জেনেছ যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা এবং ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। সেটা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই করা হবে। সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদেরকে অবশ্যই প্রয়োজন। কলিযুগের অস্তিমে তো শুদ্ধরা আছে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাস্তবদেরকে কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। এই শ্রীমৎ অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা বলা হয়। সেখানে কি শোনা হয়? নিশ্চয়ই যিনি শ্রী শ্রী তিনি জ্ঞান শুনিয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন। বাস্তবে তোমরাই এখন বি.কে. হয়েছ। তোমরা বলো - বাপদাদা, আগের কল্পেও তোমার সাথে আমাদের মিলন হয়েছিল। আমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে নিজ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এসেছি। আত্মা, তাঁর দ্বারা আমরা সূর্যবংশী হয়েছিলাম, না কি চন্দ্রবংশী হয়েছিলাম? শ্রী নারায়ণকে বরণ করেছিলাম, না কি শ্রী রামকে? বাস্তবরা উত্তর দেয় - বাবা, আমি তো শ্রী নারায়ণকেই বরণ করব। কিন্তু পুনরায় ভুলে যায়। যিনি এত যোগ্য বানান, তাকেই ভুলে যায়। ঠাকুরদাদাকে এবং বাবাকে

যেন কেউ কখনো ভুলে না যায়। হঠাৎ করেই ত্যাগ করে দেয়। স্মরণ করে না এবং জ্ঞানের দুটো অক্ষরও ধারণ করে না। আমরা হলাম সদগুরুর অথবা ঠাকুরদাদার পৌত্র। পুরুষার্থের দ্বারা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। লৌকিক বাবার সম্পত্তি তো ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়। কিন্তু এখানে ভাগ করার মতো কিছুই নেই। এখানে পুরুষার্থ করতে হবে। চাঁদে কিংবা অন্য কোথাও ক্ল্যাট কিনতে হবে না। এখানেই রাজস্বের মালিক হও। অভিনয়টা তো এখানেই করতে হবে। চাঁদে কিংবা অন্য কোথাও যাওয়া উচিত নয়। এটাকে বিজ্ঞানের অহংকার বলা হয়। অতিরিক্ত অহংকার হয়ে যাওয়ার জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কত কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার লক্ষ মাইল পর্যন্ত চলে যায়। ওরা বুঝতে পারে যে কতদূর এসেছি, চাঁদে কি আছে... ইত্যাদি। চাঁদ তো ঠান্ডা। কিন্তু সূর্যের সামনে গেলে পুড়ে যাবে। বিজ্ঞানের কত অহংকার। নাম দিয়েছে রকেট। বাবা বুঝিয়েছেন, সবথেকে বড় রকেট হল আত্মা। আসলে তো একটা বিন্দু। তার কি কোনো ওজন আছে? কিন্তু এই বিন্দুর মধ্যে কত জ্ঞান রয়েছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করল আর সেকেন্ডের মধ্যে উড়ে গেল। যাদের খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তারাই এইসব বুঝতে পারবে এবং বোঝাতে পারবে। শিববাবাও হলেন বিন্দু। লিঙ্গের প্রসঙ্গ উঠলে বোঝানো হয় যে আত্মা এবং পরমাত্মা কেউই এত বড় হয় না। কিন্তু এরপরেও দুনিয়ার মানুষ বলে যে পরমাত্মা হলেন ব্রহ্ম। কিছুই বুঝতে পারে না। যতক্ষণ না কেউ সামনে আসছে, ততক্ষণ পরমাত্মার নাম রূপ ইত্যাদি বুঝতে পারে না। আমরা হয়তো শিববাবার ছবি দেখাই। কিন্তু তিনি আসলে ঐরকম নন। তিনি হলেন বিন্দুরূপ। কিন্তু বিন্দুর পূজা করা কিভাবে সম্ভব? ফুল ইত্যাদি কার ওপরে দেওয়া হবে? তাই ভক্তিমার্গে পূজা করার জন্য বড় রূপ বানিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, কারোর বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞানটা ধারণ না হয়, তাহলে তাকে কেবল এইটুকু বোঝাও যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, অর্থাৎ ঠাকুরদাদার পৌত্র। ভগবান শিব-ই হলেন সবথেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রচনাকে গড ফাদার বলা যাবে না। আমরা হলাম তাঁর পৌত্র। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা এখন তমোপ্রধান শ্যামবর্ণ হয়ে গেছি। বাবার দ্বারা সতোপ্রধান গৌরবর্ণ হচ্ছি। রামও গৌরবর্ণ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের থেকে তাঁর দুই কলা কম ছিল। সেও এখন কালো হয়ে গেছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো বলে যে তাঁকে সাপ ছোবল মেরে ছিল। কিন্তু এইরকম কিছুই হয়নি। কাম-চিতায় বসার ফলে কালো হয়ে গেছে। পর্যায়ক্রমে শ্যাম এবং সুন্দর হয়। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একজন যাত্রী অনেকজনকে সুন্দর বানান, বিশ্বের মালিক বানান। তিনি কেবল তাঁকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে বলেন। নাহলে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে কিভাবে? বিকর্ম বিনাশের জন্য যোগ-অগ্নি প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। কেউ কেউ ভাবে যে আমরা তো বাচ্চা হয়েই গেছি। কিন্তু সারাদিন স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না এবং খুশির পারদ উর্ধগামী হবে না। যারা ২০-২৫ বছর ধরে জ্ঞানমার্গে চলছে তাদের বুদ্ধিতেও এটা ধারণ হয় না। তারপর পুরাতন দুনিয়াতে গিয়ে নিজের ভাগ্যকে খারাপ করে দেয়। মা-বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই ভাগ্য ভালো হওয়া শুরু হয়। মাম্মা-বাবা বলার জন্য তো স্বর্গের অধিকারী হয়ে গেছ। প্রজারাও বলে যে আমাদের হিন্দুস্তান সবথেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হত, তাহলে এত ঋণ নেয় কেন? এইরকম কাণ্ডালের মতো অবস্থা হয়েছে কেন? এখান থেকে অনেক সম্পত্তি নিয়ে গেছে। কারখানাগুলো থেকে অনেক রাজস্ব আদায় করা হয়। কারখানাগুলো না থাকলে তো একটাও চাকরি পাওয়া যেত না। চাকরি না পেলে পরিবারের দেখাশোনা করবে কিভাবে? দুঃখী হয়ে গেছে বলে ভারতের জন্য কত নিয়ম বার করেছে। বাচ্চাদের যাতে খুব কষ্ট না হয়, তার জন্যই এত নিয়ম। এখান থেকে অনেকেই বিদেশে চাকরি করতে যায়। কারণ ওখানে অনেক অর্থ

উপার্জন করা যায়। বাবা বলেন, আমি তো কাঁটারদেবকেও ভালোবাসি। সকল পতিতদেরকে পবিত্র করতে আসি। যেহেতু কাঁটারদেব ওপরেও ভালোবাসা আছে, তাই যে বাচ্চা কাঁটা থেকে ফুল হয় তাকেও ভালোবাসি। ড্রামা অনুসারে সবাইকে সদগতি দিই। বলা হয়, রাম হল সকলের সদগতি-দাতা। তিনি নিশ্চয়ই কাঁটা এবং ফুল সকলের কাছেই প্রিয়। নিয়ম অনুসারে স্বর্গের রচনা হচ্ছে এবং তার জন্য যোগ্য বানাচ্ছেন। বলা হয়- হে পতিত-পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। তোমরা এখন জেনেছ যে পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। তিনি সারা দুনিয়াকে, বিশেষ করে ভারতকে পবিত্র বানান। নিজের নাম রাখে সর্বদয়া লিডার। কেউ কেউ আবার শ্রী শ্রী ১০৮ নাম রেখে দেয়। সর্ব মানে তো সকলের। কোনো মানুষ-ই সকলের সদগতি করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহ-ভানকে ভোলার জন্য জীবিত থেকেও মরতে হবে। নিজে মরে গেলে দুনিয়াটাও মরে যাবে। বারবার এই দেহ থেকে আলাদা হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র। আমাদেরকে যোগ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান : - প্রতিটি কদম বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমাত্ম-আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আশ্রয় হও

আশ্রয় মানে হল বাপদাদার আশ্রয় রূপী কদমের ওপরে কদম রাখা। যে এইরকম আশ্রয়, সে-ই সর্ব সন্তানের দ্বারা পরমাত্ম-আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। এটাই হল নিয়ম। এমনিতেও কেউ যদি কারোর ডাইরেকশন অনুসারে 'হাঁ জী' বলে এবং সেই মতো কাজ করে, তাহলে যার হয়ে কাজ করে তার আশীর্বাদ সে অবশ্যই পেয়ে যায়। আর এটা তো হল পরমাত্ম-আশীর্বাদ যা আশ্রয় আশ্রয়দেরকে সর্বদা ডবল লাইট বানিয়ে দেয়।

স্লোগান : - দিব্যতা এবং অলৌকিকতাকে নিজ জীবনের অলংকার বানিয়ে নিলে সাধারণত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির বর্ষা প্রাপ্ত করার জন্য মায়ার সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও । এখানে জীবনমুক্ত (শরীরে থেকেও শরীরের ভান থেকে মুক্ত) হলেই ওখানেও (সত্য যুগ) জীবন-মুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে (স্বর্গের অধিকার)"

প্রশ্ন :-- এই জ্ঞানের বীজ অবিনাশী, কিভাবে ?

উত্তর :-- এই জ্ঞান দ্বারাই সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হয় । ঐ রাজধানী অতি বিশাল । একবারও যদি কোনও আত্মা এই জ্ঞান ধারণ করে, হতে পারে মাঝখানে ছেড়ে চলে গেল তবুও সে আবারও আসবে, কেননা তাকেও রাজধানীতে আসতে হবে । সামান্য জ্ঞানের বীজও যার মধ্যে পড়বে ; সেও আসবে, চলে যেতে পারবে না । এর দ্বারাই জ্ঞান যে অবিনাশী তা সিদ্ধ (প্রমাণ) হয় ।

গীত :-- ভোলানাথের থেকে নিরালা

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন ভোলানাথ প্রাণেশ্বরের সামনে বসে আছে , আর তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে , বেহদের মালিক ভোলানাথের কাছ থেকেই আমরা স্বর্গের বর্ষা পাচ্ছি । বুদ্ধি ওখানেই চলে যায় । বরাবর বাবাকে সাথী করেই আমরা বাবার ঘরে যাই । এখন বাবা ডাকতে এসেছেন যেমন, সাজন (প্রেমিক) তার সজনীকে (প্রেমিকা) ডাকে । একজন সাজন এসেই তাঁর সব সজনীদের সুগন্ধী ফুল তৈরি করেন । ওঁনার নামই হলো পতিত-পাবন, কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায় । ভুলে যাওয়াও ড্রামার অন্তর্ভুক্ত । বাবা এসে সমস্ত রাজ(গুহ্য, গোপনীয়) বুদ্ধিয়ে দেন। তোমরা ভাগ্যশালী স্টারদের পদও বাবার থেকে উঁচু । যেমন বাবা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তেমনই তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । তোমরাও ওখানে বাবার সাথে ছিলে, কিন্তু তোমরা বাচ্চাদের তো পাঁট বাজাতেই হবে । তোমরা জান আমরা বৈকুণ্ঠনাথ হওয়ার জন্য ত্রিলোকীনাথের (তিন লোকের মালিক) কাছে এসেছি । বাবা বলেন, বাচ্চারা -- তোমরাও এ সময় ত্রিলোকীনাথ আর আমিও ত্রিলোকীনাথ, তারপর যখন সত্যযুগ আসে, তোমরা তার নাথ হও ; আমি হইনা । আমি আসি তোমরা আত্মাদের রাবণের জেলের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে । রাবণের কাছ থেকে তোমরা অনেক দুঃখ পেয়েছ । ড্রামাকে বাচ্চারা বুঝে গেছে, চার যুগ নয় ; যুগ পাঁচটা । চারটে যুগ দীর্ঘ আর সপ্তমযুগ হলো বাড়তি একটি যুগ (পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনের যুগ) । এই নলেজ বাচ্চাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত কেননা জ্ঞানের সাগরের সন্তান তোমরা। ভক্তি মার্গে তাঁর অপার মহিমা হয় - তুমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর । এই মহিমা কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথদের প্রতি করা হয় না । তাদের বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ এই কলিযুগে তো তাদের মতো কেউ হয়না । নিশ্চয়ই ঐ গুণ দ্বারা সম্পন্ন করতে কেউ এসেছিল, সুতরাং স্বর্গের মালিক শুধু তোমরাই হও । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর যারা সূক্ষ্মবতন নিবাসী দেবতা তাঁদের ও যুগল রূপে দেখানো হয় -প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য । সুতরাং স্বর্গ এখানেই তৈরি হয় । ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে তোমরা দেবতা বর্ণ তারপর ঋত্রিয় বর্ণে আসবে । বুদ্ধিমান বাচ্চা যারা হয় ,তারা খুব ভালোভাবে পড়ার প্রতি মনোযোগ দেয় । অজ্ঞানকালেও বাচ্চা হলে বুঝে নেয় যে বংশে উত্তরাধিকারী এসেছে । তোমরাও মাঝমা-বাবা বলা তবে তো তোমরাও উত্তরাধিকারী তাইনা ! যেমন গান্ধীজিকে বাপুজি বলা হতো । এমনিতে ভারতে মাতা-

পিতা অনেককেই বলা হয় । বয়স্কদের পিতা বলা হয়, শুধু বলার জন্যই বলা । ইনিতো সবার বাপুজি , জগত সংসারে সবার পিতা । প্রাণেশ্বর অর্থাৎ সব আত্মাদের ঈশ্বর । বাবা বললেই বর্ষার সুখানুভূতি অন্তরে অনুভূত হয় । তোমরা বাচ্চাদের সেই সুখানুভূতি নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে উপলব্ধি হয় । প্রকৃতপক্ষে বেহদের বাবা এসেই রাজযোগ শেখান । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তো রাজযোগ শেখাতে পারেননা । ভগবানুবাচ - দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষই হলো দেবী -দেবতা । পরমেশ্বর অর্থাৎ গডফাদার । ভারতেই বলা হয়ে থাকে -- পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম গডফাদার । ঈশ্বরকে ডাকার সাথে সাথে বুদ্ধিও উপর দিকে চলে যায়, কেননা জানে যে , ফাদার উপরেই থাকেন । এখন তোমরা বাচ্চারাও বুঝে গেছ যে -- আমরাও ওখানকার বাসিন্দা । এখন আমরা প্রাণেশ্বরের সামনে বসে আছি। বাবা সামনে বসে স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চিত হও -- যে ইনি কোনও সাধু - মহাত্মা নন । আমরা মাত - পিতার সামনেই বসে আছি । তোমরা কেন ওঁনার সন্তান হয়েছ ? মাতা - পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করার জন্য । যদি নিশ্চয়তা নেই তো কেন বসে আছ ? কারণ চাই। বিনা পরিচয়ে কেউ কারও সামনে এসে বসতে পারে না । দুনিয়ায় একজন অপর জনের পরিচিত হয় - ইনি সন্ন্যাসী, ইনি গভর্নর ইত্যাদি এখানে এই বাবা গুপ্ত, কেননা বুঝেছে যে পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী, সুতরাং তাঁকে সর্বব্যাপী বলার কোনও অর্থই নেই । আত্মা স্মরণ করে বলে -- হে গডফাদার । স্বয়ংই পরমাত্মা হলে কেন ডাকে ? এসবই বোঝার ব্যাপার, কিন্তু মায়া এমনই জালে জড়িয়ে দেয় যে, বুঝতেই চায় না । যে কথা মুখে বলা হয় তার প্রতি কোনও বিশ্বাস রাখেনা । মায়া এমনই সংশয়বুদ্ধি করে দেয় । ডেকে বলে -- ও গডফাদার, আবার বলে আমিই পরমাত্মা, তবে ডাকাডাকি কেন করে, কিসের জন্য ? ফাদারতো বাচ্চারাই বলবে, স্মরণ তো একজনকেই করতে হবে । এখন তোমরা সামনে বসে আছ, জান যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তাঁর কাছ থেকে বর্ষা নিশ্চি । এখনতো আর ভুলে যাবে না! বাবা বলেন, বাচ্চারা অশরীরী হও,পবিত্র হও । আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি । ওরা দেবতাদের সামনে গীত গায় -- আমি নিগুণ, কোনও গুণ নেই আমার মধ্যে। দেবতাদের মহিমা করে আর নিজেদের পাপী মনে করে । নিশ্চিত রূপে প্রথমে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া ছিল, তাকে স্বর্গ, শিবালয় বলা হত । শিববাবার দ্বারা স্থাপনা হয়েছে স্বর্গ। ভারতবাসীরাও জানে যে, স্বর্গ আছে কিন্তু, ভারত স্বর্গ ছিল, আদি সনাতন দেবী -দেবতার রাজত্ব করেছিল -- সেসব ভুলে গেছে । কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলে স্বর্গে গেছে । স্বর্গ তো হয় সত্যযুগে, কলিযুগে খোড়াই স্বর্গ আছে ! যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গে গেছে, তখন তোমরা জিজ্ঞাসা কর স্বর্গ কোথায় আছে ? ভাবে, পরমধামে পরমাত্মার কাছে স্বর্গেই গেছে, নয়তো বলে নির্বাণধামে গেছে, কখনওবা বলে ব্রহ্ম-তত্ত্বে জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে । শব্দগুলির মধ্যে কত পার্থক্য । তাকে বলা হয় ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব, এ হলো আকাশ তত্ত্ব একে মহাতত্ত্ব বলা হয় না । মহাতত্ত্ব হল -- ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মান্দ । যেখানে আমরা আত্মারা ডিম্বাকৃতি অনুযায়ী থাকি, যাকে পরমধাম বলা হয় । ব্রহ্মে কেউ কখনও লীন হতে পারে না । বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বোঝানো হয় যখন সামনে এসে বস । ভক্তরা তো ভগবানকে খুঁজে বেড়ায় । তোমরা জান -- ভক্তি মার্গে সবচেয়ে তীব্র ভক্তি কে করে ? নিশ্চয়ই প্রথমে যে পূজ্য ছিল, সেই পরে প্রথম পূজারী ভক্ত হয়ে ওঠে । একথা শুধু বাচ্চারাই জানে । গায়নও আছে -- নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী, কিন্তু ওরা ভাবে পরমাত্মা বাবাই স্বয়ং পূজ্য থেকে পূজারী হন। একথা ভুল । বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ মহিমার জন্য উপযুক্ত করে তোলেন, কিন্তু সবাই স্বর্গের জীবনমুক্তি পাবে না । জীবনমুক্তি পাবে তখন, যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে । জীবনমুক্তি অর্থাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত। এমনটা নয় যে, সবাই সত্যযুগে আসবে, সত্যযুগে তারাই আসবে যারা

রাজযোগ শিখবে । জ্ঞান মার্গে কত বন্ধন থেকে বেড়িয়ে আসতে হয় । মীরারও এতো বন্ধন ছিল না । সে শুধু বলতো -- কৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে হবে, সুতরাং পবিত্র হবে । তোমাদেরও কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । মীরা ছিল ভক্ত শিরোমণি, তোমরা হলে বিজয়মালার শিরোমণি। যে বিজয়মালা পূজিত হয় । ভক্তের মালাকে কখনও পূজা করা হয় না । যে ভারতকে স্বর্গ বানায় তাঁর মালাকেই পূজা করা হয় । ভক্ত তোমরা বাচ্চাদের মালাকে পূজা করে । প্রথমে হয় রুদ্র মালা, তারপর হয় বিষ্ণুর মালা । এটা কেউ জানেনা যে, কার মালা গাঁথা হয়েছে, শুধুই মালা জপতে থাকে। এখন তোমরা ভক্তদের মালা জপ করা হয়না । ভক্তরা তোমরা বাচ্চাদের মালা জপ করবে । তোমরা জান আমাদের বিজয়মালা তৈরি হচ্ছে । তারপর আমরাই স্বয়ং পূজারী হয়ে মালা জপ করব । তোমরাই রাজত্ব কর তারপর তোমরাই আবার সবার প্রথমে মালা জপ কর । তোমাদের দেখেই ভক্তরা আরও অনেক কিছু শিখবে । তোমরা বিশ্বকে স্বর্গ করে তোল। বাবা এসে রাজযোগ শেখান - যার নাম রাখা হয়েছে গীতা । ধর্ম শাস্ত্রের নামও তো চাই, তাই না! যদিও জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু শাস্ত্রতো রচনা হবেই । শাস্ত্র তৈরি করে তার নাম রাখা হয়েছে শ্রীমত ভগবদ্গীতা । ভক্তি মার্গের জন্য গীতা রচিত হয়, সেই গীতা জ্ঞান মার্গের জন্য নয় । কত রকমভাবে গীতা শোনাতে থাকে । এমনটা কখনও বলবেনা যে তোমাদের রাজযোগ শেখান হয় । বলবে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়ে গেছেন । তারপর সেই শাস্ত্র বসে পড়বে । এখন ভগবান দ্বারা সামনে বসে ঐ গীতা জ্ঞান শুনে আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে উঠি। বাবা বলেন, আমি একবারই এসে তোমরা বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজারও রাজা বানাতে আসি । সঙ্গতি দিতে পারবে এমন কেউ যতদিন পর্যন্ত না আসবে, ততদিন ভক্তি মার্গের মহিমা চলতে থাকবে । যে পূর্ববর্তী কল্পে এসেছিল সেই শুনবে । এরকম এখনও অনেক আসবে । সূর্যবংশী -চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, সুতরাং কত কত আসতে থাকবে । জ্ঞানের বিনাশ কখনওই হয়না । সাহকার (বিত্তবান), প্রজা, সাধারণ প্রজা, চাকর ইত্যাদি চাই, তাই না ! কত বড়ো রাজধানী স্থাপন হতে যাচ্ছে । মানুষ কি খোড়াই জানে কিভাবে সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হবে ? যদি জানে, তবে সবাইকে শোনাবে । বাবাকে ভুলে গেছে । নিরাকার শিব ভগবানের পরিবর্তে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে । শিবজয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ জয়ন্তী আসে । কৃষ্ণ হলেন বৈকুণ্ঠনাথ । এখানে বসে তোমাদের বৈকুণ্ঠনাথ বানান । ওরা কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে । ভারতের জ্ঞানের সুতো কতো জটিল । এখন ভালোভাবে গ্রহণ করে নলেজফুল হতে হবে । দেখতে হবে আমি কত মার্কস নিয়ে পাশ করেছি । এখন পাশ করলে কল্প -কল্পান্তরেও তাই হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই পড়তে হবে । এরকম তো কোথাও হয়না যে - বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, স্ত্রী - পুরুষ, গৃহবধূ ইত্যাদি সবাই একত্রে পড়ছে । শাস্ত্র ও এভাবে পড়া হত না । মায়েদের বলা হতো -- শাস্ত্র তোমরা পড়বে না, এসব তোমাদের জন্য নয় । পুরুষরাই শাস্ত্র পড়ে পন্ডিত হতো । এখানে দেখ কারা কারা পড়ছে। কত রকমের বৃদ্ধ -বৃদ্ধারা আসে । আশ্চর্যজনক তাই না ! গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই কমল ফুলের মতো পবিত্র হতে হবে, কেননা রাজযোগ শিখতে হবে । গডফাদারলী স্টুডেন্টস হতে হবে । এর নামই হলো -- ঈশ্বরীয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কলেজ । ঈশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান প্রদান করছেন । ব্রহ্মা খোড়াই কোনও বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হন ! ইনি পরমপিতা পরমাত্মার নাভি একথাই বলা হবে। শিববাবা-ই তো বীজ রূপ। ঐর দ্বারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে । তিনজনের নামের অর্থ ও কাজ সবই আলাদা । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ -- বরাবর বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীকে দেখানো হয় । নর-নারায়ণ মন্দিরে ঐনার চতুর্ভূজ দেখানো হয় । নারায়ণের সাথে অবশ্যই লক্ষ্মী থাকবে । নর - নারায়ণ, নারী - লক্ষ্মী । নর-নারায়ণের ৪ ভূজ (বাহ) তৈরি করে। নারায়ণের আলাদা, লক্ষ্মীর আলাদা দুই -দুই

ভূজ দেওয়া উচিত । এই নিয়মানুযায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু বেচারার নর - নারায়ণ মন্দির সম্পর্কে কিছুই বোঝেনা । নর - নারায়ণের সাথে লক্ষ্মীকেও প্রতিষ্ঠিত করে । দীপাবলি উৎসবে মহালক্ষ্মীর পূজা করে । মায়েদের কত মহিমা । জগত অম্বার মহিমা প্রসিদ্ধ । অম্বাকে বড়ো মিষ্টি লাগে, কেননা তিনি কুমারী । এই কুমারী শব্দের ভারতে অনেক সম্মান, কিন্তু এর মহত্ব জানেনা । জগৎ অম্বার অগাধ মান । বাবারও এতো মান নেই । বাবা-ই এসে মাতাদের উচ্চ স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাহাদুর (সাহসী) হতে হবে, সিংহের উপর সওয়ারি হতে হবে । অত্যাচারও হবে তার জন্য । কিন্তু বাবার হওয়া মানেই কঠিন পরিস্থিতিতেও ধারণা আর নিয়মের প্রতি অটল থাকা । পবিত্রতা ধারণ করে উচ্চপদ অবশ্যই পেতে হবে । মীরাও তো পবিত্র হয়েছিল তাই না ! বাবা কুমারীদের বলেন -- বল, আমরা পবিত্র হয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে চাই । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান হতে হবে। জ্ঞানকে ভালোভাবে ধারণ করে নলেজফুল হতে হবে । বাবার মতো মহিমার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে ।

২) বিজয়মালার শিরোমণি (প্রধান) হওয়ার জন্য মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে । অনেক বাহাদুর হতে হবে, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে ।

বরদান : - ছোট ছোট অবজ্ঞার বোঝাকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান ভব (হও)

যেমন অমৃত বেলায় ওঠার আশ্রয় আছে, উঠে বসে তো যাও, কিন্তু বিধিপূর্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে অসমর্থ থেকে যাও । সুইট সাইলেন্সের সাথে নিদ্রার সাইলেন্স মিশ্রিত হয়ে যায় । বাবার আদেশ - কোনও আত্মাকে দুঃখ দিও না আর দুঃখ পেওনা । তোমরা দুঃখ দাও না কিন্তু দুঃখ নিয়ে নাও । বাবার আদেশ - ক্রোধ কোরো না - কিন্তু তোমরা মেজাজ দেখাও । এরকম ছোট ছোট অবজ্ঞা মনকে ভারি করে তোলে । অবজ্ঞা অর্থাৎ বাবার আশ্রয় পালন না করা । এখন একে সমাপ্ত করে, আশ্রয়কারী চরিত্রের চিত্র তৈরি কর, তবেই বলা হবে সদা সমর্থ চরিত্রবান আত্মা ।

স্লোগান : - সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে যদি সবাইকে সম্মান দাও, তবে স্বতঃ সবার সম্মান প্রাপ্তি হবে ।

তাৎক্ষণিক দান দ্বারা মহাপুণ্যের রহস্য

আজ বিধাতা, বরদাতা বাবা চারিদিকে তাঁর অতি স্নেহী সেবামুখী বাচ্চাদের দেখছেন। সমর্থ সব বাচ্চারা নিজেদের স্নেহের বিশেষত্বের কারণে দূরে থেকেও বাবার কাছে আছে। স্নেহের সম্বন্ধ দ্বারা, তাদের বুদ্ধির স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা দ্বারা, তারা সকলেই বাবার কাছাকাছি হওয়ার এবং সমুখে থাকার অনুভব করছে। তাদের তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ তাদের দিব্যতার দ্বারা তাদের নয়ন বুদ্ধিরূপী টিভিতে দূরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখছে অর্থাৎ তারা অনুভব করছে। উদাহরণস্বরূপ, এই বিনাশী দুনিয়ায় বিনাশী সাধন, টিভিতে বিশেষ প্রোগ্রামের সময় সবাই সুইচ অন করে দেয়। একইভাবে, বাচ্চারাও বিশেষ সময়ে তাদের স্মৃতির সুইচ অন করে বসে আছে। সব বাচ্চারা দূরদর্শন দ্বারা দূরের দৃশ্য তাদের কাছে অনুভব করছে দেখে বাপদাদা অতি পুলকিত হচ্ছেন। একই সময়ে বাবা ডবল সভা দেখছেন।

আজ সূক্ষ্ম বতনে ব্রহ্মাবাবা বিশেষভাবে বাচ্চাদের স্মরণ করছিলেন, কারণ সব বাচ্চারা যে মুহূর্ত থেকে তাদের ব্রাহ্মণ জীবন শুরু করেছিল সময় অনুসারে, সেই ব্রাহ্মণরা তাদের লক্ষ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণতার স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছাতে কি গতিতে চলছে, বাচ্চাদের সেই রেজাল্ট দেখছিলেন। চলছে তো সবাই কিন্তু কি গতিতে (স্পীড) ? তাহলে, তিনি কি দেখেছিলেন ! গতির ক্ষেত্রে সদা এক বরাবর গতি তীব্র হতে হবে অর্থাৎ সদা তীব্রগতি হতে হবে, এক্ষেত্রে তিনি কিছুর মধ্যে অল্পসংখ্যকই দেখেছিলেন। বাচ্চাদের গতি দেখে ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের তরফে প্রশ্ন করেছিলেন, নলেজফুল হতে হতে অর্থাৎ তিনকালকে জেনে, পুরুষার্থ এবং পরিণাম অর্থাৎ প্রালম্ব জেনে, বিধি আর সিদ্ধি জেনে, তবুও কেন সদাকালের তীব্রগতি বানাতে পারেনা ? কি উত্তর তিনি দিয়ে থাকবেন ? তোমরা কারণ জানো, নিবারণের বিধিও জানো, তবুও কারণকে নিবারণে বদলে দিতে পারো না !

বাবা স্মিতহাস্যে ব্রহ্মাবাবাকে বলেন, অনেক বাচ্চাদের একটা খুব পুরানো আর পাকা (দীর্ঘস্থায়ী) অভ্যাস আছে - সেটা কি ? তোমরা কি করো ! বাবা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ তাজা ফল খেতে দেন কিন্তু তারা তাদের অভ্যাসে বাধ্য, সেই তাজা ফলকেও শুকিয়ে তারপর গ্রহণ করে। আমি করবো, এটা হয়ে যাবে, এতো অবশ্যই হতে হবে, আমাকে নাস্তার ওয়ান হতেই হবে, মালাতে আমাকে আসতেই হবে, এইরকম ভাবতে ভাবতে প্ল্যান বানাতে বানাতে প্রত্যক্ষ ফলকে ভবিষ্যতের ফল বানিয়ে দেয়। আমি করবো মানেই ভবিষ্যৎ ফল। ভাবো, তৎক্ষণাৎ করো আর প্রত্যক্ষ ফল খাও। স্ব-এর বিষয়ে হোক বা সেবার বিষয়ে, প্রত্যক্ষ ফল বা সেবার তাজা মেওয়া (পুষ্টিকর ফল), তোমরা খুব কম খাও। কিসের থেকে তোমরা শক্তি পাও ? তাজা ফল থেকে ? নাকি শুকিয়ে যাওয়া ফল থেকে ? কারও কারও এইরকম বলার অভ্যাস আছে

- "পরে খেয়ে নেবো" - এইরকম বলে তারা তাজা ফলকে শুকনো করে ফেলে। এইরকম এখানেও তোমরা বলো, যদি এটা হয় তবেই আমি করবো। এইরকমই তোমরা বেশি ভাবো। তোমরা কিছু ভাবলে, ডিরেকশন পেলে আর সেটা তৎক্ষণাৎ করে নিলে, এইরকম না করে তোমরা ডিরেকশনও তাজা থেকে শুকনো অর্থাৎ পুরানো বানিয়ে দাও। তারপর তোমরা ভাবো, ডিরেকশন হিসেবেই তো করেছি কিন্তু রেজাল্ট সেইরকম বের হয়নি। কেন ? কারণ সময়ের ব্যবধান। সময় অনুসারে (ভাগ্যের) রেখা বদলে যায়। যেকোন ভাগ্যরেখা সময় অনুযায়ীই বানানো হয় বা শোনানো হয়।

এই কারণে সময়ের পরিবর্তনে বায়ুমণ্ডল, বৃত্তি, ভাইব্রেশন সব বদলে যায়, এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে, 'তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য'। ডিরেকশন পাওয়ার সাথে সাথে সেই সময়েই তোমরা সেটা করো, সেই একই উৎসাহের সাথে। এইরকম সেবার তাজা মেওয়া অর্থাৎ পুষ্টিকর ফল তোমরা লাভ করো এবং তা গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাপ্ত করে তোমরা শক্তিশালী আত্মা হয়ে স্বতঃই তীব্রগতিতে ক্রমাগত চলতে থাকো। সবাই তোমরা ফল খাও, কিন্তু কি ধরনের ফল খাচ্ছো তা' চেক করো। ব্রহ্মাবাবা তোমরা সব বাচ্চাদের তাজা ফল দিয়ে শক্তিশালী আত্মা বানিয়ে সদা তীব্র গতিতে চলার সক্ষম দেন। ব্রহ্মাবাবার এই সক্ষম নিরন্তর তোমাদের স্মৃতিতে রেখে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা কর্মের শ্রেষ্ঠ এবং তাজা ফল খেতে থাকো। তখন তোমরা কখনও কোনও প্রকারের দুর্বলতা বা ব্যাধি অনুভব করবে না। ব্রহ্মাবাবা মৃদু হাসছিলেন, যেভাবে বর্তমান সময়ের বিনাশী ডক্টরস্ রায় দেন, সবকিছু তাজা খাও। কোনো খাবার জিনিস পুড়িয়ে বা ভেজে খেওনা, খাওয়ার আগে এগুলোর রূপান্তর ঘটিও না। এইরকমই তো তারা বলে, তাই না? তাইতো, ব্রহ্মাবাবাও বাচ্চাদের বলছিলেন, সময় অনুযায়ী যে রূপে যে শ্রীমৎ তোমরা পাবে, সেই সময়েই ওই রূপেই তা' প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো, এইভাবে তোমরা ব্রহ্মাবাবার সমান তাৎক্ষণিক দানী মহা পুণ্যাত্মা হয়ে নান্নার ওয়ানে এসে যাবে। ব্রহ্মাবাবা আর জগৎ অশ্বা ফার্স্ট রাজ্য-অধিকারী। দুই আত্মার মধ্যে তোমরা কি বিশেষত্ব দেখেছো? তাঁরা কিছু ভেবেছেন আর তৎক্ষণাৎ সেটা করেছেন। তাঁরা কখনো ভাবেননি, এটা করা হলে এটা করবো। তাঁদের এই বিশেষত্বই ছিলো। সুতরাং, যারা মাদার ফাদারকে ফলো করে, সেই মহা পুণ্যাত্মা পুণ্যের শ্রেষ্ঠ ফল খায় এবং ক্রমাগত তারা শক্তিশালী হয়। তাদের স্বপ্নেও বা সঙ্কল্পেও সামান্যতমও দুর্বলতা থাকেনা। এইভাবে তারা সদা তীব্রগতিতে চলছে। যতই হোক, তারা সংখ্যায় মাত্র কিছুর মধ্যে কিছু।

সাকার সৃষ্টির রচয়িতা হওয়ার কারণে এবং সাকার রূপে পালনা দেওয়ার পার্ট প্লে করার কারণে, ব্রহ্মাবাবার সেই বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে, যারা সাকাররূপে তাদের পার্ট প্লে করছে। যাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহ আছে, তাদের দুর্বলতা তোমার নিজের দুর্বলতা বলে মনে হবে। তোমরা সব বাচ্চাদের দুর্বলতার কারণ দেখে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের জন্য গভীর স্নেহ অনুভব করেন, তোমরা এখন অবিরতভাবে শক্তিশালী, অবিরত তীব্র পুরুষার্থী এবং অবিরত উড়তি কলায় স্থিত হও। বারবারের মেহনত করা থেকে তোমরা রেহাই পাও।

ব্রহ্মাবাবার কথা শুনলে! ব্রহ্মাবাবার নয়নে বাচ্চার মিশে আছে। ব্রহ্মাবাবার বিশেষ ভাষা তোমরা জানো? কি বলেন তিনি? তিনি সবসময় বলেন, "আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা!" বাবা মৃদু হাসেন। তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা, সেই কারণে তোমরা নিজেদের সারনেম বলো, ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মকুমারী, তাই না! শিবকুমার-শিবকুমারী তো বলো না। ব্রহ্মার সাথেই তোমাদের চলতে হবে। বিভিন্ন নাম রূপ নিয়ে তোমরা বেশি সময় তো ব্রহ্মাবাবার সাথেই থাকো, তাই না! তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা। বাবা তো সাথে আছেনই। তবুও সাকারে ব্রহ্মারই পার্ট। আচ্ছা আরও রুহ-রুহান বাবা তোমাদের অন্য সময়ে শোনাবেন।

এই গ্রুপে তিন জায়গার বিশেষ নদী এসেছে। ডবল বিদেশি তো গুপ্ত গঙ্গা, কারণ এখন তাদের টার্ন নয়। এখন দিল্লি, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র এই তিন নদীর সাথে এখন বিশেষ মিলন। যাই হোক, অন্যান্যরাও এর মধ্যে বাড়তি লাভ করে নেয়। যারা তাদের টার্নে এসেছে তারা নিজের অধিকার নেবেই, কিন্তু ডবল বিদেশিরাও দৌড়ঝাঁপ করে এখানে পৌঁছে গেছে নিজেদের অধিকার প্রথমে নেবে

বলে । সুতরাং, তারাও তো প্রিয় হবে, তাই না ! ডবল বিদেশিদেরও অপ্রত্যাশিত বাড়তি লাভের ভান্ডার লাভ হচ্ছে । তারপর আবার নিজেদের টার্নের ভান্ডার লাভ করবে । চারিদিকের সব বাচ্চারা বাপদাদার প্রিয়, কারণ সব জায়গারই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । দিল্লি সেবার বীজ স্থান এবং কর্ণাটক তথা মহারাষ্ট্র বৃক্ষের বিস্তার । বীজ নীচে থাকে, সেখানে বৃক্ষের বিস্তার অনেক বিশাল, তাই দিল্লি বীজরূপ হয়েছে । অন্তে বীজরূপ ভূমিতেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে । কিন্তু এখন কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট এই তিন জায়গারই বিশেষ বিস্তার । বিস্তার বৃক্ষের সৌন্দর্য । কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে সেবার বিস্তারের কারণে ব্রাহ্মণ বৃক্ষের সৌন্দর্য । বৃক্ষ সজ্জিত হচ্ছে । লোকে দুটো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে । প্রথমে তো তারা খরচের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা সম্বন্ধে । সুতরাং কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র উভয়ই সংখ্যার হিসেবে ব্রাহ্মণ পরিবারের শৃঙ্গার । বীজের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । বীজ না হলে বৃক্ষও নির্গত হত না । কিন্তু বীজ এখন খানিক গুপ্ত । বৃক্ষের মহা বিস্তার । যেখানেই সেবার জন্য প্রথম নিমন্ত্রণ পেয়েছো বা নিয়েছো, এর সবই দিল্লিতে শুরু হয়েছিলো । যদি সবাই তোমরা দিল্লিতে না যেতে তবে সেবার ফাউন্ডেশন হত না । এইজন্য সেবার স্থান দিল্লিই হয়েছে এবং তা' রাজত্বের স্থানও হবে । ব্রাহ্মণ যেখানে প্রথম পা রেখেছে, সেটাই তীর্থস্থান হয়েছে এবং রাজ্য স্থানও সেটাই হবে । বিদেশেরও অনেক মহিমা । প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বিদেশ থেকেও এই দেশে এসে পৌঁছাবে । বিদেশ না থাকলে প্রত্যক্ষতা কিভাবে হত ! এইজন্য বিদেশেরও মহত্ব আছে । বিদেশের আওয়াজ শুনে ভারতবাসী জাগবে । প্রত্যক্ষতার আওয়াজ বার হওয়ার স্থান বিদেশই হবে, তাই না ! সুতরাং এটাই হলো বিদেশের বিশেষত্ব । বিদেশে যারা থাকে, মূলতঃ, তারা তো এদেশেরই । নামমাত্র বিদেশে বসবাসকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের উদ্যম উৎসাহ দেখে দেশবাসীরও উদ্যম-উৎসাহ বর্ধিত হয় । এটাও তাদের গুপ্ত সেবার পার্ট । সুতরাং সব স্থানেরই বৈশিষ্ট্য এর নিজের, তাই না ! আচ্ছা -

যারা তাত্ত্বিক দান দেয়, সেই মহা পুণ্যাত্মারা, যারা তাদের ভাবনায় এবং করায় সदा তীর্থ পুরুষাণী, যারা প্রতি সেকেন্ডে তাদের প্রতি সঙ্কল্পের সেবার পুষ্টিকর ফল খায়, এইরকম সदा শক্তিশালী ফলো ফাদার আর ফলো মাদার করে, যারা ব্রহ্মাবাবার সঙ্কল্পকে কার্যকর করে, এইরকম দেশে বিদেশের চতুর্দিকের সমর্থ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

যারা সেবা করে, তারা সেই সেবার পুষ্টিকর ফল খায় । যারা মেওয়া খায় তারা সदा স্বাস্থ্যবান থাকে । শুকনো মেওয়া নয়, তোমরা তাজা মেওয়া খাও । সেবাধারী তারাই যারা ভাগ্য অধিকারী । কতো বড় ভাগ্য তোমাদের ! ভক্তরা স্মারক চিত্রের সামনে গিয়ে সেবা করে । তারা সেই সেবাকে মহাপুণ্য মনে করে । আর তোমরা কোথায় সেবা করো ! চৈতন্য মহাতীর্থে । তারা শুধু তীর্থে গিয়ে পরিভ্রমণ করে ফিরে আসে, তবুও তাদের মহান আত্মা হিসেবে মহিমাম্বিত করা হয় । তোমরা তো মহানতীর্থে সেবা করে মহান ভাগ্যশালী হয়ে গেছ । যারা সেবায় তৎপর থাকে তাদের কাছে মায়া আসতে পারে না । সেবাধারী অর্থাৎ মনেও সেবাধারী, তন দ্বারা সেবাতেও, তারা উভয়তঃ বিজি থাকে । তনের সাথে মনও যদি বিজি থাকে তবে মায়া আসবে না । তন দ্বারা স্থূল সেবা করো, আর মন দ্বারা বাতাবরণ, বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানানোর সেবা করো । ডবল সেবা করো, সিঙ্গল নয় । যারা ডবল সেবাধারী তাদের প্রাপ্তিও তেমন হবে ! মনেরও লাভ, তনেরও লাভ, আর তোমরা অগাধ সম্পদ লাভ করবে । এমনকি এই সময়ে প্রকৃত সেবাধারীর কখনো অনাহারে মৃত্যু হবে না । কমপক্ষে দুটো রুটি অন্ততঃ তোমরা অবশ্যই লাভ করবে । তাহলে সবাই তোমরা সেবার লটারিতে নিজেদের

নম্বর নিয়েছো ? যখনই যাও, যেখানে যাও এই খুশি সদা তোমাদের সাথে রাখো, কারণ বাবা সদাসর্বদা তোমাদের সাথে আছেন । খুশিতে নাচতে নাচতে সেবার পাঁট প্লে করে চলো । আচ্ছা !

প্রশ্ন: - সঙ্গমযুগের কোন বিশেষত্ব সারা কল্পে আর হতে পারেনা ?

উত্তর: - একমাত্র সঙ্গমযুগেই আমার বাবা বলার অধিকার সবার থাকে । একাধিপতিকেই সবাই আমার বাবা বলে । আমার বলা অর্থাৎ অধিকারী হওয়া । সঙ্গমেই প্রত্যেকের এক বাবার সাথে আমার ভাবের অনুভব হয় । যখন তোমরা আমার বাবা বলো তখন তোমরা অবিনাশী বর্ষার অধিকারী হয়ে যাও । সবকিছু তখন আমার হয়ে গেল । হৃদের আমিষ নয়, বেহদের আমিষ । অতএব, বেহদের আমিষ বোধের খুশি বজায় রাখো ।

প্রশ্ন: - নিকটে থাকা আত্মার লক্ষণ কি ?

উত্তর - যে আত্মারা সমীপে থাকে অর্থাৎ কাছে থাকে, তারা বাবার সমান সদা তাদের প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা বোল এবং প্রতিটা কর্ম করে । যারা কাছাকাছি হবে তারা অবশ্যই বাবা সমান হবে । দূরবর্তী

আত্মারা সামান্যমাত্রই লাভ করে । নিকটবর্তী আত্মারা তাদের পুরো অধিকার লাভ করবে । সুতরাং যা বাবার সঙ্কল্প, বাবার বোল তা তোমাদের, একেই বলা হয়ে থাকে সমীপ অর্থাৎ কাছের হওয়া ।

প্রশ্ন: - কোন স্মৃতি তোমাদের সদা বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে তোমাদের টাইম কখনও ওয়েস্ট হবেনা ?

উত্তর:, - সদা এই স্মৃতি থাকতে হবে যে এখন এই সঙ্গমের সময়, অতি শ্রেষ্ঠ লটারির প্রাপ্তি হয়েছে । বাবা আমাদের হীরাসম দেবতা বানাচ্ছেন, এই স্মৃতি যাদের থাকে তারা কখনও টাইম ওয়েস্ট করেনা । এই নলেজই তোমাদের সোর্স অফ ইনকাম । এইজন্য কখনো তোমার পড়া মিস্ কোরোনা ।

প্রশ্ন: - আত্মা কোন জিনিস সবচেয়ে ভালোবাসে ? ভালোবাসার লক্ষণ কি ?

উত্তর: - এই শরীর আত্মার সবচেয়ে প্রিয় । শরীরের প্রতি তার এত ভালোবাসা যে সে শরীর ছাড়তে চায় না । না ছাড়ার জন্য অনেক অজুহাত তৈরি করে । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এই শরীর কালিমালিপ্ত, তমোপ্রধান । তোমাদের এখন নতুন শরীর নিতে হবে, এইজন্য এই পুরানো শরীর থেকে সমস্ত মমত্ব ত্যাগ করো । এই শরীরের অস্তিত্বের বোধ যেন না থাকে, এটাই তোমার লক্ষ্য ।

প্রশ্ন: - কোনও প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কোন্ শক্তি প্রয়োজন ?

উত্তর: - পরিবর্তন করার শক্তি । যতক্ষণ পরিবর্তন করার শক্তি হবেনা, ততক্ষণ তোমার নির্ণয়ও প্র্যাকটিক্যাল রূপে আনতে পারবে না, কারণ প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক স্থিতিতে, নিজের প্রতিই হোক বা সেবার প্রতি, তোমাকে পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে ।

বরদান: - বালক আর মালিকভাবের ব্যালেন্স দ্বারা পুরুষার্থ আর সেবায় সদা সফলতামূর্ত ভব

সদা এই নেশা রাখো, তুমি বেহদ বাবার বালক এবং বেহদ বর্সার মালিক । কিন্তু যখন কোনো রায় দিতে হবে, যখন প্ল্যান বানাতে হবে অথবা কোনো কার্য করতে হবে, তখন মালিক হয়ে করো এবং যখন মেজরিটি দ্বারা বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দ্বারা কোনও বিষয় ফাইনাল হয়ে যায়, তখন সেই সময় বালক হয়ে যাও । কোন্ সময় রায় বাহাদুর হতে হবে আর কখন রায় অনুসরণকারী হতে হবে, সেই কৌশল জেনে নিলে তবে পুরুষার্থ এবং সেবা দুটোতেই সফল হবে ।

স্লোগানঃ - নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত হওয়ার জন্য মন আর বুদ্ধি প্রভুকে অর্পণ করে দাও ।

১৬-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো বিকর্ম করে লুকিও না, লুকিয়ে যারা সভায় বসে, তাদের অনেক দণ্ড ভোগ করতে হয়, তাই সাবধান, বিকারের সামান্য ভুলও যেন না হয়"

প্রশ্ন :- কোন লক্ষ্য সামনে রেখে পুরুষার্থকে সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ?

উত্তর : -- লক্ষ্য হলো -- আমাদের সুপুত্র হয়ে মাতা - পিতার হৃদয়াসনে আসীন হতে হবে । প্রতি পদে বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । এমন কোনো চলন রেখো না যাতে কুল কলঙ্কিত হয় । এমন সুপুত্ররা নিজেদের যাত্রী মনে করে যাত্রায় সদা তৎপর থাকে । যাত্রীরা কখনোই যাত্রায় পতিত হয় না, যদি কেউ বিকারের বশীভূত হয়ে যায় তাহলে চূর্ণ হয়ে যায়, সর্বনাশ হয়ে যায় । তখন তারা খুবই দুঃখী হয় ।

গীত :- শৈশবের দিন ভুলে যেও না, আজ হেসে কাল অশ্রু ফেলো না

(প্রথম বাবার যখন হলে সেই সব দিন ভুলে যেও না)

ওম্ শান্তি । এই গীত বাচ্চাদের জন্যই । মাঙ্গা - বাবা বলে যদি বিকারে যাও তাহলে মনে করবে মরে গেছো । এই লক্ষ্য খুবই সাবধানের । আমি সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান এবং আমিও বিচিত্র (বি-চিত্র = আত্মা) । যখন ওখানে ছিলাম, তখন আমারও বাস্তবে কোনো চিত্র ছিলো না । এরপর চিত্র ধারণ করে ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন আমরা ঈশ্বরের কোলের সন্তান হয়েছি । নিজেকে ঈশ্বরের কোলের সন্তান নিশ্চিত করে যদি আবার বিকারে যাও তাহলে মৃত্যুতুল্য হবে । এ তো বুঝতেই পারো যে, বাবা যেমন সুখ দেন তেমনি ধর্মরাজের দ্বারা সম্পূর্ণ হিসাবও নেন । বাবা কখনো দুঃখ দেন না । তিনি তো সুখদাতা কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন -- গভর্নমেন্টও যেমন আছে তেমনি তার সাথে চিফ জাস্টিসও আছে যারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করায় । এই ভগবান নিজেই বলেন, যদি তোমরা বিকারের কারণে পতিত হয়ে না শোনাও তাহলে শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবার বাচ্চা হয়ে যদি লুকিয়ে নরকের দ্বার হও আর বাবাকে যদি খবর না দাও তাহলে একদম মৃত্যু তুল্য হয়ে যাবে, তখন যতই পুরুষার্থ করো না কেন বিজয় সম্ভব নয় । বাবা সাবধান করছেন । অনেক বাচ্চা আছে যারা লুকিয়ে রাখে । বিকারে যাওয়া অনেক বড় পাপ । তা লুকালেই মৃত্যুতুল্য । এমন বাচ্চা না হলেই ভালো । কোনো বাচ্চা যদি কুপুত্র হয় তখন বাবা তো বলেন ---এর থেকে মৃত্যু ভালো । এমন যদি কেউ বুঝতে না পারে তাহলে এই বাবা খোড়াই জানতে পারবেন । যদিও এই ব্রহ্মা বাবা বাইরের সব কিছু জানেন, ইনি জানতে পারেন না কিন্তু ওই বাবা তো ভালোভাবে সবই জানেন । বাবা বলেন, আমাকে সুখ দান করতে হবে । শাস্তি প্রত্যেকেই তার চলন অনুসারেই পায় । বাবা সবাইকেই এই কথা বলেন । এতে নারীদের খুব সাবধান থাকতে হবে । কখনোই মিথ্যে কথা বলবে না । বাবা পুরুষের থেকেও নারীর প্রতি বেশী দয়ার ভাব রাখেন কারণ নারীর ওপর অনেক অত্যাচার হয় । বাবা এসে মায়েদের ওপর কলস রাখেন, তাই মায়েদের অনেক দায়িত্ব । বাবা ক্রোধের জন্য এত বলেন না যত না বিকারের জন্য । বাস্তবে কোনো পতিতই এই সভায় বসতে পারে না । কোথাও আবার পতিতদের সাথে মিলিতও হতে হয় । ধনী লোকেরা বেশী মাত্রায় পতিত হয় কারণ তাদের কাছে অর্থ থাকে তাই মায়েরাও ডাকতে থাকে যে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করো । এখানে সবাই

দুঃখী । মায়েদের ডাক শুনেই বাবা আসেন । মায়েদের খুব সাবধান থাকা উচিত । নামও মায়েদেরই হয় -- পোখরাজ পরী, নীলম পরী...।

বাবা সাবধান করেন -- এখানে অসুর থেকে দেবতা বানানো হয় । পতিতকে অসুর বলা হয় । এই সমস্ত দুনিয়াই পতিত এবং আসুরী । পতিত দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হয় না । সন্ন্যাসীদের জন্যও বলা হয়েছে যে, তাঁরাও দেবতাদের মতো পবিত্র নন । তাঁরা পবিত্র থাকেন, তবুও এই পতিত দুনিয়াতেই থাকেন । তারা হলেনই নিবৃত্তি মার্গের । সত্যযুগে সবাই পবিত্র এবং নির্বিকারী ছিলো । তোমরা এখানে এসেছ সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য কেননা এই দুনিয়া হলো সম্পূর্ণ পতিত । এখানে একজনও পবিত্র নেই । ত্রেতাকেও দুই কলা কম বলা হয় । সত্যযুগে হলো ১৬ কলা, ত্রেতায় দুই কলা কম হয়ে যায় । বাস্তবে ত্রেতাকে স্বর্গ বলা হবে না । সত্যযুগই হলো স্বর্গ । বাচ্চারা, তোমাদের সত্যযুগের জন্য তৈরী হতে হবে । বিকারে গেলে স্বর্গে আসতে পারবে না । মূল বিষয়ই হলো পতিত হবে না । শিববাবা তো সবই জানেন, তবুও এক - এক জনকে কতো আর জিজ্ঞেস করবেন । অপবিত্র হয়ে লুকোলে অনেক বড় সাজা ভোগ করতে হবে । টাইবুনাংল বসে, তখন এই বাবাও বসবে । ধর্মরাজও এসে বসবে । তখন ধর্মরাজ বলবে - তুমি অমুক সময় বিকারে গিয়েছিলে আর সত্য এসে বসেছো । আমাকে বলো নি তাই এখন সাজা ভোগ করো, তাই বাবা বলেন - খুব সাবধান থাকতে হবে । কখনোই বিকারে গিয়ে এখানে এসে বসতে পারো না । এমন অনেকেই সেন্টারে এসে বসে । বাবা জানেন যে, কেউ যদি এমনভাবে বসে তাহলে যে কোনো সময় অসুর হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে । তখন তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে । হাঙ্গামা করতে লেগে যাবে । একে বলা হয় পতিত রাজ্য, কাঁটার দুনিয়া । এখানে তো রাজা - রানী নেই । এখানে যেমন বড় মিনিস্টার তেমন প্রজা । তারা এইসব কথা বুঝতেও পারবে না । সত্য বাবার সামনে স্বচ্ছ হওয়া উচিত । সত্য মনে সাহেব খুশী হয় । তিনি বুদ্ধির তালা খুলে দেবেন । স্বচ্ছ হৃদয় না হলে তিনি তালা খুলবেন না । তখন তোমরা দ্বিধায় পড়ে যাবে । তখন বিঘ্ন আসতে থাকবে তাই বাবা বোঝাতে থাকেন । শাস্ত্রেও লেখা আছে যে, ইন্দ্রপ্রস্থে শয়তান এসে লুকিয়ে বসে যেতো । এখানে অথবা সেন্টারে তো এমনই এসে বসে যায় । তারা দেখবে যে কি আছে এখানে তারপর কন্যাদের দেখতে থাকবে তখন মনে চঞ্চলতা আসবে ।

এখন বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান, এ কথা দুনিয়ার কেউ জানে না । গীতায় বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । ভগবান তো নিজেই জ্ঞানের সাগর, তিনি বসেই বোঝান । ওই বাবাকেই তোমাদের স্মরণ করতে হবে কারণ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখন তোমরা স্মরণের যাত্রায় আছো । তীর্থ যাত্রায় কেউ কখনো বিকারে যায় না । এ হলো লম্বা যাত্রা । যতক্ষণ বেঁচে আছো ততক্ষণ যাত্রায় থাকবে । এই যাত্রায় চলতে চলতে যদি বিকারে যাও তাহলেই চূর্ণ হয়ে যাবে । এই খেয়াল রাখতে হবে যে, আমরা যাত্রায় আছি, বিকারে যাবো না । আজকালকার দুনিয়া তো খুবই খারাপ । তীর্থস্থানেও পান্ডারা খুবই খারাপ হয় । বাবা খুবই অনুভবী । তাই বাবা এসে সবথেকে বেশী কন্যাদের আর মায়েদের তুলে ধরেন । জগদ অম্বা শক্তিসেনা নামের গায়ন আছে । বাবা বোঝান যে, এই খেয়াল রাখতে হবে যে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেরাও তাই করবে । যদি বি.কে.তেও কোনো বিকার, দেহভাব বা লোভ ইত্যাদি হয় তাহলে সেবা করতে পারবে না । তখন পাস করতে পারবে না, জিজ্ঞাসু আর অখুশী হয়ে যায় । ব্রহ্মাকুমারীরা যদি ভালো হয় তাহলে ভালোভাবে সেবা করতে পারবে । যারা ভালো সেবা করে তারা মহারাজা - মহারানী হয় । যারা কম সেবা করে তারা মহারাজা - মহারানীদের দাস - দাসী হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের কাছে দাস

- দাসীরাও তো থাকবে, তাই না। তারা তো রাজা - রানীদের সঙ্গেই থাকে। এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। তোমরা এখন স্মরণের যাত্রায় আছো। এই যাত্রাকে যদি ভুলে যাও বা সুইট হোমকে যদি ভুলে যাও তাহলে মায়ার থাপ্পড় খুব জোরে লাগে। তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বিকার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এখানে কোনো কথাই লুকানো যায় না। শিববার কাছে কিছুই লুকানো যায় না। সাজা তো তাঁকে দিতেই হবে।

বলা হয় -- পিতা - মাতাকে অনুসরণ করো। পিতা খোড়াই এমন কিছু বলবেন। বাবার কাছে অনেকেই আসেন, বাবা কথা বলেই বুঝতে পারেন যে, এ পতিত। খুব কম জনই পবিত্র থাকতে পারে। সন্দেহ হয়, তাই মুরলীতেই বোঝানো হয়। অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে রাখে। এই যাত্রায় বিকারে যাওয়া খুবই খারাপ। তোমরা তখন বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারবে না। তোমরা চাও যে, আমরা সূর্যবংশী হই, তাহলে যাত্রায় কখনো অপবিত্র হবে না। আমরা স্মরণের যাত্রায় আছি, এ কথা বাচ্চারা ভুলে যায়। কেউ কেউ তো সারাদিনে এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টাও স্মরণ করে না। বাবার স্মরণে থাকা খুব মুশকিল। তখন রয়্যাল ঘরানায় গিয়ে দাস - দাসীর পদ পায়। তোমরা পুরুষার্থ করে পিতা - মাতার হৃদয় - আসনে বিরাজ করে দেখাও। নাহলে বাবা বলবেন, এ কুপুত্র, যে ঠিক রীতিতে চলে না। তোমরা ব্রাহ্মণরা যাত্রায় আছো, যদি কেউ এমন চলন করে কুলে কলঙ্ক লাগায় তাহলে অনেক সাজা থাকে। জন্ম - জন্মান্তর তো গর্ভ জেলে ছিলে। এই সময় সমস্ত মানুষ তো জেল ওয়ার্ডে আছে। প্রতি মুহূর্তেই তারা সাজা খায়। তোমাদের তো এখন গর্ভ মহলে যেতে হবে। তাই কতো পরিশ্রম করা উচিত। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সে ট্রেনেই হোক বা কোনো যাত্রাতেই হোক, তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে। সবাই তো এই কথা বলে - আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণকে বরণ করবো। তাই এমন হয়ে দেখাও। পদ না পেলে বাকি আর কি করলে! বাবা সবাইকে সাবধান করে দেন। বাবার কাছে যখন আসো, বাবা তখন খুব ভালোভাবে হেসে বুঝিয়ে দেন। কারোর মধ্যে তো মোহের পোকা এতখানি যে বাঁদরের মতো। মিত্র - সম্বন্ধীদের থেকে বুদ্ধিমোগ ছিল হয়ই না। যারা অপবিত্র হয়ে বাবাকে লেখে - বাবা, আমরা হেরে গেছি, কামের গর্তে পড়ে গেছি। চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি। বাবা তখন সাবধান করতে থাকেন - তোমরা যাত্রায় আছো। এখানে কাম বিকার থাকা উচিত নয়। না হলে খুবই দুঃখী হবে। বাবার থেকে বৈকুণ্ঠের অবিনাশী বর্ষা নিতে হলে এমন ভুল করেও নিজের সর্বনাশ করো না। কাম হলো মহাশত্রু। এ আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয়। মৃত্যুলোকে সবাই আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে। সত্যযুগকে অমর লোক বলা হয়। অমরনাথ শিববার থেকে কথা শুনলে তোমরা বাদশাহী পাবে। বৃদ্ধারা আর কন্যারা বিকারের হাত থেকে বেঁচে গেছে, বিধবারাও অনেক ভাগ্যবতী। পতিদেরও পতি হলেন শিববাবা। এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় এসে তোমরা যদি মুরলী শোনো তাহলে নতুন নতুন কথা শুনতে পাবে। বেহদের বাবা যখন স্বর্গের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন তখন চটে করে পবিত্র হওয়া উচিত, তাই না। ধাক্কা খেতে থাকলে বা বিষ পান করতে থাকলে ধারণা হবে না। এতে সোনার পাত্রের প্রয়োজন। বাবাকে নিরহংকারী হয়ে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। আমাদের কেবল বাচ্চারা ই জানতে পারে। তাদের মধ্যেও কাউকে মায়া নাক ধরে ফেলে দেয়। তারা সম্মান রাখে না। অহো, ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা কতো ভাগ্যবান। বাবা কত সাধারণের শরীরে বসে আছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরও নিরহংকারী হতে হবে। তিনি হলেনই নিরাকার, দেহের অহংকার তাঁর থাকে না। তোমরাও তাই নিরহংকারী হও। আমি মৃত তাই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। আমাদের এখন বাবার

কাছে যেতে হবে । এই কবরস্থানকে কেন স্মরণ করবো । নিজের সঙ্গে এমন কথা বলতে থাকলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে আর সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে ।

আমরা বাবার সাথে এই যাত্রায় আছি । বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন । এমন যেন না হয় যে, মায়া কান কেটে দিলো । তখন শুনলেও ধারণা হবে না । খুশীর পারদও চড়বে না । অনেককে দান করলে তোমরা অনেকেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে । জ্ঞান মার্গে সবার সঙ্গে খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে । নুন - জল হবে না । বিকারী সম্বন্ধ এবং দৈবী সম্বন্ধে মুক্ত থেকে পালন করতে হবে । দুই দিকেই স্নেহী হতে হবে । বাবাও তাঁর সুপুত্রদের দেখে খুশী হন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) এখন আমরা যাত্রায় আছি, এইজন্য খুব সাবধানে চলতে হবে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে ।

২) বাবার মতো নিরহংকারী হতে হবে । আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে তাই সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । নিজের সঙ্গে কথা বলে সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদান : - দুঃখের চক্র থেকে সদা মুক্ত থেকে এবং সবাইকে মুক্ত করে স্বদর্শন চক্রধারী ভব

যে বাচ্চা কর্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে বলে আজ চোখ, কান মুখ বা দৃষ্টি ধোকা দিয়েছে - ধোকা খাওয়ার অর্থ হল দুঃখের অনুভূতি হওয়া । দুনিয়ার মানুষ বলে - চাই নি তবু এর চক্রে এসে গেছি, কিন্তু যারা স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চা, তারা কখনোই কোনো ধোকার চক্রে আসবে না । তারা তো দুঃখের চক্রে থেকে মুক্ত থাকে, আর সবাইকে মুক্ত করে, তারা মালিক হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করায় ।

স্লোগান : - অকাল সিংহাসনে বসে নিজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যে থাকো তাহলেই কখনো চিন্তিত হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র থাকার জন্য নিজের স্ব-ধর্মে স্থিত থাকো এবং অশরীরী হয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন : - কোন্ বিধি দ্বারা নতুন স্টুডেন্টদের জ্ঞানের রঙ লাগতে পারে ?

উত্তর : - তাদের সর্ব প্রথমে সাত দিনের ভাড়িতে বসাও। নিয়ম অনুযায়ী - যখন যে আসে তাদের দিয়ে ফর্ম ভরাও। প্রথম সাত দিনের ভাড়িতে বসলে তবেই পুরো রঙ লাগবে। তোমরা হলে ভ্রমরী, জ্ঞানের কথা ভুঁ ভুঁ করে শুনিয়ে নিজ সমান তৈরি কর। তোমরা জানো - এখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যারা এই কুলের আত্মা হবে তারা মহা-রুগী থেকে নিরোগী হওয়ার পুরুষার্থে লেগে যাবে।

গীত : - সাজঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, পিপীলিকার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি শব্দটির অর্থ তো বোঝান হয়েছে। ওম্ অর্থাৎ অহম্। অহম্ কে ? আত্মা ও আত্মার শরীর কর্মেন্দ্রিয়। আত্মার স্ব ধর্ম হলই সাইলেন্স। আত্মা কার সন্তান ? বলা হবে পরম পিতা পরমাত্মার। তিনিও হলেন সাইলেন্স। আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড শান্তিধামে বাস করে। পরে পার্ট প্লে করতে টকি ওয়ার্ল্ডে আসে। এবারে বেহদের বাবা বলছেন - হে বাচ্চারা, নিজের স্ব ধর্মে থাকো। অশরীরী হয়ে বসো। বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকেই বলা হয় জ্যোতি। এখন এই হল পতিত মানুষের সম্মিলন সভা। এই সময় হল পতিত দুনিয়া। মানুষ মাত্রই হল পতিত। বোঝান হয়েছে - সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। গৃহস্থ ধর্ম বলা হয়, যাকে সুখধাম বলে। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে। দুঃখধাম হয়েছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এখন সময় হল কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ, যখন মানুষ সৃষ্টিতে বাবাকে আসতে হয় - পতিত মানুষ সৃষ্টিকে পবিত্র করতে। বাবা রচয়িতা পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করেন, ওঁনাকেই পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়। সব ভক্তের ভগবান হলেন একজন। তাই বাবা বলেন - আমাকেও পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয়। পরম ধাম থেকে একবারই আসি - ভারতকে পবিত্র দৈবী রাজ্য তৈরি করতে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি কেউ জানেনা কারণ সবাই হল নাস্তিক। একজন মানুষও আস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বাবাকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। ঘরে ঘরে অশান্তি ! সত্যযুগ আদিতে ওয়ান অলমাইটি অথরিটি দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল, সুখধাম ছিল যা দুঃখধামে পরিণত হয় কিভাবে - সেসব কেউ জানেনা।

জ্ঞান হল ব্রহ্মার দিন। ভক্তি হল ব্রহ্মার রাত। সন্ন্যাসীরা বলে - জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। এবারে তারা তো ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। বৈরাগ্য এসে যায়। সেই হল রজোগুণী সন্ন্যাস, এ হল সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ায় একজনও পুণ্য আত্মা নেই। সুতরাং এই পুরো খেলাটি ভারতকে নিয়ে। ভারত সোনার পাখি ছিল। ভারতে অগাধ সোনা হীরে ছিল। সোনার মহল তৈরি হত এবং হীরে জহরত লাগানো থাকত। এখন তো মানুষ কড়ি তুল্য হয়েছে। তাদের বাবা হীরে তুল্য করেন। তোমরা জানো - আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এখন বাবা পতিতদের সম্মেলন সভায় এসেছেন। মানুষ ভাবে - পতিত পাবনী হল গঙ্গা, সেখানে স্নান করতে

যায়। তবুও কেউ পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়না। প্রতি বছর গঙ্গা স্নান করে। এই সময়ে কেউ পবিত্র নয়। যতক্ষণ পবিত্র করতে বাবা না আসেন ততক্ষণ পবিত্র হতে পারেনা। পবিত্র করেন গীতার ভগবান। সেই ভগবান হলেন সব আত্মাদের পিতা একজনই। এমন নয় যে সব ভক্তরা ভগবান বা ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। এরা তো ভগবানের গ্লানি করে তাই "যদা যদা হি" এইসব ভারতের জন্যে গায়ন আছে। যে পিতা এসে ভারতকে হীরে তুল্য করেন তারা তাঁরই কত নিন্দা করে। ঋষি মুনিজন বলেন - রচয়িতা ও রচনা অনন্ত অথবা নেতি নেতি, আমরা জানিনা। আর আজকালকার মানুষ তো বলে দেয় সর্বব্যাপী। বাবা বলেন - যখন সবাই এমন হয়ে যায় তখন আমি এসে পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা, দেবতায় পরিণত করি। সবার সদগতি দাতা হলেন একজন। তিনিই এসে পতিত থেকে পবিত্র করে যোগ্য করেন। বাচ্চাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা প্রদান করেন। লৌকিক পিতার কাছে প্রাপ্ত হয় অল্পকালের বর্ষা। বেহদের বাবা বলেন - আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে পবিত্রতা, শান্তি ও সুখের বর্ষা প্রদান করি, যা লৌকিক পিতা দিতে পারেনা। তিনি হলেন পিতাও, শিক্ষকও এবং জ্ঞানের সাগরও। বাবার মহিমা হল সর্বোচ্চ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপও হলেন তিনি। এই হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হল সত্যযুগের। তার থেকেই অন্য ধর্ম ইমার্জ হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ধর্মের। এর আগে তোমরা শুদ্র ধর্মের ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা, ঋত্রিয় হবে। এই ৮৪ চক্র পরিক্রমা করতে হয়। সত্যযুগেও সর্ব প্রথম তোমরাই আসবে। গায়নও আছে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল....। গানেও শুনলে - চারিদিকে ভ্রমণ করেও সদা রয়েছে দূরে অর্থাৎ পিতার সঙ্গে মিলন হয়না।

এখন হল রাবণের রাজ্য। রাম রাজ্য হল দেবতাদের রাজ্য। মানুষ ভাবে - স্বর্গ নরক সব এখানেই। কিন্তু তা তো হতে পারেনা। মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ নরকে বাস করত। অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই হবে। মানুষের মতামত অনেক। একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। অনেক প্রকারের দ্বৈত মতামত আছে। অর্ধকল্প দৈবী মতামত ভারতে হয়। এখন হল অসুরী মতামত। যে ভগবানকে ভারতবাসী স্মরণ করে, সেই পারলৌকিক পিতার পরিচয় তো জানা উচিত তাইনা। এখন ভারত হয়েছে কড়ি তুল্য। তাকে হীরে তুল্য করতে হবে। গান্ধী অথবা নেহরু চাইতেন - ভারতে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রামরাজ্য হোক। বুঝতেন - এমন কোনো এক সময় ভারতে ছিল, এখন নেই তাই রামরাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এইটি তো মানুষের হাতে নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। নিরাকার আত্মারা হল পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা হল ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের জন্যে। ব্রহ্মাও বর্ষা প্রাপ্ত করেন শিববাবার কাছে। তিনিও হলেন ভাই। সবাই হল সন্তান নিশ্চয়ই সবাই হল ভাই ভাই, সব আত্মাদের একমাত্র পিতা। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ একে অপরের ভাই বোন। তোমরা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্ত কর ঠাকুর দাদার কাছে। ঠাকুর দাদার অবিনাশী বর্ষায় সব আত্মাদের অধিকার আছে। সে স্ত্রী বা পুরুষ যে দেহেই বাস করুক। লৌকিক দাদুর সম্পত্তি কেবল পুত্র সন্তানদের প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন বেহদের পিতা তাইনা। ভারতবাসী সত্যযুগ ত্রেতায় বেহদের বাবার কাছে ২১ জন্মের অপার সুখের প্রাপ্তি করে। তোমরা ৮৪-র চক্র টিকে এখন বুঝেছ। বাবা বলেন - আমি গাইড হয়ে এসেছি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরাই এসেছিলে সর্ব প্রথমে। এখন শেষের সময়েও আছ তোমরাই। তারপর তোমরাই সর্বপ্রথমে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে। পরে সবার

জন্ম ক্রমানুসারে কম হতে থাকে। অন্য ধর্মের মানুষের জন্ম অবশ্যই কম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো ইব্রাহিম কবে আসবে ? ক্রাইস্ট কবে আসবে ? এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি মানুষ-ই তো জানবে তাইনা। বাবা বোঝাচ্ছেন - যখন সবাই পাপ আত্মা হয় তখন আমি এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত করি। যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছিল তাদের স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। সত্যযুগে ছিল একটি ধর্ম। এখন কলিযুগে হয়েছে অনেক ধর্ম। এই হল পতিত আত্মাদের সম্মিলন সভা। বাবা আসেন সবাইকে পবিত্র করতে। তিনিই একমাত্র সদগতি করেন। মায়া রাবণ দুর্গতি করে তাইজনে দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গায়ন করে - আমি নিষ্ঠুর যার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করে দৈবী গুণ ধারণ করান। এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ কর। ভারতে দৈবী রাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে। এখন দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে।

তোমরা হলে বেহদের সন্ধ্যাসী। তাদের হল হদের বৈরাগ্য। এই হল বেহদের বৈরাগ্য। তোমরা সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টিকে ভুলে নিজের পিতাকে স্মরণ করে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন - আমায় স্মরণ করলে সেই স্মরণ অথবা যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপরে তোমরা বিকর্মজিত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যখন কেউ চার-পাঁচজন একত্রে আসে তখন আলাদা আলাদা ফর্ম ভরাও। তবে তো জানা যাবে যে কে কোন ধর্মের লোক ? অনেক ধর্ম, অনেক মতামত আছে কিনা। দেবী-দেবতা ধর্মীয়জনের বুদ্ধিতে জ্ঞানের তীর লাগবে। করাচীতে সবসময় আলাদা আলাদা বোঝান হত। ফর্ম ভরানোর নিয়মটি অনিবার্য। সাত দিন ভাঙিতে থাকতে হবে কারণ মহারুগী হয়েছে সবাই। (ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত) তোমরা বাচ্চারা হলে ভ্রমরী। ভুঁ ভুঁ করে নিজ সমান করতে হয়। দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগানো হবে। বাচ্চাদের যুক্তি ব্যবহার করাও শিখতে হবে। বলো- সাত দিন এসে বুঝলে তবেই সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব তবেই তোমাদের জ্ঞানের রঙও লাগবে। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। মানুষ এইটুকুও জিজ্ঞাসা করেনা যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কারা ? তারা কে ? আরে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তারা, তাই তাদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হবে তাইনা। ক্রিমিনাল এসল্ট হতে পারেনা। এই হল রাজ যোগ , গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিকর্মজিত হতে সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বেহদের বৈরাগ্য ধারণ করে, সবকিছু ভুলে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) ভ্রমরী সম জ্ঞানের রঙ লাগানোর সেবা করতে হবে। যুক্তি দ্বারা মহা রুগী থেকে নিরোগী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করতে হবে।

বরদান :- পরমাত্ম স্নেহের ছত্রছায়ায় সর্বদা সেফ অনুভবকারী দুঃখের লহর থেকে মুক্ত ভব

ব্যথা: যেমন পদ্ম ফুল পাঁকে থেকেও ডিট্যাচ থাকে। আর যত ডিট্যাচ থাকে ততই সবার প্রিয় হয়। সেই রকম তোমরা বাচ্চারা দুঃখের সংসার থেকে ডিট্যাচ ও বাবার প্রিয় হয়েছ, এই পরমাত্মা স্নেহ ছত্রছায়া হয়ে যায়। আর যার উপরে পরমাত্মা ছত্রছায়া থাকে তার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারেনা ! তাই নেশায় থাকো যে আমরা পরমাত্মা ছত্রছায়ায় বাস করি, দুঃখের লহর আমাদের একটুও স্পর্শ করতে পারবেনা।

স্লোগান - যে আত্মা শ্রেষ্ঠ চরিত্র দ্বারা বাপদাদা ও ব্রাহ্মণ কুলের নাম উজ্জ্বল করে সেই আত্মা-ই হল কুল-দীপক ।

মাতেশ্বরী দেবীর মহাবাক্য

১. "পরমাত্মা হলেন একজন বাকিরা সবাই হল মনুষ্য আত্মা"

এবারে এই কথা তো সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন একজন, যিনি হলেন সর্বশক্তিবান, সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও পুরো দুনিয়া নিজেই বলে আমরা পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন এক, সে যে কোনও ধর্মে বিশ্বাসী হোক পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে। তারাও নিজেদের পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত সংবাদবাহী রূপে স্বীকার করে, এই রূপ সংবাদ নিয়ে নিজের ধর্মের স্থাপনা করে। যেমন গুরুনানক পরমাত্মার প্রশংসায় বলেছেন একওঙ্কার সৎ নাম। একওঙ্কার এর অর্থ হল পরমাত্মা হলেন এক। সৎ নাম অর্থাৎ ওঁনার নাম সত্য, এর অর্থ হল পরমাত্মা হলেন নাম ও রূপ যুক্ত, অবিনাশী, অকালমূর্ত, কর্তা পুরুষও হলেন তিনি, যদিও তিনি হলেন অকর্তা তবু ব্রহ্মা দেহ দ্বারা কর্তা-পুরুষ হন। এই সব মহিমা হল এক পরমাত্মার, মানুষ এতসব বুঝেও বলেন ঈশ্বর হলেন সর্বত্র। অহম আত্মা সেই পরমাত্মা, এই অনুযায়ী যদি সবাই হয় পরমাত্মা তবে একওঙ্কার এই মহিমাটি কোন্ পরমাত্মার করা হয়েছে ? এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা হলেন এক।

২. "ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা সফলতা"

এই যে আমরা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করছি সেসব ডাইরেক্ট জ্ঞান সাগর পরমাত্মা দ্বারা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জ্ঞানকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলা হয় কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ আদি মধ্য অন্ত সুখ প্রাপ্ত করে অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। কর্ম বন্ধনে ফিরে আসে না তাই এই জ্ঞানকে অবিনাশী জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান একমাত্র অবিনাশী পরম পিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা প্রাপ্ত করি কারণ তিনি নিজেই হলেন অবিনাশী। বাকি সব মনুষ্য আত্মারা জন্ম মরণের চক্রে আসে তাই তাদের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেনা। সেই জন্যে তাদের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বা বিনাশী জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই দেবতারা হলেন অমর কারণ দেবতারা অবিনাশী পরমাত্মা দ্বারা এই অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা হলেন একজন অতএব ওঁনার জ্ঞানও হল এক , এই জ্ঞানের দুটি মুখ্য কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে , এক হল এই জ্ঞানে বিকারী কলিযুগী সঙ্গ দোষ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং দ্বিতীয় হল স্নেহ খাদ্য ইত্যাদি গ্রহণ করবেনা। এই সাবধানী অবলম্বনে জীবন সফল হয়। আত্মা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমারা কেবলমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের যোগদান সমগ্র বিশ্বের জন্যই। এই স্মরণের যোগেই সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হয়ে যাবে এবং তোমরাও ভব-সাগর পার হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- অন্তিম সময়কালে বাপদাদা স্বয়ং কোন্ বাচ্চাদেরকে সামলে রাখেন ?

উত্তর :- ১) যে বাচ্চারা অনেক পূর্ব থেকেই কাঁটার মতন পতিত আত্মাদেরকে ফুলের মতন পবিত্র বানাবার সেবায় তৎপর থাকে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়, সেইসব বাচ্চাদের অন্তিম সময়ে বাবা স্বয়ং তাকে সামলে রাখেন। বাবা জানাচ্ছেন- ওনাকে সাহায্যকারী বাচ্চাদেরকে তিনি ওয়ান্ডারফুল সব দৃশ্য দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। অন্তিম তারা খুব সুখও পায় এবং আরও নানাপ্রকারের সাখ্যাংকার হতে থাকবে তাদের।

২) "এক ও একমাত্র বাবা, অন্য আর কিছুই যে নেই জীবনে"- এই পাঠে পাক্কা যে হয়, এমন বাচ্চারাই বাবার সাহায্য পায়।

গীত :- ওগো আমার প্রিয় থেকেও প্রিয়তম, এবার এসে মিলন কর

ওঁ শান্তি ! প্রীতম (প্রেমিক) আর প্রেমিকারা। প্রেমিক একজন আর প্রেমিকা অনেক। সেই প্রেমিকারাই তাদের প্রিয় প্রেমিক অর্থাৎ ভগবানকে ডাকছেন। এত-এত ভক্তরা কেন ডাকে ওনাকে ? --সুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। যেমন কুমারীরা তাদের প্রেমিককে ডাকে- প্রিয় এসো আমার কাছে। কিন্তু কেন ? --সুখ পাবার জন্য। বিবাহের পূর্বে যে বাগদান হয় তা তো সুখ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু বাচ্চারা এখন যথার্থই বুঝতে পারে, বর্তমান সময়কালে এই রাবণ-রাজ্যে, কোনো প্রিয়র দ্বারাই সে সুখের প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্যে সুখ বলে কিছু নেই। তাই তো প্রেমিকারা সবাই শোক-বাটিকায় বসে ভগবানকে ডাকতে থাকে। কিন্তু যে সময়কালে দুনিয়ায় অশোক-বাটিকা থাকে, তখন কিন্তু ওঁনাকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তখন কোনও দুঃখ বা শোক থাকেই না, তাই ওনাকে ডাকার প্রয়োজনই বা কি ? দুঃখে পড়লে তবেই তো প্রিয়কে স্মরণ করবে, তবেই তো প্রিয়কে পাবে। তারপর আবার অর্দ্ধ-কল্পের জন্য প্রিয়কে আর স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। এখন তো তোমাদের সে জ্ঞান হয়েছে। সবার থেকে মিষ্ট, সবার পছন্দের প্রিয়তম কেবল এই একজনই - যিনি পরমপিতা-পরমাত্মা, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যা এই জগতের কোনও মানুষই নিজেকে এমন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর দাবী করতে পারে না। (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদিও লোকেরা বলে থাকে, ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী। এমন কি নিজেদেরকে 'শিবোহাম্' (অর্থাৎ শিবেরই সমতুল্য) বলে থাকে অনেকে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ থাকে। যেমন, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে উচ্চস্তরের হয়, অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীরা তাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে। কিন্তু সবার থেকে উচ্চ ও তার থেকে উচ্চ, সর্বোচ্চ, এক ও একমাত্র এই প্রিয়তম, পরমপিতা পরমাত্মা- যা সবাই জানে। তাই তো সবাই ওনাকেই স্মরণ করে। যদিও তা সুখ-সমৃদ্ধি পাবার জন্য। যখনই খুব দুঃখ-দুর্দশা হয়, তখন একসাথে অনেকে মিলে সেই প্রিয়কেই স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.-দের এখন আর তেমন দুঃখের অনুভব হয় না। অতি নিকটেই যে খুব দুঃখের দিন আসছে। তখন যাকে আহ্বান করবে, সে তো অবশ্যই আসবে। আর তাই তো এই বাবাও এসেছেন। এমন বাবার

আপন হতে পারলে উত্তরাধিকার সূত্রে এক-সেকেণ্ডেই অবিনাশী সুখের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। অবশ্য এর জন্য বাচ্চাদের ধারণাতে নিশ্চয়তা থাকতে হবে - আমি এমন বাবার পোষ্য হয়েছি যে, এক সেকেণ্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছি।

কোনও (জাগতিক) বাচ্চা জন্মাবার সাথে সাথেই সে তার বাবার কোলের অধিকার পায়, আর কোলে গিয়ে বাচ্চারও নিশ্চয়তা আসে যে সে বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা। আর তোমাদের এই বাবা তো অসীম-বেহদের বাবা। সুতরাং এমন বাবাকে অবশ্যই খুব ভাল রীতিতে জানা উচিত। ওনাকে বোঝার মধ্যে কোনও গাফিলতি থাকা উচিত নয়। বাচ্চা তো অনেকেই হয়, কিন্তু সেই বাচ্চাই প্রকৃত বাচ্চা, যাকে দেখলে লোকে বলবে অমুকের বাচ্চা-অর্থাৎ 'সন শোস্ ফাদার'। তখন আর কারওকে পরিচয় করাতে হয় না। এখানেও তেমনি অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমারী ও ব্রহ্মাকুমার আছে, একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান ছাড়া আর কারও এত সংখ্যায় বাচ্চা হয় না। কৃষ্ণও দৈবী-গুণ সম্পন্ন মানুষ মাত্র। কোনও মানুষেরই এত অধিক বাচ্চা হতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রাও তা জানো। প্রকৃত অর্থে তোমরা কিন্তু শিববাবারই সন্তান। তাই তো তোমরা জোরের সাথেই বলতে পারো, কোনও মানুষেরই এত অধিক বাচ্চা হতেই পারে না। তাই তো তোমরা এত অধিক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমারী ও ব্রহ্মাকুমার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো এই কারণেই প্রসিদ্ধ। লোকেরাও কিন্তু স্মরণ করে সেই ত্রিকালশী পরমাত্মাকেই, অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবানেরই এত অধিক সংখ্যায় বাচ্চা হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো নিরাকার যখন সাকার রূপে আসবে, একমাত্র তখনই তো তোমাদের পোষ্য নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে আবার শরীরধারী না হলে কোলেই বা নেবে কি প্রকারে ? এখন কিন্তু তোমরা সেই ঈশ্বরের কোলেই বসে আছো। তোমরা এও বুঝেছো, উনিই তোমাদের প্রকৃত প্রিয়তম। যিনি সবার থেকে মিষ্ট স্বভাবের, সর্বাধিক ভালবাসার যোগ্য। সর্বাধিক ভালবাসার ব্যক্তিকেই তো প্রিয়তম বলা হয়। তোমরা এও জানো, তোমাদের এই প্রিয়তম সর্বোচ্চ প্রিয়তম, যার দ্বারা তোমরা প্রেমিকাদের স্বর্গ-সুখ প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ এখন তোমরা যার সম্মুখে বসে আছো। ভক্তি-মার্গে তো এ বিষয়ে কত প্রকারের গীতও রচিত হয়েছে - "রামের নাম নিলেই মানুষ্য ভব সাগর পার হয়ে যায়।" তাই তো এত বেশী করে রামের নাম-কীর্তন করতে থাকে। যেমন লোকেরা গঙ্গা-নদীকেই পতিতপাবন ভাবে। গঙ্গায় গিয়ে লোকেরা পাতার উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ঠিক যেমন দেখানো হয়, অশ্বখ পাতায় কৃষ্ণ শুয়ে আঙুল চুষতে চুষতে সাগরের জলে ভেসে যাচ্ছে। তারই স্মৃতিতে পাতায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয়, আত্মার প্রতীক এই প্রদীপ। এখনকার মানুষদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানটাই যে নেই। তাই এটাই তাদের কাছে রীতি-নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বলতে থাকে - আত্মা ভবসাগর পারে যাচ্ছে। পরম পিতা পরমাত্মাকে সংসার রূপী সাগরের, নৌকার মাঝিও বলা হয়। যিনি তোমাদের বিষয় (বিষ) সাগরের ওপারে নিয়ে যান। এই কথাটাকেই লোকেরা রীতি-রেওয়াজ বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে বাবা স্বয়ং তোমাদের আত্মার প্রদীপ জ্বালান। এইসব রীতি-নীতি তারই প্রতীক।

পরমধাম অর্থাৎ নিজ ঘরে আত্মাকে তো যেতেই হয় তার বর্তমান শরীর ছেড়ে। তোমরা এও জানো- আত্মা এখানকার এই অজ্ঞান সাগরের ওপারে (ভব সাগরে) যায়। আর তা পার করার এক ও একমাত্র মাঝি এই বাবা। গঙ্গা নদীকে কি আর মাঝি বলা যায় ? - মোটেও না। মাঝি কিম্বা প্রিয়তম, সে তো যাত্রীর সাথে-সাথেই থাকবে। এইভাবেই সবাইকে একসাথে ওপারে নিয়ে যান উনি। যদিও লোকেরা তাকে ভিন্ন-ভিন্ন বহু নাম রেখে, সেই নামেই ডেকে থাকে। কিন্তু এমনটা

মোটাই নয় যে, বাস্তবিকই কোনো নৌকা বা স্টীমারে বসিয়ে পার করান উনি। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা কিন্তু তা জানো, কিভাবে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হয়। তখন মুখ দিয়ে রাম-রাম জপার দরকার পড়ে না। অথচ মানুষেরা বলে রাম-রাম জপতে। তাদের ধারণা, এইভাবে তারা নামের দান করছে। বাবা তো দাতা, উনি কেবল দানই করেন- তাও আবার অবিনাশী গুণ-রঞ্জের। বাবা বাচ্চাদের বলেন- "মিষ্টি-মিষ্টি আদরের আত্মারা, তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবাকে এই স্মরণের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের জন্যই যোগদান হয়ে যায়। তাই লাগাতার শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। প্রকৃত অর্থে রাম অর্থাৎ পরমপিতা, যা পরমাত্মাকেই বলা হয়। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা তার সাথে আবার জুড়ে দেয় "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।"

বাচ্চারা, এখন তো তোমরা এই অবিনাশী ড্রামাকে জানতে পেরেছো, এমন কি স্বর্গ-রাজ্য থেকে শুরু করে সবকিছুই জানো তোমরা- কে কখন অবতীর্ণ হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, কার পরে কে আসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে যা কিছুই ঘটে চলেছে এবং ঘটবে- তা সবই খোঁদিত আছে এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। এই যে ভোগ ইত্যাদি নিবেদন করা হয়, এগুলিও খোঁদিত আছে সেই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। এসব নতুন কিছু নয়। তোমরা কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাটকের অভিনয়কারী মাত্র। তোমরা এও জেনেছো, যার যার নিজের-নিজের অভিনয় শেষ করে আনন্দ সহকারে ঘরে ফিরে যেতে হবে আপন ঘরে।

কেউ মারা গেলে লোকেরা বলে, সে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু একমাত্র বি.কে.-রা জানো, স্বর্গবাসী হবার জন্য তেমন পুরুষার্থ করার প্রয়োজন, যা কেবল তোমরাই এখন করে চলেছো। কেউ কেউ আবার এই উদ্দেশ্যে কাশীবাসীও হয়। সেখানে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসবাসও করতে থাকে। যেহেতু সেখানে শিবের মন্দির আছে। যাতে সর্বক্ষণই শিবের স্মরণে থাকতে পারে। তারা যেমন গঙ্গার স্তুতি কীর্তন করে, তেমনি করে শিবের। গঙ্গায় গিয়ে নিজেকে কেউ আত্মহুতি দেয় না কিন্তু (পবিত্র হয় না)। সর্বদাই চির পবিত্র এক ও একমাত্র পতিত-পাবন শিব। এটাই বাস্তব সত্য। তাইতো সেখানে শিবকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক পূর্বে, শিবের উদ্দেশ্যে একটা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে বলি দিত। এ বিষয়ে বেনারস-বাসীদেরকে তোমরা খুব ভাল রীতিতে গুণ শোনাতে পারো। তাদেরকে বলবে- "তোমরা এমন স্থানে বসবাস করছো যা গঙ্গার ধার, আবার নিকটেই শিব মন্দিরও। তবুও কেন শিবের উদ্দেশ্যে তোমাদের এই আত্মহুতি ? আচ্ছা, পতিত-পাবন কে, শিব নাকি গঙ্গা ? বাস্তবে পতিত-পাবন তো একমাত্র শিব। আত্মহুতি দিতে হলে তা তো ভগবানের কাছেই দেওয়া উচিত। ভগবান স্বয়ং তো আর ওনার নিজের কাছে নিজের আত্মহুতি দিতে পারেন না- যা সম্ভবও নয়। আবার এটাও সত্য নয় যে, তুমিও ভগবান - আমিও ভগবান। ভগবান কখনই পতিত হতে পারে না, তাই পবিত্রতার জন্য গঙ্গা-স্নানের প্রয়োজন নেই।" --এই যুক্তিতেই ভগবানকে সর্বব্যাপী বলাকে ভুল প্রমাণ করতে পারো। তার আগে তাদের বোঝাতে হবে, পতিত-পাবন একমাত্র শিব। বি.কে.-দের এই পয়েন্টগুলি দেওয়া হয়, লোকদের বোঝানোর জন্য। কাশীর বিষয়ে এই সুন্দর পয়েন্টের উপরে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটা খুবই সহজ। কাশীতে যখন শিবের মন্দির আছে, তবে তো শিব এখানে কখনও না কখনও এসেই থাকবেন। শিবকে সর্বদাই বাবা বলা হয়। যদিও ওনার নিজস্ব কোনো শরীর নেই। আবার এই শিব নামের অনেক বাচ্চাও আছে এবং কৃষ্ণ নামেরও লক্ষ-লক্ষ বাচ্চা আছে। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণের অবস্থান তো সেই সত্যযুগে। কৃষ্ণের ভক্তরা তো কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে তাকেই পূজা করতে থাকে। যদিও মানুষকে অবশ্য পূজা করে না।

এতেও তো প্রমাণ হয়ে যায়, কৃষ্ণের অবস্থান একমাত্র সত্যযুগেই। লোকেদের তো এটাই জানা নেই, রাধা-কৃষ্ণ প্রকৃত কারা ? তারা কখন পায় সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার। বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এগুলির ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন বাবা।

বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে স্বাদর্শন চক্রধারী। বিষ্ণুর নামের সাথে এই স্বদর্শন-চক্রধারী গুণে কিভাবে ভূষিত হলো, কিম্বা কি এমন করেছিল - তা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না। তোমাদের বাবা তো নিরাকার। তবে বিষ্ণুর হাতে এইসব হাতিয়ার এলোই বা কিভাবে - যার প্রকৃত অর্থ কেউই জানে না। কিন্তু বি.কে.-রা তা জানো, এসবই যে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে খোঁদিত আছে। তাই ভক্তি-মার্গের যেসব চিত্রকারেরা পূর্বেও এই চিত্র বানিয়েছে, তারাই আবার করে সেই একই চিত্র বানিয়েছে। এসব কিছুই হয় পূর্ব নির্ধারিত অনুসারে। ড্রামার অর্ধ-কল্প ভক্তি-মার্গের অনুসারে আর অর্ধ-কল্প চলে জ্ঞান-মার্গ অনুসারে। যা কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো। তাই তো তোমরা এত মজা পাও। তোমরা তোমাদের প্রকৃত প্রেমিককেও জানো। কিন্তু যারা মিথ্যা প্রেমিক তাদের সাথে প্রকৃত প্রেমিকের তফাৎটাও এখন উপলব্ধি করতে পারছো। আসল প্রেমিক আর নকল প্রেমিকের তফাৎ তো নিজেরাই বুঝতে পারো। পত্নী ভালবেসে তার পতিকে প্রেমিক বলে থাকে। তোমরা প্রেমিকারা এখন তা বুঝতে পারছো, তোমাদের এই প্রেমিক কত মিষ্ট স্বভাবের, যে প্রেমিককে তোমরা পেয়েছো। একদিকে যেমন ওনাকে পিতা বলা যায় অন্যদিকে তেমন আবার প্রেমিকও বলা যায়। বাবার ভালবাসাই যে প্রকৃত ভালবাসা। তার উপর আবার এই বাবার থেকেই তো অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক প্রেমিকের কাছ থেকে তো তা আর পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে প্রেমিকা মনে করলে কিম্বা বাচ্চা মনে ভাবলেও সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার স্বাদ পাওয়া যায়। শিবকে তো সর্বদা বাবা বলাই হয়। শিববাবাকে কিন্তু শিবপতি বলা হয় না কখনও। তাই এখন আর তোমাদের শিবনাম জপ করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো।

নতুন কোনও বাচ্চা এলে, তাকে প্রশ্ন করা হয় - "কখন থেকে তুমি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছো ?" যতক্ষণ না পর্যন্ত মনেপ্রাণে বাবার প্রকৃত বাচ্চা হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া যায় না। এই বাবা হলেন মাতার সাথে সাথে পিতাও বটে, তাই নিজেকেই ওনার সন্মুখে গিয়ে সাফাৎ করতে হয়। যদিও কারও কারও নিশ্চয়তা আছে, কিন্তু ওনার সাফাৎ বিনাই যদি তার মৃত্যু ঘটে, তখন কিন্তু সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। এমন বহু আছে, যারা আর বর্সা পায় না। ফলে তারা প্রজার পদে চলে যায়। বাবা জানাচ্ছেন, নিশ্চয়তা এলেও মাতাপিতার সাথে সামনা-সামনি সাফাৎ-এরও প্রয়োজন। এরপর নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব রেখে বিশ্ব-সেবার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। এভাবেই অন্যদেরকেও প্রজা বানাতে পারলেই তো বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা হতে পারবে। ঘরে বসে থাকলে তো আর চলবে না - এর জন্য কঠিন পুরুষার্থও করতে হবে যে। কোনও কোনও বাচ্চা এইসব পয়েন্টগুলিকে বিচার সাগর মন্বনও করে না। যেমন - কৃষ্ণ-লীলার আধ্যাত্মিক ভাবগুলিকে খুব ভালভাবে জানা উচিত। কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক লীলা তো সত্যযুগের ঘটনাবলী। যা আদৌ বর্তমান যুগের ঘটনা হতে পারে না। অথচ কত ভাবেই তার নকল করার চেষ্টা করে চলেছে লোকেরা। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে কি কি হয়, কেমন সব প্রাসাদ থাকে - তা তো কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানতে পারো অনুভবে। যাদের সাথে দুনিয়ার অন্যদের কোনও তুলনাই চলে না। তারা সেসব জানলে জিভে কেবল জল আসবে। এই বাবা তোমাদের জন্য এমনই সুখের ব্যবস্থা করেন। বাবা কি আর তার বাচ্চাকে কোনও প্রকারের দুঃখ দিতে পারে ? -

মোটেই না। অথচ এই দুনিয়া যে এখন বড়ই দুঃখের। যেমন কোনও পরিবারে একজন অশান্তিকারী বধূর আগমন ঘটলেই অশান্তিতে বাড়ীর সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। অনেক সংসারের এমন ঘটনা স্বয়ং ব্রহ্মাবাবা তার নিজের চোখেই দেখেছেন।

এখন আর খুব কম সময়ই আছে তোমাদের হাতে। এখনও যদি বাবার প্রকৃত বাচ্চা হতে পারো, বাবার সাহায্য পাবে। আর যদি বাবার উত্তরাধিকারী না হতে পারো, তবে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার সাহায্য পাবে কি প্রকারে ? তাই তো বাবা বলছেন- ভয় পেলে চলবে না। ভয় তো পায় জাগতিক সম্পত্তিবান লোকেরা। তোমাদের এই বাবা তো দাতা। ভক্তি-মার্গেও গরীবদের তোমরা যে অর্থ সাহায্য করেছো তা তো এই বাবারই নামে (উদ্দেশ্যে)। আর সেই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের এই জন্মও লাভ করেছো। আর এখন স্বয়ং বাবা সামনে বসে সরাসরি তোমাদের বলছেন- "আমার প্রকৃত বাচ্চা হতে পারলেই তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্যের পদ অবশ্যই দেবো আমি।" শিববাবার নিজের জন্য তো আর কোনও বাড়ী-ঘর ইত্যাদি বানাবার প্রয়োজন নেই। লোকেরা হয়তো তোমাদের কাছে জানতে চাইতে পারে, বিনাশ যখন আসবেই তখন এইসব বাড়ী-ঘর ইত্যাদি এতসব বানাচ্ছে কেন তোমরা ? তাদেরকে বলো, তখন সেই সময়ে তবে আর কোথায় থাকবে তোমরা ? যারা শেষের দিকে আসবে, তাদেরও তো থাকার সংস্থান চাই।

বাচ্চার, অন্তিম তোমরা নানা প্রকার কঠিন দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমরা তখন নিজেদের খুশীতেই থাকবে। বিনাশ যতই নিকটে আসতে থাকবে, বাবার দ্বারা তোমাদের সাক্ষাৎকারও তত বেশী হতে থাকবে। এই সময়ে যে বাবার যত বেশী সাহায্যকারী বাচ্চা হবে, আগামী ভবিষ্যতে সে তত বেশী সুখ পাবে। এমন কি দুঃখের মাঝেও সে সুখের অনুভব করবে। যেহেতু এ (অতীন্দ্রিয়) যে এক আশ্চর্য রকমের সুখ। পাকিস্থানে থাকাকালীন এমনই আশ্চর্য আনন্দের কত সুখের অনুভূতি হয়েছিল তোমাদের। স্বর্গের বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্বয়ংস্বর কিভাবে হয়, কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন তারা- বাবা এসবকিছুরই সাক্ষাৎকার করাতেন। তোমরা নিজেরাও এমন আরও অনেক কিছুই দেখতে থাকবে, অবশ্য যদি শিববাবার শ্রীমত অনুসারে চলে কাঁটার মতন পতিত আত্মাদেরও ফুলের মতন পবিত্র, সুন্দর ও কোমল আত্মা, বাবার এই গড়ে তোলার সাহায্যকারী হতে পারো। তবেই তো বলা যাবে - "হিস্মিতে মর্দা মদতে খুদা।" অর্থাৎ সাহসী বাচ্চাকেই বাবা সাহায্য করেন। অতএব এমন প্রেমিক বাবাকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত। দুনিয়ার অন্য লোকেরা তো আর তা জানবে না। এই যে এখানে এত অনেক বাচ্চা আছে, তাদেরও তো মাতা-পিতা আছে। এই মাতা-পিতার সাহায্যে বাচ্চার খুব সুখ ও শান্তিতেই রয়েছে। এই ধরণের মহিমা কোনও লৌকিক (জাগতিক) মা-বাবার ক্ষেত্রে কিন্তু করা হয় না। বাস্তবে তোমরা নিজেরাই তা দেখতে পাও কত অনেক সংখ্যায় বাচ্চা (এই সংস্থায়)। এসব কিছুরই সৃষ্টি এই 'গড-ফাদার'-এর। তোমাকেও সৃষ্টি তিনিই করিয়েছেন, আবার দত্তকও তিনিই নেওয়ান। কিন্তু এসব করান কিভাবে ? তোমাদের এই সৃষ্টি হয় মুখ বংশাবলী (দত্তক) হিসাবে। এইভাবে সহজে বোঝানো যায়। এখন তোমরা রয়েছে ঈশ্বরের কোলে, আগামীতে তোমরা থাকবে দেবী-দেবতাদের কোলে। তারপরে আবার অসুর সম্প্রদায়ের কোলে। এই ঈশ্বরীয় কোলে থাকাকালীন তোমরা প্রথমে যাও শান্তিধাম, সেখান থেকে সুখধাম। আর যখন অসুরদের কোলে আসো, তা হলো দুঃখধাম। এটাই মূলমন্ত্র - এটাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে। বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোপিকারা ডাকতে থাকে। অতএব, তাদের জন্য কোনও না কোনও ব্যবস্থা তো করতেই হয়। বাবা স্বয়ং ছোটো-ছোটো গ্রামগুলিতে তো আর যেতে পারেন না। তাই বড় গ্রামে

এসেই বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় তোমাদের। বাচ্চাদের জন্য বাবাকে তো যেতেই হয়। তোমাদের তা শেখানো হয়, কিভাবে বাবার প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হয়। রাজা জনক ও যখন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তখন অন্যদের ট্রাস্টী হয়ে রাজ্যভার সামলাতে বলে গেছিলেন। রাজ্যভার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার রচনাকে পালনা, আর তা তো অবশ্যই করতে হয়। তেমনি তোমরাও নিজেকে আল্লা ভেবে বাকী সবকিছুকেই ট্রাস্টী ভাববে। মায়া-রাবণ যেহেতু দুঃখ-কষ্ট দেবার মালিক - তাই রাবণের কোনও মন্দির হয় না। এই কারণেই রাবণের কুশ-পুতলিকা বানিয়ে তাকে জ্বালানো হয়ে থাকে। এই রাবণই যত দুঃখ-কষ্টের কারণ, যে কেবল দুঃখ-কষ্ট দিতেই থাকে। সে যত বেশী করে দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে, প্রতি বছরই তার কুশপুতলিকাও তত বড় করে তাকে জ্বালানো হয়। যেহেতু শিববাবা সুখদাতা, তাই ওনার নামে বিশাল-বিশাল মন্দিরও বানানো হয়। রাবণের মতন দুঃখদাতার কোনও মন্দির হয় না। রাবণকে তো জ্বালিয়েই দেওয়া হয়, তাই তার কোনও চিহ্নাদিও আর রাখা হয় না। কিন্তু শিববাবার মন্দির তো সবাই দেখতে পায়। ওনার কত পূজা-অর্চনাও হয়। বাস্তবে এই এক ও একমাত্র শিববাবাই হলেন সদাকালেরই পূজ্য। সদাকালের পূজ্য আর কেউই হতে পারে না। তোমরাও প্রথমে পূজ্য হও, পরে পূজ্য থেকে পূজারী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহময় স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত।
ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে বাবার স্মরণে রেখে অন্যদেরকেও তা মনে করিয়ে দিতে হবে। সর্বদাই এই দানে ব্যস্ত রাখতে হবে নিজেকে। বাবার প্রতি সমর্পিত হয়ে, নিজেকে ট্রাস্টী মনে করে সবকিছুই সামলাতে হবে।

২) সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় দেখতে হবে। এই স্মৃতি যেন সদাই জাগ্রত থাকে যে, খুশীর সাথে নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়টুকু সুন্দরভাবে সমাধা করে আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে।

বরদান :- নিজের মস্তকে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের রেখাকে দেখার সাথে সাথে সর্ব-প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বেফিকির বাদশাহ্ হও

বিস্তার :- বেফিকির (নিশ্চিন্ত) থাকার বাদশাহী, অন্য যে কোনও বাদশাহীর চাইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন কেউ যদি মুকুটধারী হয়ে সিংহাসনে বসে কিন্তু সে সেই সিংহাসনের কারণে ফিকির অর্থাৎ খুব চিন্তায় পড়ে - তখন তা কি আর সিংহাসন থাকে, না কি তা হয়ে যায় চিতা ? যেহেতু ভাগ্যবিধাতা ভগবান স্বয়ং তোমার মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা খোঁদিত করে দিয়েছেন, তাই তো তুমি এমন বেফিকির বাদশাহ্ হয়ে গেছো। সুতরাং সর্বদা নিজের মস্তকের সেই শ্রেষ্ঠ-ভাগ্যের রেখা দেখতে থাকো - বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীয় ভাগ্য - এই ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিজেকে মগ্ন রাখতে পারলে, সর্বপ্রকার চিন্তাই সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান :- একাগ্রতার শক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে আহ্বান করে ঈশ্বরীয় সেবা করাই প্রকৃত সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা : -- তোমাদের এই জন্ম খুবই অমূল্য, কেননা বাবা স্বয়ং এইসময় তোমাদের সেবা করেন, লাক্স (লক্ষ্য) সাবান দিয়ে তোমাদের বস্ত্র পরিষ্কার করেন"

প্রশ্ন : - যে আল্লাহকে সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয়, তাঁকে কোন্ প্রশ্ন করা উচিত ?

উত্তর : - তাঁকে জিজ্ঞেস করো - আল্লাহ যখন এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর এই রচনার জন্য নারীর প্রয়োজন, আল্লাহর এই নারী কে ? গড ফাদার যখন বলো, তখন অবশ্যই তাঁর সাহায্য চাই। বাচ্চারা, তোমরা এই গুহ্য রহস্যকে খুব ভালোভাবে জানো। আল্লাহর নারী হলেন এই ব্রহ্মা। ইনি হলেন তোমাদের বড় মা। এই কথাকে মানুষ বুঝতে পারে না।

গীত : - এই সব খেলা কে বানিয়েছেন...

ওম শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, কোনো মানুষই এই গানের যথার্থ অর্থ করতে পারে না। যারা নাটক বানিয়েছেন, তারাও বুঝতে পারেন না। এমনই গান বানিয়ে দেন, যেমন শাস্ত্র বানানো হয়েছে। তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা বেদকে বলো - এ কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। শাস্ত্র বলবে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র নয়। এখন ধর্ম শাস্ত্র থেকে তো কোনো লাভ হওয়ার প্রয়োজন। ধর্মশাস্ত্রের অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। সেই শাস্ত্র যার দ্বারা কোনো ধর্ম স্থাপন হয় কারোর দ্বারা। তাই তোমাদের প্রশ্ন করা উচিত - বেদ, উপনিষদ কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন ? এর থেকে তো কোনো ধর্মই স্থাপন হয় নি। কোন্ - কোন্ ধর্ম আছে তাও বোঝানো হয়। ঝাড়ের মুখ্য অংশ হলো কান্ড। তারপর বড় ডাল, তারপর আবার ছোটো ছোটো ডালপালা বের হতে থাকে। তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয় - এই যে সব ধর্মশাস্ত্র আছে, তার মধ্যে সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা - এই হলো কান্ড। আর বাকি সবই রচনা। এই যে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টিয়ান আদি সবই হলো কল্প বৃক্ষের ডালপালা। গীতায়ও লেখা আছে যে - মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই ঝাড়ের রহস্য বসেছে। এর মুখ্য কান্ড হলো - আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। এই ঝাড়ের তুলনা বটবৃক্ষের ঝাড়ের সঙ্গে করা হয়। এই বৃক্ষ অনেক বড় হয়। ঝাড় যখন পুরানো হয়ে যায়, তখন তার কান্ড আর দেখা যায় না, বাকি ডালপালা থেকে যায়। এও ঠিক তেমনই। বাচ্চারা জানে যে, এর কান্ড যে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, এখন তা আর নেই। পরমাত্মা যদি ২৪ অবতার নেন, তাহলে তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না। যখন অবতার নেন তখন কিভাবে তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যাবে ? এ তো নতুন কথা, তাই না। এই ঝাড় কতো বড়। এখন এর কান্ডই নেই। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের একজনও মানুষ এখন আর নেই।

মানুষ সত্যযুগকে লাখ বছর পিছনে নিয়ে যায়। এ কতো মুশকিলের কথা হয়ে গেছে। এখন সমস্ত মানুষ দুঃখী দুঃখী। কে সুখী হতে পারে ? সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতেও এই তুলনা আসবে না যে, এ হলো কাক বিষ্ঠার সমান সুখ আর অথৈ দুঃখ। এও তারা জানে না। এখন বাবা বলেন যে - আমি তোমাদের আবার অথৈ সুখে নিয়ে যাচ্ছি। এই সময় আমি আমার অভিনয় করে, সবকিছু করে দিয়ে লুকিয়ে যাই। এই পার্ট তো সকলেই করে যেমন ইসলামী - বৌদ্ধী আদি সবাই লুকিয়ে যাবে, ওপরে চলেও যাবে। এও কেউ জানে না। মানুষকেই বোঝানো হয়। পশুদের তো বলা হবে না। মানুষের

জন্ম সবথেকে উঁচু, এই গায়ন আছে । সে কোন্ জন্ম ? বলা হয় যে, মানুষের চামড়াও কোনো কাজে আসে না । তবুও বলা হয় - মানুষের জন্ম উত্তম জন্ম । বাস্তবে তোমাদের এই জন্ম হলো উত্তম, যে বাবা এখন বসে তোমাদের সেবা করছেন । দুনিয়ার মানুষের এই জীবন খুবই কনিষ্ঠ । তোমরা জানো যে -- আমরাও আগে নোংরা কাপড়ের মতো মানুষ ছিলাম, বাবা এখন আমাদের এই বস্ত্রকে জ্ঞানের লাক্স সাবান দিয়ে স্বচ্ছ করছেন আর বলছেন - এখন তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো ।

এই দুনিয়ায় কেউই বাবাকে জানে না । বাবাকে জানলে তবেই তো বাচ্চা হতে পারবে । তোমরা শিবের হলে, ব্রহ্মার হলে, তবেই তোমাদের পৌত্র বলা হবে । ব্রাহ্মণও দুই প্রকারের --- এক হলো মুখ বংশাবলী আর এক হলো কুলজাত বংশাবলী । তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । ব্রহ্মার বাবা কে ? শিববাবা । তাঁর বাবা তো কেউই হয় না । তিনিই তোমাদের পড়ান । তিনিই আবার তোমাদের গুরু । এখন তিনি তোমাদের সামনে বসে আছেন, পরে আবার আড়াল হয়ে যাবেন । এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে, দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করে, আর সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাবেন । তিনি ২১ জন্মের সুখ দিয়ে দিচ্ছেন, আর কি চাই । বাবা তো সদা সুখী বানান । বাকি উঁচু পদ পাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে । কৃষ্ণপুরীকে সুখধাম বলা হয় । নারায়ণের ছেলেবেলা দেখানো হয় না । আবার কৃষ্ণের স্বয়ংবর দেখানো হয় । যদি রাধার সঙ্গে স্বয়ংবর হয়, তাহলে তাঁর নামের যে পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা তো মানুষ জানেই না । তাঁদের জীবন - চরিত্রকে কেউই জানে না । তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো । কোটিতে কয়েকজন ই আসবে যারা এই চক্র সম্পূর্ণ করেছে । তোমরা এ কথা জানো যে - যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে, তারাই প্রথমে ভক্তি করে । সকলেই তো ভক্ত । সর্বের মতো সমস্ত মানুষ । তোমরা জানো যে, এখন বেচারী সমস্ত মানুষই মৃত্যুর চাকার মধ্যে রয়েছে । এখন বাচ্চার, তোমরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হয়েছো । এই ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে রাখা খুবই সহজ । আমরা এখন ব্রাহ্মণ । আমরাই আবার দেবতা হবো তখন এই ৮৪ জন্ম আবার নিতে হবে । আমিই সেই" এর অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । "আমিই সেই ----সেই আমি" -এই গান এখানেই গাওয়া হয় । অন্য ধর্মে এই অক্ষর নেই । "ওম" শব্দের অর্থ মানুষ "ভগবান" মনে করে নেয় । বাস্তবে "ওম" শব্দের অর্থ - "আমিই আত্মা ।" ওরা আবার উল্টো বলে দেয় - আত্মাই পরমাত্মা । আত্মা, তাহলে কি হলো ? আমরা তো শরীর নই । পরমপিতা পরমাত্মা তো এমন বলতেই পারেন না যে - আমি আত্মা, এই আমার শরীর । সেই বাবা বলেন - আমি আত্মা তো বরাবর আছি । আমি এই শরীর ধার নিয়েছি । এ আমার শরীর রূপী জুতো নয় । আমার কোনো পা নেই । আমার চরণের কোনো পুজো হতে পারে না । কৃষ্ণের চরণ আছে, আমার তো নেই । আমি হলাম নিরাকার । এমনিতে আত্মাও নিরাকার কিন্তু আত্মা ৮৪ জন্মে আসে । আমার তো কোনো শরীর নেই । আমি হলাম অশরীরী । তোমাদেরও আমি বলি, অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করো । তোমরা জানো যে বাবা এখন এসেছেন । তাঁর পার্ট কি ? তাঁর পার্ট হলো এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করা । নিরাকার তো অবশ্যই কোনো শরীরে আসবেন । মানুষ না জানার কারণে ফাস্ট প্রিন্স হিসেবে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । এখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসতে পারে ? এ কথা নিজে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে ।

টেগোর আদিরা গীতার কতো মহিমা করতেন । বাস্তবে কৃষ্ণেরও মহিমা নেই । কৃষ্ণের মহিমা তো শিববাবা করিয়েছেন । এ হলো কৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন যে -- ছোটো

বাচ্চার শরীরে তিনি কিভাবে বসে শোনাবেন ? অবশ্যই অনুভবী রথের প্রয়োজন । ড্রামা অনুসারে আমার এই রথ বিখ্যাত । এমন নয় যে অন্য কল্পে আমি অন্য রথ নেবো । ব্রহ্মার দ্বারাই আমি স্থাপনা করবো । আগের কল্পেও তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী বর্ষা নিয়েছিলে । বাবা এখন বলছেন - অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যুক্ত হও । আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই । তুমিই মাতা - পিতা ----যাঁর এত মহিমা, এখন তোমরা তাঁর সামনে বসে আছো । বিচার করতে হবে বরাবর আমাদের কে রচনা করেছেন ? বলা হয় আল্লাহ রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কোনো ফিমেলও থাকবে ? আল্লাহ তো নিরাকার তাহলে তাঁর ফিমেল কোথা থেকে এসেছে ? তোমরা যখন গড ফাদার বলা, তাহলে ফাদার অবশ্যই রচয়িতা হয় । মাদার যদি না থাকে তাহলে তাঁকে ফাদার কিভাবে বলা হবে ? বাচ্চার জন্ম হলে তবেই তো ফাদার বলা হবে । এ কেউই জানে না যে গড ফাদারের ফিমেল কে ? এ হলো সবথেকে গুহ্য কথা । আদম আর বিবি দুইই আছে । আদম ওনাকে বলা হবে কিন্তু সরস্বতীকে বিবি বলা যাবে না । তিনি বিবি হলে তাঁর মা কে ? এ অনেক বোঝার মতো কথা । বাবা বসেই এইসব বোঝান । এই হিসেবেই ব্রহ্মা আমার সজনী হলো । ঐর মুখের সাহায্যেই বাচ্চারা আমি তোমাদের রচনা করি । আমি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি । ওনাকে সামলানোর জন্য জগদম্বাকে নিমিত্ত করা হয়েছে । আদি দেব ব্রহ্মা এবং জগদম্বা সরস্বতী ঐরা কে ? বিবেক বলে ইনি হলেন ব্রহ্মার কন্যা । তাহলে ইনি কিভাবে রচনা করেছেন ? ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন তাহলে ইনি হলেন বড় মা । এরপর সামলানোর জন্য মাশ্মাও আছেন আর বাবাও আছেন । প্রথম নম্বরে সরস্বতী আসেন । জগদম্বার কতো মহিমা । এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরাই সেই ব্রাহ্মণ হয়েছি । আমরা এখন ঈশ্বরের কোলে এসেছি । এখানেও দুই প্রকারের আছে ---- প্রকৃত সন্তান আর নাম মাত্র সন্তান । একই মায়ের সন্তান যখন তখন প্রকৃত আর নামমাত্র তো প্রশ্নই ওঠে না । এখানে কেন প্রকৃত আর নামমাত্র বলা হয় ? বলা হয়, যারা প্রকৃত সন্তান হয় তারা প্রতিজ্ঞা করে --- আমরা পবিত্র হয়ে আশীর্বাদী বর্ষা নেবো । তাই এমন পবিত্র সন্তানই রাজগদির অধিকারী হয় । আর নামমাত্র সন্তানরা প্রজাতে চলে যায় । প্রকৃত সন্তানও অনেক হবে আবার তাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে থাকবে । যে যত পুরুষার্থ করবে, সে ততই মা - বাবার কোলে বসবে । মাশ্মা - বাবা যখন কোলে বসেছেন তখন আমাদেরও সেই আসন পাওয়া উচিত । তা কিন্তু নম্বর অনুসারেই মিলবে । তো এ হলো যোগের যাত্রা । বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজের সমান বানাতে হবে । নিজের সমান বানানোতে পরিশ্রম করতে হবে । বাচ্চারা তাদের পরিচয় দিয়ে বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসে । বাবা দেখেন যে - কে কে বাবার সাথে সম্পূর্ণ অবিনাশী বর্ষা নেবে আর সবদিক থেকে মমত্ব দূর করে একদিকেই লাগাবে । তোমরা জানো যে, বাবাই আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো । এরপর তোমরা সূর্যবংশীই হও বা চন্দ্রবংশী ।

তাই বাবা নিজে থেকেই সবকিছু করছেন । এরপর তিনি লুকিয়ে যাবেন । তিনি তো বারে বারে অবতার নেন না । তাঁর নিজের কোনো শরীরই নেই । তিনি কেবল একবারই আসেন । তোমরা তো বারে বারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করো । আমি পুনর্জন্মে আসি না । তিনি কতো ভালোভাবে বোঝান । পূর্বে এই কথা বুদ্ধিতে ছিলো না । অনায়াসে ঘরে বসে বা রাস্তায় বাবা প্রবেশ করে এই কথা বলাতে আমরা জানতে পেরেছি । এখন দিন - প্রতিদিন সমস্ত কথা বুদ্ধিতে বসে যাচ্ছে । এমন তো বলা হয়, আমি সাত দিনের বাচ্চা বা আমি দু মাসের বাচ্চা । এই জ্ঞান তো এক সেকেন্ডেই পাওয়া যেতে পারে । বাবার কতো বাচ্চা আছে । আর কোনো সংসঙ্গই নেই যেখানে এত

বাচ্চা থাকতে পারে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বাও বাবার ছেলে মেয়ে, নাকি তারা মেল - ফিমেল। মেল - ফিমেল এত সন্তান কিভাবে জন্ম দেবে। কুলজাত সন্তানের তো কোনো কথাই নেই। যারা আগের কল্পে মাতা - পিতার হয়ে বর্ষা নিয়েছিলো, তারাই আসতে থাকবে। কলম লাগতেই থাকে। এ তো বাগান, তাই না। এখন তো দেবী - দেবতা ধর্মের ফুল আর নেই। বাকি সবই যেন কাঁটা। সবই ফুটতে থাকে। এ হলো কাঁটার দুনিয়া। বাবা এসে এই কাঁটার থেকে কুঁড়ি আর কুঁড়ির থেকে ফুল বানান। শ্রীমতে না চললেই তোমরা আছাড় খাও। বাবা বুঝতে পারেন, এ বিকারে আছাড় খেলো। এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। গান্ধী বাপুও পতিত - পাবনকে স্মরণ করতেন। তিনি চাইতেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক। সেই রাজ্য তো বাবাই স্থাপন করবেন। তোমরা জানো যে - এখন আমাদের কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। ভারতে একসময় সত্যযুগ ছিলো। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। পাঁচ হাজার বছরের থেকে পুরানো জিনিস আর কিছুই হয় না। লাখ বছরের কোনো জিনিস তো এখন থাকেই না। দেখো, তোমরা বৃদ্ধা মাতারা গুড়গাও থেকে এসেছে মাতা - পিতার কাছে, যাঁর কাছে থেকে তোমরা বর্ষা পাও। বাবাও বৃদ্ধাদের দেখে খুশী হন। তারা পাঁচ হাজার বছর আগে এসেও এই আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছিলো। সমস্ত কিছুই এই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। তোমরা বৃদ্ধারা এত জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। এই বৃদ্ধ দাদা তো খুব ভালো পড়ে। তোমরা বুঝতে পারো - অল্প বয়সের সরস্বতী মা খুব ভালো পড়তে পারে। আরে, এ তো ব্রহ্মপুত্র নদী। এ তো অবশ্যই খুব ভালো পড়বে, তাই না। এই বৃদ্ধ সবথেকে তীক্ষ্ণ। ওই সরস্বতী তো মেয়ে হয়ে গেলো। বৃদ্ধাদের জন্যও খুবই সহজ। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আহা! শিববাবা, তোমার কাছে বলিহারি যাই। তুমি তো আমাদের সুখধামে নিয়ে যাও। ব্যস, এমন খুশীতে থাকলেও তরী পার হয়ে যাবে। সবসময় মনে করবে শিববাবা আমাদের বোঝান। একে ছেড়ে দাও। এমন মনে করো যে শিববাবাই আমাদের শোনান, তাহলে বুদ্ধিযোগ শিববাবার কাছে যাওয়ার ফলে বিকর্ম বিনাশ হবে। মাগ্গাও শিববাবার থেকে শুনেই তোমাদের শোনান। সর্বদা এক শিববাবার স্মরণই যদি থাকে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে, অন্য সব সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে এক সঙ্গে জুড়তে হবে।

২) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। কাঁটার থেকে কুঁড়ি এবং কুঁড়ির থেকে ফুল হতে হবে এবং অন্যকেও করতে হবে। নতুন ঝাড়ের কলম লাগাতে হবে।

বরদান : - সব বিষয়েই মুখে এবং মনে 'বাবা - বাবা' বলে আমিত্ব ভাব সমাপ্তকারী সফলতা মূর্ত ভব

তোমরা অনেক আত্মার উৎসাহ - উদ্দীপনা বৃদ্ধির নিমিত্ত আত্মারা কখনোই আমিষ ভাবে এসো না । আমি করেছি - এমন নয় । বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছেন । "আমি" এই শব্দের পরিবর্তে "আমার বাবা, আমি করেছি বা আমি বলেছি, এমন কথা নয় । বাবা করিয়েছেন, বাবাই করেছেন এমন ভাবে সফলতামূর্ত হতে পারবে । নিজের মুখ থেকে যত বাবা - বাবা শব্দ নির্গত হবে ততই অনেককে বাবার করতে পারবে । সবার মুখ থেকে এই কথাই যেন বের হয় যে - এর চেতনা এবং কথায় একমাত্র বাবাই আছে ।

স্লোগান : - সঙ্গম যুগে নিজের তন - মন এবং ধনকে সফল করা এবং সর্ব সম্পদের বৃদ্ধি করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে মন খুলে নিজ অবস্থার খবরাখবর দাও। আন্তরিক ভাবে সৎ এবং খোলা মনের হলেই বাবার স্মৃতি স্থায়ী হবে”

প্রশ্ন : - বর্তমান সময়ে ছোট-বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোন্ কথা তোমরা বলতে পার না ?

উত্তর : - বাবা, তাড়াতাড়ি কর, এখন আমরা ঘরে যাব, এখানে তো অনেক দুঃখ। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা কখনো এইরকম কথা বলতে পার না। কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরের সামনে বসে আছ। তোমরা এখন শীতল কোলে আশ্রয় পেয়েছ। এখন তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু হয়েছ। সত্যযুগে তো ডিগ্রী কম হয়ে যাবে। তখন দৈবী-সন্তান হবে, কিন্তু ঈশ্বরীয় সন্তান হবে না। তাই তোমরা এখন তাড়াতাড়ি কর বলতে পার না।

গীত:- তুম্হারে বুলানে কো জী চাহতা হ্যায়, মুকন্দর বানানে কো জী চাহতা হ্যায় ...
তোমাকে ডাকতে যে আজ মন চায়
ভাগ্য বানাতে যে আজ মন চায়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, যারা এতদিন আহ্বান করে এসেছে, তারা এখন জেনে গেছে। ভক্তরা ভগবানকে আহ্বান করে। তোমরা তো এখন আর ভক্ত নয়। তোমরা হলে সন্তান। বাচ্চারাও তো স্মরণও করে। বাচ্চারা পত্রতে লেখে- বাবা, আমরা তোমার সামনে বসে শুনতে চাই। নিমন্ত্রণ করতে থাকে- বাবা, তোমার সামনে বসে শুনব। কিন্তু ব্রহ্মা-মুখ ছাড়া তো ডাইরেক্ট শোনা সম্ভব নয়। বাচ্চারা জানে যে বাবা আগের কল্পের মতো আবার এসেছেন। কত ভালো একটা নাম দেওয়া হয়েছে- ‘ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ’। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীর সংখ্যা তো অনেক। তারা জ্ঞান পেয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তাঁকেই সুখের সাগর বলা হয়। গায়ন আছে- ‘দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী’। শিববাবা-ই হলেন এইরকম। কত ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। অনেক রকমের গায়ন রয়েছে। বলতে থাকে- ‘হর হর’ অর্থাৎ দুঃখ হরণ কর। ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই এইরকম বলে। কিন্তু ভগবানের ঠিকানা জানে না বলে এইসব কথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের উদ্দেশ্য বলে দেয়। দেব-দেব মহাদেব। শিবকে ভুলে গিয়ে শঙ্করের উদ্দেশ্য বলে দেয়- ‘হর-হর মহাদেব...’। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে তো মহাদেব বলা যাবে না। ওরা তো স্থূল ভাবে অভিনয় করতে এসে। শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনেই থাকে। কেবল নিরাকার ভগবান-ই হলেন দুঃখ হরণকারী পতিত-পাবন। শঙ্করকে পতিত-পাবন বলা যাবে না। সকল মহিমা কেবল একজনের। বিষ্ণুর দুই রূপ হল রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের আলাদা-আলাদা জন্ম হয়। বিষ্ণু অবতরণেরও গায়ন আছে। চতুর্ভুজ দেখানো হয়। কিন্তু কেউই এটা জানে না যে প্রিন্স-প্রিন্সেস রাধা কৃষ্ণই স্বর্গে প্রথম লক্ষ্মী নারায়ণ হয়। কেবল তোমরাই এইসব জানো। তোমরা এটাও জানো যে সূক্ষ্মভাবে মায়ার প্রবল তুফান আসে। মায়ী ভুলিয়ে দেয়, অনেক ঝড়-ঝাপটা নিয়ে আসে। বাচ্চারা যদি খোলা মনে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। অনেক রকমের তুফান আসে। অনেক রকমের স্বপ্ন এবং খারাপ বিকারী সংকল্প আসে। তুফানকে হ্যারিকেন বলা হয়। ব্রহ্মাবাবা তো এমনিতেই সুপ্রসিদ্ধ। তার উপর আবার শিববাবা প্রবেশ করেছেন। তাই তিনি এখন আরও বিখ্যাত হয়ে

গেছেন। মানুষ যেমন দেশে থাকে, তাদের পোশাকও সেইরকম হয়। এখন তো কেউ খোঁড়া, কেউ কুঁজো, কারোর আবার চোখ নেই। ওখানে তো নেচারেল বিউটি থাকবে। কারণ ওখানে পঞ্চতন্ত্র সতোপ্রধান হবে। সম্মুখে বসে এইসব জ্ঞান শোনার জন্য বাচ্চারা নিমন্ত্রণ জানায়। গীতাতেও কিছু কিছু কথা সঠিক আছে। যেমন দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে মন্দির গুলো তো আছে, তাই না? সকল ধর্মেই কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। কেবল তোমরা বাচ্চারা এই বুদ্ধে যে নিরাকার ভগবানকেই উঁচুর থেকেও উঁচু বলা হয়। কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই গায়ন করা হয়। এটা হল সঙ্গমযুগ। এই সময়ে আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। অনেক আত্মা আছে। ক্রমশ বৃদ্ধি হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে শুনছ। অন্যদেরও ইচ্ছে হয় যে সামনে বসে শুনব। কিন্তু এখানে আসতে পারে না, বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোনো সংসঙ্গে যাওয়ার জন্য কেউ কাউকে বারণ করে না। বোম্বাই তে গীতা শোনানো হয়। সেখানে যে কোনো ধর্মের মানুষ যেতে পারে। কোনো ফিজ (মূল্য) নেওয়া হয় না। এছাড়া আরও অনেক ধরনের গুরুর কাছে যায় যাতে কোনো সহজ মার্গ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু কেউই মুক্তি এবং জীবনমুক্তির রাস্তা জানে না, তাই অনেক খুঁজতে থাকে। এখানে তো কোনো গুরু-গোসাই নেই। কেবল ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা আছে। কোনো মহাত্মা নেই। যেমন তোমরা আছ, সেইরকম এই ঠাকুরদাদাও আছেন। কোনো পার্থক্য নেই। পোশাক ইত্যাদিতেও কোনো পার্থক্য নেই। এই শালটাও কখনো কখনো খুলে দিই। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এটা হল অফিসিয়াল ড্রেস। ড্রেসটাকে দেখলে হবে না। বুদ্ধি শিববার দিকে চলে যায়। অন্যান্য মানুষ তো এই শরীরটাকে দেখবে। তোমরা নিজের শরীরটাকেও ভুলছ এবং এই ঠাকুরদাদার শরীরটাকেও ভুলছ। দেহী-অভিমানী হতে হবে। এনার শরীরটাকে স্মরণ করতে হবে না। শিববাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে রাজযোগ শেখান। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী। তিনি এখন বসে আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন।

বৃদ্ধাদের জন্যেও এই জ্ঞান খুবই সহজ। দুনিয়ার স্কুলে তো বুড়ি মাতারা কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু এই জ্ঞান সকলের জন্যই সহজ। বাবা কেবল বলেন-আমাকে স্মরণ কর। যেমন মৃত্যুর আগে মানুষকে বলা হয় 'রাম-রাম' বল। অধিকাংশ মানুষ বানপ্রস্থের পরেই গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেয়। কিন্তু বাবা এখন বলছেন, সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। বৃদ্ধ-যুবক-বাচ্চা সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না। মানুষ জিঞ্জিষ করবে- তোমরা কি সকলের মৃত্যু নিয়ে আসার জন্য কি প্রস্তুত হয়ে গেছ? কিন্তু সকলের মৃত্যু তো হবেই। কোনো কোনো বাচ্চা প্রশ্ন করে- বাবা, এখানে আর কতদিন থাকব? আমরা তাড়াতাড়ি যেতে চাই। এখানে খুব দুঃখ। ভবিষ্যতেও এইরকম বলবে। বাবা বলছেন, এইরকম কেন বলছ? আরে, এখন তো তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে রয়েছ। এরপরে তো ডিগ্রী কমে যাবে। ওখানে গিয়ে দৈব-সন্তান হবে। এখন এই শীতল কোল তো খুবই আরামদায়ক। ওখানে (স্বর্গে) কেবল শীতলতাই থাকবে। কিন্তু এখানে তো গরমকেও শীতল করা হয়। এইরকম বলা উচিত নয় যে তাড়াতাড়ি কর। এখন তো আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু। সকল গায়ন তো এই সময়ের জন্যই। দিলওয়াড়া মন্দিরও এই সময়ের স্মৃতি চিহ্ন। বাবা সৃষ্টির সকল আত্মাদের হৃদয় জিতে নেন। দিলওয়াড়া মন্দির সকলের জন্য। আত্মা তার শরীরের দ্বারা আহ্বান করে- বাবা, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে নতুন বানাও, আমরা পুরাতন হয়ে গেছি। আত্মা এবং শরীর দুটোই পুরাতন। আত্মা এখন বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ হয়ে গেছে। মানুষদেরকে তো অন্ধ বলা যাবে না। তাদের তো চোখ আছে। কিন্তু বুদ্ধি অন্ধ হয়ে গেছে। স্মরণ করার জন্য আত্মার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, সে সবকিছু ভুলে গেছে। গোপীদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো কোনো জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পাঠায়। যেসকল গোপীরা বন্ধনে আছে, তারা ছোট ছোট গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ

পাঠায়। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, সত্যযুগে গৃহস্থ আশ্রম ছিল, সকলে পবিত্র ছিল। এখন তো বিশ্বের জন্য কত ঝামেলা করে। এটা বুঝতেই পারে না যে এখানে নির্বিকারী বানানো হয়। নির্বিকারী হলে কি হওয়া যাবে সেটাও জানে না। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র হওয়ার জন্য পালিয়ে যায়। কিন্তু ওরা জানেই না যে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাব। ওরা এইসব কথা বিশ্বাস করে না। বর্তমানে এত দুঃখ হওয়ার জন্য ওরা ভাবে যে এর থেকে মোক্ষ বা মুক্তি অনেক ভাল। বাবা বুঝিয়েছেন, এই ড্রামাতে কেউই মোক্ষ বা মুক্তি পেতে পারে না। তোমরা এখন জেনেছ। বাবা বলছেন, কেবল এইটা স্মরণ কর যে আমাদের ৪৪ জন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এখন বাবা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা স্মরণ না করলে অনেক ঝড়-ঝাপটা আসবে। বিবেক বলে- নিরন্তর স্মরণে থাকা খুবই কঠিন। যদিও বাবা বলেছেন যে আমরা হলাম কর্মযোগী, কিন্তু দেখা গেছে যে কর্ম করার সময়ে বাবা স্মৃতিতে থাকে না। এইরকম অবস্থা হওয়ার জন্য টাইম লাগে। এর জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কলেজে যারা খুব পুরুষার্থ করে, তাদের সারা রাত-দিন পড়াশুনা করার হবি থাকে। তারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে স্কলারশিপ নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টা করে। তারপর খুব খুশী হয়ে যায়। এখানে বাবাও বলছেন - তোমরাও ভালোভাবে পড়াশুনা করে স্কলারশিপ নিয়ে নাও। আগে সিংহাসনের আসীন হয়ে যাও। জোরে দৌড় লাগাতে হবে। তোমরা জানো যে এখন বাবা সম্মুখে বসে আছেন। তিনি ডাইরেক্ট এই রথে বসে থেকে “বাচ্চা-বাচ্চা” বলছেন এবং কথা বলছেন। ব্রহ্মার শরীর হল মুখ্য। বাবা বলছেন, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা এতদিন ধরে আহ্বান করতে- বাবা, তুমি এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার। আমিও নিরাকার। তোমরা ভক্তিমার্গে বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল অনুমান করে স্মরণ করতে। এখন সামনে বসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তোমাদের তো নিজস্ব শরীর অর্থাৎ আধার আছে। আমাকে এই শরীরটা লোন নিতে হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন- এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা কর। যদি অন্য কিছু স্মরণে আসতে থাকে, তাহলে শাস্তি পেতে হবে। যতটা সম্ভব অন্যদের স্মৃতি ভুলে যাও। যাত্রাতে যাওয়ার সময়ে তো কেবল সেই কথাই স্মরণে থাকে। ব্যাস, আর একটু গেলেই আমরা গ্রীনাথদ্বারে পৌঁছে যাব। তোমাদের এই যাত্রা হল সত্যিকারের রুহানি যাত্রা। আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগায়। তারপর শরীর নির্বাহের প্রয়োজনে কর্ম করার জন্য এখানে আসা যাওয়া করে। যেখানেই থাক না কেন, বাবা যেন সর্বদা স্মৃতিতে থাকে। তোমরা জানো যে ভগবান সর্বব্যাপী নয়। তিনি হলেন বাবা। বাবার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী বলে দিলে তো তার কোনো অর্থই হয় না। বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতে হয়। বাবা নিজে কখনো উত্তরাধিকার পাওয়ার আশা রাখে না। কিন্তু বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার আশা রাখে। এই বাবার অন্তরেও আছে যে আমাকে উত্তরাধিকার দিতে হবে। এটা হল বাবা বাচ্চার সম্বন্ধ। বাচ্চারা উত্তরাধিকার নেবে, আর বাবা উত্তরাধিকার দেবেন। বাবা আর কি নেবেন! তিনি তো কেবল দেবেন। সৎ আত্মার ওপরে সাহেব রাজি হন। তাই অনেক সৎ হতে হবে। তোমরা সবাই সন্তান। তাই যিনি উত্তরাধিকার দেন, সেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যারা কাঁচা বাচ্চা, তাদের বাবার স্মরণ স্থায়ী হয় না। শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্ম কর, কিন্তু অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের স্মরণের যাত্রা রেজিস্টার সঠিক হতে থাকলে খুশিও স্থায়ী হবে। মানুষের যেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় সেটাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধিতে থাকতে হবে আমাদের ৮৪ জন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নাটকও সম্পূর্ণ। এখন আমরা আমাদের গৃহে ফিরে যাব। সেইজন্য বাবা বলেন - "আমাকে স্মরণ করো"। গীতাতেও দুই বার "মন্মনাভব" শব্দটি লিখা রয়েছে। যদিও কিছু কিছু সত্য কথা রয়েছে তাতে, যেমন আটকাতে যেটুকু নুন।

অন্যান্য ধর্মের লোকদের কাছে চিত্র ইত্যাদি কিছুই নেই, তোমাদের চিত্র রয়েছে (মন্দিরে মন্দিরে দেব দেবীদের মূর্তি বা চিত্র)। আজমের ব্রহ্মারও চিত্র রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড অনেক প্রকারের হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। কত প্রকারের ভাষাই রয়েছে দেখো ! বাচ্চারা জানে যে, আমাদের রাজধানীতে একটিই ভাষা থাকবে। সেখানকার ভাষাই হবে অন্য রকম। সংস্কৃত ইত্যাদি নয়। বাচ্চারা (যখন তারা সাক্ষাৎকার করতেন) সেখানকার ভাষা ইত্যাদিও এসে শোনাত। বাচ্চারা, এখন তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। আর সেখানে আমাদের নিজেদের ভাষা হবে। এখানকার ভাষা ওখানে থাকতে পারে না। সৃষ্টি নাটকের চিত্রনাট্য অনুযায়ী আবার তারাই রাজমহল ইত্যাদি বানাবে। এখানে যেমন ব্রিটিশ সরকার নতুন দিল্লি বানিয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা দিল্লি নাম রাখব না। এই পুরোনো দুনিয়া তো খতম হয়ে যাবে। আমাদের একেবারে নতুন দুনিয়া চাই। সেখানে যে হীরে মণি মণিকের প্রাসাদ বানানো হবে। এখন তো সেই সব প্রাসাদ নেই। আমাদের বুদ্ধি বলে আমরা অনেক ফার্স্ট ক্লাস প্রাসাদ বানাবো। এটা তো হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। নিজেদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা করা উচিত। দিদি, ভাই - আমরা সেই দুনিয়ায় যাব, যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের রাজধানীতে প্রজা পালন করব। এমন এমন পোষাক ইত্যাদি পড়ব। আগে প্রত্যেকে সত্যিকারের গয়নাগাটি পড়ত। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে কত কত গয়না থাকবে ! শিবের মন্দির কেমন হবে ? শিবলিঙ্গও হীরের বানাত। এসবও হল বোঝার বিষয়। আমাদের শিববাবার মন্দিরকে মুসলিমরা এসে কত বার লুণ্ঠন করেছে ! যা কিনা ভক্তি মার্গের শুরুতে বানানো হয়েছিল। তোমরা জানো যে, দ্বাপর যুগে শিববাবার মন্দির বানানো হয়েছিল। নিজেই পূজ্য থেকে তারপর পূজারী হয়ে যায়। সবার প্রথমে সোমনাথের মন্দির বানান হয়েছিল। সোমরস বলা হয় নলেজকে। সেই নলেজ প্রদানকারী হলেন শিববাবা, যার দ্বারা তোমরা ধনী হয়ে যাও। তারপর সেই ধনের দ্বারাই সেই শিববাবার মন্দির বানিয়ে থাকো। পূজা ও তো হবে, তাই না ! বাড়িতে বাড়িতে মন্দির বানায়। তোমরা জানো যে, যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে, তখন তোমরাই পূজারী হয়ে মূর্তি ইত্যাদি বানাবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - আমরা এখন প্রেমিকা (আশিক) হয়েছি প্রীতম (মাশুক) পরমাত্মার। ওঁনার থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য। বাইরের দুনিয়ায় তারা বিকারের জন্য প্রেমিক - প্রেমিকা হয়। আর এ হল আত্মা, পরমাত্মার জন্য যে প্রেমিকা হয়। দেখতে তো পাও - সকল ভক্ত তাঁকেই স্মরণ করে। সেই প্রীতমের মহিমা অনেক মহান ! যে সব প্রেমিকার পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে তিনি পবিত্র বানান। আত্মা-ই পতিত, আত্মা-ই পবিত্র হয়। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) স্ফলারশিপ নেওয়ার জন্য ভালো ভাবে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে হবে, সিংহাসনে বসার জন্য রেস লাগাতে হবে। কাজকর্ম করতে করতেও তারই স্মরণে থাকতে হবে।

২) আমরা রয়েছি এক আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে, সেইজন্য অন্য সমস্ত কিছুকে বুদ্ধি থেকে নিষ্কাশিত করে দিয়ে একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। স্মরণের রেজিস্টার ঠিক রাখতে হবে।

বরদানঃ - আত্মিকতার (আধ্যাত্মিকতা, রূহানিয়ত) শক্তি দ্বারা দূরের আত্মাদেরকে সমীপতার অনুভব করতে সমর্থ মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

বিজ্ঞানের উপকরণ গুলির দ্বারা যেমন দূরের সব কিছুই কাছে অনুভব করা যায়, তেমনই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা দূরের যে কোনও বস্তুকেই কাছে অনুভব করা সম্ভব। যেমন যে সব আত্মারা আমাদের সাথে রয়েছে, তাদেরকে যেমন আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই, তাদের কথা শুনতে পাই, তাদের সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারি, সহযোগের আদান প্রদান করতে পারি, তেমনই আধ্যাত্মিকতার (রূহানিয়তের) শক্তি দ্বারা দূরের আত্মাদেরও সমীপ অনুভব করানো সম্ভব। কেবল তার জন্য মাস্টার সর্বশক্তিমান, সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ স্থিতিতে থাকো আর সংকল্প শক্তিকে স্বচ্ছ বানাও।

স্লোগানঃ - নিজের প্রতিটি সংকল্প, বোল আর কর্ম দ্বারা অন্যদেরও অনুপ্রেরণা প্রদানকারীই হল প্রেরণার প্রতিমূর্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আমি মরলে দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। বাবার হয়ে যাওয়া মানেই দেহ-
অভিমান ছিল হওয়া। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মৃতিতে না থাকে

প্রশ্ন : - অন্তিম সময় এগিয়ে আসছে দেখে কোন্ স্লোগান সবসময় স্মরণে রাখতে হবে ?

উত্তর : -- "কারো ধন ধুলোয় বা মাটিতে মিশে যাবে, কারও ধন রাজা কেড়ে নেবে" (কিনকী
দবী রইগী ধূল মে, কিনকী রাজা খ্রাৎ") অর্থাৎ অন্তিম সময়ে স্থূল ধন নানা ভাবে বিনষ্ট হবে,
কিন্তু যে নিজ ধন এই সময় পরমাত্ম কার্যে ব্যয় করবে, তার ধন অনেক জন্মের জন্য সফল হয়ে
যাবে । এই স্লোগান সবসময় স্মরণে রাখতে হবে, কেননা দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়বে আর এতে
সবার মৃত্যু ঘটবে । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছ, তোমাদের সবকিছু
সফল হতে চলেছে । তোমরা একটা জন্ম বলী চড়ে আর বাবা, ২১ জন্মের জন্য তোমার হয়ে যান
(বলীহার যান) । ২১ জন্ম তোমাদের লৌকিক মা-বাবার কাছ থেকে বর্ষা নেবার প্রয়োজন নেই
। দ্বাপর থেকে কর্ম অনুযায়ী ফল প্রাপ্তি হয় ।

গীত : - আমি একজন ছোট শিশু, তুমি হলে বলবান, প্রভু আমার লাজ রাখো

ওম্ শান্তি । মানুষ তো জানে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান । ভগবানকে পরমপিতা পরমাত্মা
বলা হয় । যেমন উচ্চ তাঁর নাম, তেমনই উচ্চ তাঁর স্থান । সর্বোচ্চ মূলবতনে তিনি বাস করেন ।
এখন যখন তাঁকে গডফাদার বলা হচ্ছে, প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর সন্তান হবে। এমন তো বলতে পারেনা
যে, আমিই গডফাদার । সর্বব্যাপী বললে তো সবাই গডফাদার এটাই প্রমাণ হয় । তিনি সব স্থানের
উর্ধ্বে পরমধামের নিবাসী, পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান ; তাই
তো ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করে । বলাও হয় -- ভক্তকে ভক্তির ফল প্রদান করতে ভগবানকে
আসতেই হয় । সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । ক্রিয়েটর যখন, নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়াই রচনা
করবেন । তিনি কোথায় আসবেন ? পতিত দুনিয়াতে ? না পবিত্র দুনিয়ায় ? দেখ, এটাই ভালোভাবে
বুঝে ধারণ করতে হবে । তোমরা কেউ ছোট নও, শরীরের অরগ্যান্সতো বড়ো তাই না ! তোমরা
জান সবাই বাবাকে স্মরণ করে ; বুঝেছে এ হলো দুঃখের দুনিয়া । বলে আমাদের এমন জায়গায়
নিয়ে চল, যেখানে সুখ, শান্তি আছে । ড্রামা অনুযায়ী বাবাকে আসতেই হয় । ড্রামা পূর্বনির্ধারিত
তাই এর কোনও পরিবর্তন হয়না । ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি চক্রাকারে বারংবার রিপিট হবে । ৪
টে যুগ সার্কেল অনুযায়ী ঘুরে আসবে । কলিযুগের পরে আসে সঙ্গমযুগ । কলিযুগ আর সত্যযুগের
মধ্যবর্তী সময়টুকু হলো কল্যাণকারী । এই সঙ্গমযুগকে বলা হয় - পুরুষোত্তম যুগ ; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ
থেকে শ্রেষ্ঠতর পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। এই যুগের মত উত্তম (শ্রেষ্ঠ) যুগ আর নেই । সত্য -
ত্রৈতার সঙ্গমযুগও কোনও উচ্চ যুগ নয়, কারণ ঐ সময় দুই কলা সুখ কমে যায় । এই সঙ্গমযুগেরই
মহিমা আছে । তোমরা জান বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চতম, তবে এমন নয় যে, তিনি সর্বব্যাপী ।
বাচ্চারা কতো ভুল করে, যদিও এই ভুল ড্রামা অনুসারে হয় । আমিই এসে সব ভুল ঠিক করি ।
বাবা বলেন, আমাকে তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান বল, কিন্তু আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের
আমার থেকেও উচ্চ বানাই ,তবেই তো ভক্তরা স্মরণ করে ।

আমাকে সর্বব্যাপী বলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আর নিজেরাই কাঙাল দুঃখী হয়ে গেছে । ভারত সুখধাম ছিল এখন দুখধাম হয়ে গেছে । এখন বাবা বলছেন -- আমি তোমাদের আমার থেকেও উচ্চ বানাই । আমি পরমধাম ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী, তোমরাও সেখানে থাক ; এখানে আস পাট্ট বাজাতে । জান যে, ব্রাহ্মণদের স্থান হলো উচ্চ থেকে উচ্চ শিখরে। তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার চিহ্ন (রূপ) কেমন ? তিনি হলেন স্টার (জ্যোতির্বিদ্যু স্বরূপ) । যেমন আল্লা তেমনই পরমাল্লা । দুই ভ্রুকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র । আল্লার রূপই হলো স্টার সদৃশ । এ সবই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। সমস্ত আল্লারাই ব্রহ্মাণ্ডে নিরাকার ঝাড়ে বাস করে, যাকে নির্বাণধাম ও বলা হয় । আল্লারা নিরাকার দুনিয়ার সুইট হোম থেকে আসে । এখন তো দুঃখধাম, কতো পার্টিশন (ভাগ) । সত্যযুগে কোনও পার্টিশন ছিল না। ভারত উচ্চখন্ড ছিল । বাবাকেই সত্য বলা হয় । বাবা বলেন, আমি সত্যখন্ড স্থাপন করতে আসি নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করব । পুরানো দুনিয়াতো শেষ হয়ে যাবে । এখন দুখের পাহাড় ভেঙে পড়ার সময় হয়েছে , স্কুল যা কিছু আছে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে । ওরাও জানে, আমরা যে বোমা তৈরি করছি ; একে অপরকে রক্তবর্ণ চোখ দেখাচ্ছি শেষ পর্যন্ত সবই শেষ হয়ে যাবে । যদিও ওরা জানেনা, এসব বানাবার জন্য কে বা কারা প্রেরণা যোগাচ্ছে । গীতাতেও আছে ক্ষেপণাস্ত্র তাদের পেট থেকে বেড়িয়ে এসেছে । এসবই হলো বুদ্ধির প্রশ্ন । বোমা তৈরি করে নিজেদের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য । যাদব - কৌরব - পান্ডব -- এরা তিন সেনা তাইনা ! যাদব আর কৌরব একে অপরের সাথে লড়াই করে শেষ হয়েছে, বাকি কৌরব আর পান্ডবদের মধ্যে কোনও লড়াই হয়নি । তোমাদের কারো সাথে লড়াই নেই । যোগবলে তোমরা রাজস্বয়ি হয়েছ । সন্ন্যাসীরা হঠযোগ ঋষি । ওদের হলো শঙ্করাচার্য আর ইনি হলেন শিবাচার্য । কৃষ্ণ আচার্য বলা হয়না ।

ইনিও এখন নলেজ নিচ্ছেন আবার কৃষ্ণ হবার জন্য । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তোমরা পতিত কাঁটা থেকে দৈবী ফুল হচ্ছে । গীতাতেও শুনেছ -- অজামিলের (অত্যন্ত পাপী যার পাপ পুণ্যের বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে) মতো পাপীদের এসে উদ্ধার কর । গাওয়াও হয় হে পতিত পাবন, তিনিই হলেন সদ্ধরু ; যিনি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার ও রাজা বানান । এই হলো এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) । এটা পাঠশালা না! এখানেই আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠি । এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই । স্কুলেও অধ্যয়ন কালে এইম অবজেক্ট থাকে, তাইনা ! তোমরা বাবার কাছে এসেছ বেহদের অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করতে । ওখানকার (সত্য যুগ) বর্ষা এখানেই গ্রহণ করতে হবে । ওখানে হলো সুখধাম আর এখানে দুখধাম । গীত শুনেছ -- আমি ছোট শিশু তোমরা বাচ্চা তাই না ! কেউ ২৫ বছরের, কেউ ২০ বছরের । বাবা বলেন, একদিনের বাচ্চাও অবিনাশী বর্ষা নিতে পারবে । বেহদের বাবা আবার ভারতকে হীরেতুল্য বানাতে এসেছেন । সত্যযুগে এতো হীরে জহরতের মহল ছিল যে বলার নয়। তারপর যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয় , পতিত রাজারা বসে সোমনাথের মতো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । রাজাদের কাছেও মন্দির থাকে । আজকালতো কত মন্দির তৈরি হচ্ছে । সবচেয়ে মুখ্য মন্দির কে নির্মাণ করেছিল ? যে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই বানিয়েছে । নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী -- এই মহিমা পরমপিতা পরমাল্লার জন্য নয় । ওঁনার মহিমা সবার থেকে আলাদা । প্রতিটি মানুষের মহিমা আলাদা। উচ্চ থেকে উচ্চতর মহিমা বাবার, যার কাছ থেকে তোমরা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী বর্ষা পাও । তারপর দ্বাপর থেকে তোমরা লৌকিক বাবার বাচ্চা হয়ে যেমন কর্ম কর, সেই অনুসারে জন্ম গ্রহণ করতে থাক । ধন দান করলে একজন্ম অল্প কালের সুখের বর্ষা প্রাপ্তি হয় । রাজারাও তো

রোগগ্রস্ত হয় তাইনা ! স্বর্গে তোমরা রোগগ্রস্ত হওনা । তোমাদের গড়পড়তা আয়ু হয় দেড়শ বছর । ওখানে কত হেল্দি থাক, রোগ ,দুঃখের ইত্যাদির নামই নেই । শিববাবা বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন । একে বলে হাতে স্বর্গ পাওয়া । পুরুষার্থ করতে হবে -- সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী অথবা বিত্তবান, প্রজা যে বংশেই যেতে চাওনা কেন ! তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো কৃষ্ণের মতো সর্ব গুণসম্পন্ন হওয়া । কৃষ্ণ উবাচ কখনও হয়নি । এ হলো ভগবানুবাচ । বোঝানো হয়েছে -- এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, রাজস্ব অর্থাৎ স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্যই এই যজ্ঞ রচিত হয় । শাস্ত্রে অনেক বড়ো বড়ো কাহিনী লেখা হয়েছে । বাবার কাছে সমর্পণ করলে বাবাও ২১ জন্মের জন্য বলিহারি হন তোমরা বাচ্চাদের জন্য । বাবা তোমাদের উচ্চ থেকে উচ্চ বানান । ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসীরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক না ! তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হও, আমি বিশ্বের মালিক হইনা । তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে আসি। তোমরা ডেকে বল -- পতিত পাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও ; তবে সর্বব্যাপী কি করে হলো ? সন্নতি দাতা পতিত পাবন একজনই বাবা । এই সময় সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রত্যেককে সতো -রজো -তমোর মধ্য দিয়ে যেতে হবে । প্রতিটি বীজ প্রথমে সতোপ্রধান থাকে পরে তমোপ্রধান হয়ে যায় । সত্যযুগে ও দেবী -দেবতারা ছিল সতোপ্রধান, তারপর ত্রেতায় সতো ; রাম রাজ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ । তারপর রজোতে বৈশ্য, তমোতে শূদ্র বর্ণ । নানা রকমভাবে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । বাবা আর ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে দিয়েছে । তোমরা ব্রাহ্মণ দেবতাদের থেকেও উচ্চ, কেননা তোমরা ভারতের জন্য উচ্চ মানের সেবা কর । তোমরা শ্রীমত অনুসারে চল । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান শ্রী শ্রী শিববাবা দ্বারা তোমরা শ্রীমত পাও, যা পালন করে তোমরা শ্রী লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে ওঠো । তারপর মায়া প্রবেশ করলে তোমরা আসুরি বৃত্তি ধারণ কর । কল্পে -কল্পে বাবা এভাবেই এসে বোঝান । বাবা জ্ঞানের কলস তোমরা মাতাদের দিয়েছেন -- মানুষ থেকে দেবতা বানানোর কার্য সঁপেছেন । সন্ন্যাসীরাতো মাতাদের নরকের দ্বার মনে করে, তাদের নিন্দা করে তারপর সেই মাতাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চায় ,আর তাই ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকে ; এ কারণেই তারা কোনও পরিবারে পুনর্জন্ম নেয় এবং আবার সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায় । পূর্ণজন্ম না নিলে এত সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসেছে? ভারত পবিত্র ছিল, একে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হতো । মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে তাদের মহিমা করে -- তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, তারপর নিজের সম্পর্কে বলে -- আমি নিগুণ পাপী, কোনও গুণ নেই আমার মধ্যে । সর্বগুণ সম্পন্ন -- এই মহিমা শিববাবার জন্য নয় । এ মহিমা দেবতাদের জন্য । সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে রাম - সীতার সামনে গিয়েও মহিমা করতে থাকে । শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু কিছুই জানেনা । সেইজন্য বাবা বলেন -- তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলেছে । দেবতাদের তৃতীয় নেত্র হয়না । চিত্রে দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় ,বাস্তবে তৃতীয় নেত্র তোমাদের । যদিও তৃতীয় নেত্র খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায় । বাচ্চারা নতুন জ্ঞান, নতুন কথা অবাক হয়ে শোনে, পড়ে, অন্যদেরও শোনায় ; তারপর কোনও কথায় সংশয় এলেই বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। অনেক ভালো-ভালো বাচ্চারা মায়ার কাছে হেরে যায় । বাবা যুদ্ধ করতে শেখান, ৫ বিকারের উপর জয়ী হবার জন্য , বাকি যুদ্ধ বলে কিছু নেই । তোমরা এখন ব্রহ্মা বংশী ,এরপর দেবতা হবে । এখন শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছ । পুরো সৃষ্টি চক্র এ সময় বুদ্ধিতে আছে । নাটক শেষ হতে চলেছে, বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । মায়া সবাইকে পতিত বানিয়েছে । এখন বাবা বলছেন -- যোগ অগ্নি দ্বারা তোমরা বিকর্মাঙ্গীত (বিকর্মের উপর বিজয়) হও । এতেই পরিশ্রম আছে । আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই , শুধু বাবাকে স্মরণ কর । বাবা আমি তোমার ছিলাম । তুমি আমাদের সত্যযুগে পাঠিয়েছ ,সেখানে আমরা পুনর্জন্ম নিয়েছি

,তারপর ত্রেতায় এসেছি সেখানেও পুনর্জন্ম নিয়েছি । বাবাও একথা বলেছেন :- তোমরা তোমাদের জন্ম সম্পর্কে জানোনা, আমি বলছি । মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় ? ৮৪ লাখের কোনও কথাই আসেনা । কল্পের আয়ুই হলো ৫ হাজার বছর । ঐ শাস্ত্র তোমাদের গভীর নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল, বাবা এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন । তোমরা জেগে উঠে বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করছ । তোমরা ছোট বাচ্চা, কেউ ৩ মাসের, কেউ ৪ মাসের । তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া এখন তোমাদের কাছে মৃত । বাবার হওয়া অর্থাৎ দেহভাব ছিল হওয়া । বাবা বলেন, শরীরে থেকেও, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমলফুলের মতো পবিত্র থাক । সত্য যুগে তোমরা পবিত্র সঙ্কল্পে ছিলে এখন অপবিত্র অধার্মিক গৃহস্থ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ । তোমরা দেবী-দেবতা ধর্ম সম্প্রদায়, তোমরাই ৮৪ ধারণ কর । ভক্তি ও তোমরাই শুরু কর, পূজ্য থেকে পূজারী তোমরাই হও । প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছ । এখন ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে । আবার তোমরা বাবার কাছে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করছ । বাবাকে সঙ্গমযুগেই আসতে হয় । ওরা যুগে -যুগে ঈশ্বরের আসার কথা বলে । এ ক্ষেত্রে ৪ যুগ বলা উচিত । তারপর ও ২৪ অবতার, কচ্ছ -মচ্ছতে কিভাবে তারা বলতে পারে ? গড একজন ,রচয়িতা একজন আর তাঁর রচনাও একটি । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি, মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা গুডমরনিং ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য বাবার প্রতি সমর্পণ হতে হবে । এইম অবজেক্ট সদা সামনে রেখে চলতে হবে । পুরুষার্থ করে সূর্য বংশী হতে হবে ।

২) বাবা জ্ঞানের যে, তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন তা যেন সবসময় খোলা থাকে, মায়ার প্রবেশ যাতে না হয় ; সেজন্য সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে । যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্মাঙ্গীত হতে হবে ।

বরদান : - সংকল্প শক্তি দ্বারা প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করতে সমর্থ সফলতা মূর্ত ভব (হও) ।

সংকল্প শক্তি দ্বারা অনেক কার্য সহজেই সফল হওয়ার সিদ্ধি অনুভব হয় । যেমন স্থূল আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রদের দেখা যায়, তেমনই বিশ্ব বায়ুমণ্ডলের আকাশের চতুর্দিকে সফলতায় জ্বলজ্বল করতে থাকা নক্ষত্রদের তখনই দেখা যাবে, যখন তোমাদের সংকল্প শ্রেষ্ঠ আর শক্তিশালী হবে । সদা এক বাবার স্মরণেই একাত্ম হয়ে থাকলে, তোমাদের রুহানী নয়ন, রুহানী মূর্তি এক দিব্য দর্পণ হয়ে উঠবে । এমন দিব্য দর্পণই অনেক আত্মাদের আত্মিক স্বরূপের অনুভব করাতে সমর্থরাই সফলতার প্রতিমূর্তি হয় ।

স্লোগান : - নিরন্তর ঈশ্বরীয় সুখের অনুভব করতে সমর্থরাই বেকিকির বাদশাহ হতে পারে ।

ডবল লাইট স্থিতির দ্বারা মেহনত সমাপ্ত

আজ, দূর দেশের অধিবাসী বাপদাদা, তাঁর দূরদেশী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। সবাই তোমরা দূরদেশ থেকে এসেছো, আর বাপদাদাও দূরদেশ থেকে এসেছেন। বাপদাদার দেশ সবচাইতে দূরে আর সবচাইতে কাছে। এতটাই দূরে যে এই সাকার দুনিয়ার বাউন্ডারির উর্ধ্বে, এক আলাদা দুনিয়া। সবাই তোমরা এসেছো সাকার লোক থেকে আর বাপদাদা সাকার লোকেরও উর্ধ্বে পরলোক থেকে ভায়া সূক্ষ্মবতন হয়ে ব্রহ্মাবাকে তাঁর সাথে নিয়ে এসেছেন। আর এতই কাছের যে সেকেন্ডে তিনি এখানে পৌঁছাতে পারেন, তাই না ! তোমাদের এখানে আসতে কতো ঘন্টা লেগে যায়, কতো পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থ খরচ করতে হয় ! কতো সময় লাগে সেই অর্থ একত্রিত করতে ! আর বাবার বতনে আসা যাওয়ায় খরচাই লাগেনা। শুধু স্নেহের পুঁজি নিয়ে তোমরা এক সেকেন্ডে সেখানে পৌঁছাতে পারো। কোনো রকম মেহনত লাগেনা। বাপদাদা জানেন যে রাজ্য ভাগ্য হারানোর পর তোমরা বাচ্চারা অনেক জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তন, মন, ধন দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করেছো। তোমরা ছিলে বিশ্বের মালিক, মুকুটধারী, সিংহাসনাসীন, সর্ব প্রাপ্তির ভাণ্ডারের মালিক ! এমনকি প্রকৃতিও ছিল তোমাদের দাসী। তোমরা এমন রাজ্য অধিকারী, যাদের রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব ছিলো, কিন্তু এখন সেই তোমরা অধীন হয়ে কি করছো ? চাকরি করছো ! সুতরাং, এটা তো মেহনতই হলো, তাই না ! কোথায় রাজা আর কোথায় রোজগার করে খাওয়া গভর্নমেন্টের ভৃত্য ! শরীর নির্বাহ করার জন্য কতো জন্ম কত কিছু করছো, বাবার সাথে মন জুড়ে নিতে কত রকম ভিন্ন ভিন্ন সাধনা, অনেকরকম ভক্তি এবং ধন জমা করতে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন কার্য করেছ। এইরকম মুকুটধারী এবং সিংহাসনাসীন সুখে শান্তিতে নিজেদের পালিত হতে কত কিছু করতে হয়েছে ! তাই বাচ্চাদের মেহনত দেখে বাপদাদা তোমাদের মেহনত থেকে মুক্ত করে সহজ যোগী বানিয়ে দিয়েছেন। এক সেকেন্ডে তিনি তোমাদের স্বরাজ্য অধিকারী বানিয়েছেন, মেহনত থেকে রেহাই দিয়েছেন। সবাই তোমরা এটা ভাবো যে বাবা তোমাদের চাকরি থেকে রেহাই দেননি। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে এখন যা কিছুই করছো নিজের জন্য করছো না, ঈশ্বরীয় সেবার জন্য তোমরা করছো। নিজের কাজ মনে করে করছো না। ট্রাস্টি হিসেবে করছো, এইজন্য মেহনত ভালোবাসায় পরিণত হয়ে গেছে। বাবার ভালোবাসায়, সেবার ভালোবাসায়, মিলনোৎসবের ভালোবাসায় তোমরা মেহনত বৃদ্ধিতে পার না।

দ্বিতীয়তঃ, বাবা হলেন করাবনহার, আর তোমরা নিমিত্ত, অর্পিত কাজ সম্পাদন করো। সর্বশক্তিমান বাবার শক্তি দ্বারা অর্থাৎ তোমাদের স্মৃতির কানেকশন দ্বারা এখন নামমাত্র কার্য করো। যেমন বিদ্যুতের কানেকশনে বড়ো বড়ো মেশিনারি চলে। সুতরাং আধার হলো লাইট (বিদ্যুৎ)। সবাই তোমরা কর্ম করাকালীন কানেকশনের আধারে নিজেরাও ডবল লাইট হয়েই চলতে থাকো, তাই না ! যেখানে ডবল লাইটের স্থিতি সেখানে মেহনত আর মুশকিল শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের চাকরি থেকে নিস্তার পাওনি, কিন্তু মেহনত থেকে তো নিস্তার পেয়েছো, তাই না ! সুতরাং ভাবনা এবং ভাব বদল হয়ে গেছে। ট্রাস্টি হওয়ার ভাব এবং ঈশ্বরীয় সেবার ভাবনা তো বদল হয়ে গেছে, তাই না ! এখন আপন হওয়ার উপলব্ধি আছে, তাই তো ? তিন পা জমিন, যা তোমরা পেয়েছো সেটাও তোমরা বাবার ঘর বলো, নিজের ঘর বলোনা, তাই না ! তোমরা নিজের ঘরে থাকো না, বাবার ঘরে থাকো। বাবার ডিরেকশনে কার্য করো। নিজের ইচ্ছা বা নিজের প্রয়োজন

অনুসারে তোমরা কোনকিছু করোনা । বাবার ডিরেকশনে তোমরা নিশ্চিত এবং ন্যারা অর্থাৎ পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে করো । যা কিছু তোমরা লাভ করো তা বাবার অথবা সেবার জন্য । এমনকি যদি তোমরা শরীরের জন্য কিছু ব্যবহারও করো তো সেই শরীরও তো তোমাদের নয় । সেও তো তোমরা বাবাকে দিয়ে দিয়েছ, তাই না ! তন, মন ধন সবকিছুই তো বাবাকে দিয়েছো নাকি নিজের জন্য কিছু একধারে করে রেখেছো ? এইরকম তো নও, তাই না ? তোমরা সব বাচ্চাদের বহু জন্মের মেহনত দেখে বাপদাদা এখন থেকে আগামী অনেক জন্মের মেহনত থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছেন । বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে এটাই ভালোবাসার লক্ষণ ।

ঠিক যেমন তোমরা বাবার সাথে বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছ, তেমনই বাবাদাদাও তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । ব্রাহ্মবাবাকে তিনি সূক্ষ্মবতন থেকে নিয়ে এসেছেন । তোমাদের প্রতি ব্রাহ্মাবাবার স্নেহ বেশি । বাবার তো আছেই, কিন্তু ব্রাহ্মাবাবার স্নেহ বেশি । ডবল বিদেশিদের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ, কেন ? ব্রাহ্মা বলেন, অনেক সময় ধরে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের আমি আহ্বান করেছি । কতো বছর আগে বাচ্চাদের আহ্বান জানিয়েছি । সেই আহ্বানের কারণে তোমরা বিদেশ থেকে এখানে বাবার কাছে পৌঁছে গেছ । সুতরাং, বহু সময় ধরে যাদের আহ্বান করা হয়েছে এবং বহু সময় ধরে আহ্বানের পর যখন তারা পৌঁছেছে তো সেই বাচ্চাদের প্রতি অবশ্যই বিশেষ ভালোবাসা হবে, তাই না ! ব্রাহ্মাবাবা অনেক স্নেহের সাথে তোমাদের সবাইকে আহ্বান করেছেন, সাকার রূপে তোমাদের উত্তরাধিকারী বানানোর । বুঝেছো তোমরা ? অবিরত তোমরা শুনে আসছো, কতো বছর আগে কিভাবে তোমাদের জন্ম দেওয়া হয়েছে ! গর্ভে তো তোমরা আগেই এসেছিলে, কিন্তু সাকার রূপে তোমরা পরে জন্ম নিয়েছো । এই কারণে ব্রাহ্মাবাবার বিশেষ স্নেহ আছে আর তাঁর স্নেহ আছে কারণ তিনি ভবিষ্যতের ভাগ্য জানেন ।

জানকী দাদীকে দেখে বাবা বললেন - ঠিক ডবল বিদেশিরা যেমন বাবাকে দেখে খুশি হয়, তোমাকে দেখেও তারা খুশি হয় কারণ সাকার রূপের মাধ্যমে বাবার থেকে নেওয়া পালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তারা, তোমরা যারা নিমিত্ত বাচ্চা তাদের থেকে শেখে । সেইজন্য তোমারও প্রতি সকলের বিশেষ স্নেহ আছে । দাদী অথবা দিদি যে নিমিত্ত আত্মারা আছে, তাদের মধ্যে সকলে বাবাকে দেখে । তারা বাবার পালনার এই বিশেষ অনুভবই করে । যখনই তোমরা দিদি বা দাদীর দিকে দেখ, তখন কাকে দেখ ! সাকার আধারে বাবা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন । এইরকমই অনুভব হয় তাই না ! তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের দ্বারা তারা যে পালনা লাভ করছে তাতে তোমরা লুপ্ত হয়ে যাবে আর বাবা হবেন প্রকাশমান, কারণ তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা বোলে সদা সবকিছুতে তোমরা বাবা, বাবা বলো । সেইজন্য অন্যরাও শুধু বাবা বাবা শব্দ শোনে । আজ দিদি স্বরণে আসছে । তিনি গুপ্ত গঙ্গা হয়ে গেছেন, তাই না ! এমনতেও তিন নদীর মধ্যে একটিকে গুপ্ত নদী বলা হয় । এখন দিদি তো দাদীর মধ্যেই সমাহিত, তাই না ! সূক্ষ্ম রূপে তিনিও নিজের উপলব্ধি এবং অনুভব জানাচ্ছেন কারণ তিনি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা নন । সেবার সম্বন্ধে তিনি পার্ট প্লে করতে গেছেন । কর্মবন্ধনে বেঁধে থাকা আত্মারা শুধুমাত্র তারা যেখানে থাকে সেখানেই কার্য করতে পারে, সেখানে কর্মাতীত আত্মারা তাদের সেবার পার্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সর্বত্র প্লে করতে পারে, কারণ তারা কর্ম থেকে মুক্ত । এই কারণে দিদি তোমাদের সবার সাথে আছেন । কর্মাতীত আত্মাদের কোনোরকম মুশকিল হয়না ডবল পার্ট প্লে করতে । তাদের গতি অতি তীব্র । এক সেকেন্ডে তারা যেখানে ইচ্ছে পৌঁছাতে পারে । বিশেষ আত্মারা তাদের বিশেষ পার্ট অবিরতভাবে প্লে করে, সেই কারণে তিনি

হাওয়ার মতো চলে গেছেন, তাই না ! অনাদি অবিনাশী প্রোগ্রাম যেন এমনই বানানো হয়েছিলো । এও এক বিচিত্র পার্ট ছিলো । শুরু থেকেই দিদির ট্রান্সে যাওয়ার বিশেষ পার্ট ছিলো । শেষেও বিচিত্র রূপে ট্রান্সে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। আচ্ছা ।

দেশ বিদেশের চাতক বাচ্চারা, এই কল্লের হারানিধি বাচ্চারা, যারা এক এবং একমাত্র বাবার স্নেহে লাভলীন থাকে, তাদের বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ আর নমস্কার ।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকারঃ - বাপদাদা তোমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে বেছে নিয়ে এসে আল্লার বাগিচায় রোপন করেছেন । এই খুশি তোমাদের থাকে, তাই না ! সবাই তোমরা এখন রুহানী গোলাপ হয়ে গেছ । সদা অন্যদের সুগন্ধি দেওয়া রুহানী গোলাপ । যারা তোমাদের কাছে আসে বা সম্পর্কে আসে, তোমাদের সবার থেকে কি অনুভব করে ? তারা উপলব্ধি করে, তোমরা রুহানী, অলৌকিক । সমস্ত অলৌকিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে । যারাই তোমাদের দিকে দেখবে তারা শুধু ফরিস্তা রূপই দেখে । তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে গেছ, তাই না ! সদা ডবল লাইট স্থিতিতে স্থিত ফরিস্তা রূপে দেখা দেবে । ফরিস্তা সদা উঁচুতে বাস করে । ফরিস্তারূপ যদি ছবিতেও দেখানো হয় তো তাদের পাখা দেখানো হয় । যখন তোমরা ফরিস্তাদের ছবি দেখ তো তাদের সবসময়ই পাখা সমেত দেখ । কেন ? তারা উড়ন্ত বিহঙ্গ । বিহঙ্গ সদা ওপরেই ওড়ে, তাই না ! তোমরা বাবাকে পেয়েছো, উঁচু স্থান, উঁচু স্থিতি পেয়েছো । আর কি চাই !

(বিদেশি বাচ্চাদের পত্রের রিটার্ণে) সকলের অন্তরের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ স্মরণ-স্নেহের পত্র বাবা পেয়েছেন । বাচ্চারা মিষ্টি মিষ্টি রুহ-রিহানও করে আবার কখনো কখনো তারা মিষ্টি অনুযোগও করে । কবে তুমি ডাকবে, কেন তুমি আমাদের সহায় হও না যাতে আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারি । এইরকম নালিশ বাবার ভালো লাগে কারণ বাচ্চারা বাবাকে বলবে না তো কাকে বলবে ! এইজন্য তোমরা সব বাচ্চাদের স্নেহ-মমতায় বাপদাদা তৃপ্ত । সেইজন্য তোমরা বাবার প্রিয়, আর সদা বাবার প্রিয় হওয়ার কারণে রিটার্ণে তোমরাও বাবার থেকে স্নেহ আর সহযোগ লাভ করো । আচ্ছা ।

বিশেষ মহাবাক্য - রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হও

সময় অনুসারে, বিশ্বের আত্মারা এখন তোমরা সব আত্মাদের রুহানিয়তের (অলৌকিকতার) স্যাম্পল রূপে দেখতে চায় । এইজন্য রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হও । এর জন্য একব্রতা ভব - এই শব্দে শুধু অ্যাটেনশন দাও আর বারবার এটা নিজের মধ্যে আন্ডারলাইন করো এবং সম্পূর্ণ পবিত্র হও । বিদেশের সেবাতে যেমন রুহানী দৃষ্টি আর রুহানিয়তের শক্তির প্রভাব পড়ে । এমনকি তারা ভাষা না বুঝলেও তোমাদের চেহারা এবং নয়নের থেকে রুহানী দৃষ্টিতে ফরিস্তা ভাবের ছাপ লেগেই যায় । সুতরাং, এখন রুহানিয়তের গভীরে গিয়ে নিজের ফরিস্তা রূপ প্রত্যক্ষ করো । যে কর্ম বাণী দ্বারা হতে পারে তার থেকে রুহানিয়তের শক্তি অনেক বেশি কার্য করতে পারে । বাণীতে আসার অভ্যাসে যেমন তোমরা উন্নতি করেছো, তেমনই রুহানিয়তের অভ্যাস বাড়ালে, বাণীতে আসার মন হবে না ।

যারা সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যায় তাদের বৃত্তি-দৃষ্টি শুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তাদের মধ্যে রুহানিয়তের শক্তি এসে যায় । তারা শরীরের দিকে দেখেনা । প্রথমে তাদের দৃষ্টি যায় তারপর সেখানে বৃত্তি আসে ।

রুহানী দৃষ্টি অর্থাৎ নিজেকে এবং অন্যকেও রুহ হিসেবে দেখা, শরীর দেখেও শরীর না দেখা, এখন এইরকম প্র্যাকটিস হওয়া উচিত। সময় অনুসারে প্রত্যেকে এক নতুন চমক দেখতে চায়। অতএব, প্রতি কর্মে প্রতি সঙ্কল্পে, বাণীতে রুহানিয়তের শক্তি ধারণ করো। যাই হোক, রুহানিয়ত সদা কায়েম থাকবে শুধু তখনই, যখন তুমি নিজেকে এবং অন্যকে, যাদের সার্ভিসের জন্য তুমি নিমিত্ত, তাদেরকে বাপদাদার অমূল্য রত্ন মনে করে, নিজের তত্বাবধানে দেখাশোনা করবে।

তোমার মনে যে সঙ্কল্প আছে, সদা ভাবো যে তোমার মনও তোমারই তত্বাবধানে এবং এই আমানতের দেখভালে অবশ্যই কোনো হানি হতে দিও না। তাই নিজের মন আর তন, এবং যা কিছু নিমিত্ত রূপে পেয়েছো, তা' স্টুডেন্ট (জিজ্ঞাসু) হোক বা সেন্টার, বা স্কুল কোনও বস্তু সেইসবই আমানত মাত্র। আমানত বুঝে চললে অনাসক্ত থাকবে, অনাসক্ত হলেই রুহানিয়ত আসবে। তোমাদের এই দিব্য নেত্র যতই ক্রিয়ার অর্থাৎ রুহানিয়তে সম্পন্ন হবে ততোই তোমরা এই নয়ন দ্বারা বাপদাদার এবং তাঁর রচনার স্কুল, সূক্ষ্ম, মূল এই তিন লোকের ছবি এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে, যেমন তারা প্রজেক্টর-এর দ্বারা স্পষ্ট দেখে। এখন রুহানিয়তের শক্তিতে সম্পন্ন হওয়ার সময়। যদি রুহানিয়ত না হয় তবে তোমরা মায়ার নানারকম রঙে রঙিন হয়ে যাবে। এখন পরীক্ষার পেপার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও অর্থাৎ রুহানিয়তের শক্তিতে সম্পন্ন হও, তখনই সবারকম পেপারে পাশ হতে পারবে। এই শরীর ঈশ্বরীয় সার্ভিসের জন্য আমানত রূপে তোমাদের তত্বাবধানে দেখভাল করতে দেওয়া হয়েছে। তুমি যখনই কিছু দেখছো তা' আমানত হিসেবে তোমার কাছে গচ্ছিত আছে, যিনি তোমাকে তাঁর আমানত হস্তান্তর করেছেন, আমানত দেখে তুমি অনায়াসেই তাঁকে স্মরণ করো। সুতরাং, এটা বাবার আমানত মনে করে চললে রুহানিয়ত থাকবে আর এর দ্বারা বুদ্ধি সদাসর্বদা আরামপ্রদ উপলব্ধি করবে, ক্লান্ত হবে না। তোমাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের দেখভালের ক্ষেত্রে যদি তোমরা হানিকারক কিছু করো, তবে রুহানী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সদা উৎফুল্ল থাকাটা জ্ঞানের একটা গুণ। যারা উৎফুল্ল থাকবে তারা নিশ্চয়ই অন্যকেও উৎফুল্ল রাখবে। কিন্তু এতে শুধু রুহানিয়ত শব্দ অ্যাড করে নাও। হর্ষিত হওয়ার সংস্কারও একটা বরদান যা প্রয়োজনের সময় তোমাদের সহযোগ দেয়। সবারকম কমজোরি থেকে মুক্তির যুক্তি হলো - সদা স্নেহী হও। তোমরা যাঁর স্নেহী, তাঁর সঙ্গে থাকলে, তাঁর সম্পত্তি রুহানিয়তের রঙ সহজেই লেগে যাবে।

বায়ুমন্ডলে যেমন কোনো জিনিস ছড়িয়ে গেলে সেটার প্রভাব বায়ুমন্ডলের অনেকটা দূর পর্যন্ত ছেয়ে যায়। একইভাবে, তোমরা সব এত সহজ যোগী বা শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজের বায়ুমন্ডলকে এমন রুহানী বানাও, যাতে রুহানিয়তের কারণে তোমাদের আশপাশের বায়ুমন্ডল, আত্মাদের এর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। বায়ুমন্ডলের ফাউন্ডেশন হলো বৃত্তি। সুতরাং, তোমাদের বৃত্তি যতক্ষণ না রুহানিয়তের শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তোমরা পাওয়ারফুল বানাচ্ছ, ততক্ষণ সার্ভিসে যেসকল বৃদ্ধি তোমরা চাও তা' হবে না। যখন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে হয়, তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে নেয় যাতে সে পালাতে না পারে। একইভাবে যখন তোমরা তোমাদের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবেষ্টন করো, কোনো আত্মা সেই রুহানী বেষ্টনীর আকর্ষণের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনা। এখন এইরকমই সার্ভিস করো। যে কোনো অথরিটির বা যে কোনো মুডের কেউ এলে, তারা যেন তোমাদের গুণের পার্সোনালিটি, রুহানিয়তের পার্সোনালিটি, সর্বশক্তির পার্সোনালিটির সামনে নত হয়, তারা তাদের নিজেদের প্রভাবে তোমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না। রুহানিয়তের শক্তি তাদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তির পরিবর্তন করে দেবে। ঠিক যেমন সুগন্ধি ফুলে মিশে থাকে, এইরকমভাবে তোমাদের মধ্যেও

রুহানিয়তের সৌরভ মিশে থাকতে হবে। সৌরভ এমনই জিনিস যে দূর থেকে এটা অন্যদের আকৃষ্ট করে। দূর থেকে লোকে ভাবে, এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে! তোমাদের রুহানিয়ত বিশ্বকে আকৃষ্ট করবে। সুতরাং, জ্ঞানযুক্ত উপায়ে দয়ার সাথে সাথে রুহানিয়তের অথরিটিও ধারণ করো। আজকালকার সময় অনুসারে রুহানিয়তের শক্তির অনেক প্রয়োজন আছে। রুহানিয়ত না হওয়ার কারণেই এইসব লড়াই বিবাদ হয়। সুতরাং, রুহানী গোলাপ হয়ে রুহানিয়তের সুগন্ধ ছড়িয়ে দাও। এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন।

বরদানঃ - নিজের শক্তিশালী স্থিতি দ্বারা দান আর পুণ্য করে পূজনীয় এবং গায়ন যোগ্য ভব

অন্তিম সময়ে যখন দুর্বল আত্মারা, তোমরা সব সম্পূর্ণ আত্মাদের দ্বারা সামান্য প্রাপ্তিও অনুভব করবে, তখন এই অনুভবের সংস্কার নিয়ে তারা অর্ধকল্প নিজের ঘরে বিশ্রাম করবে। আর তারপরে দ্বাপরে ভক্ত হয়ে তোমাদের পূজন আর গায়ন করবে, এইজন্য অন্তের কমজোর আত্মাদের প্রতি মহাদানী বরদানী হয়ে অনুভবের দান করে পুণ্য জমা করো। এই দান এবং এক সেকেন্ডের পুণ্যের দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী স্থিতি অর্ধকল্পের জন্য পূজনীয় এবং গায়ন যোগ্য বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ - পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে যদি সাক্ষী হয়ে যাও, তবে বিজয়ী হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা : - তোমাদের, নিজেদের তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে, এই ভারতকে মায়া রাবণের থেকে উদ্ধার করতে হবে

প্রশ্ন : - যে বাচ্চারা দেহী - অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে, তারা কোন্ দুশ্চিন্তার থেকে মুক্ত হয়ে যায় ?

উত্তর : - এই যে পুরানো শরীরের কর্মভোগ, যা প্রতি মুহূর্তে নানাভাবে ভোগ করতে হয়, কর্মের হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হয়, এর দুশ্চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায় কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এখন তো আমাদের পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করে কর্মভোগ হতে হবে। তখন অর্ধেক কল্পের জন্য কোনো প্রকারের রোগ আমাদের কাছে আর আসবে না। বাবা এমন ফার্স্ট - ক্লাস নেচার - কিওর করে দেন যে রোগের নামমাত্রও থাকে না।

গীত : - তুমিই মাতা, পিতাও তুমি....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান শুনেছে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা পতিত - পাবন মাতা - পিতার সামনে বসে আছি। পতিত ভারতকে পবিত্র বানানোর জন্য আমরা শ্রীমতে চলছি, কারণ তোমরা বাচ্চারা এই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে সেবায় আছো। বাবাও এই একই সেবায় আছেন। বাচ্চারা তো এই কথা জানে যে, বরাবর ভারত পবিত্র ছিলো। এখন তা পতিত হয়েছে। পবিত্র দুনিয়া পাঁচ হাজার বছর আগে ছিলো। দুনিয়া এই কথা কিছুই জানে না। এখন বাচ্চারা তোমরা, বাবার শ্রীমতে চলে তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতের সেবা করছো। ভারতকে মায়া রাবণের শিকল মুক্ত করে রামরাজ্যের স্থাপন করছো। এ কথা তো তোমরা যে কোনো মানুষকেই বোঝাতে পারো। আমরা পতিত ভারতকে পবিত্র বানাতে এসেছি তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এই পবিত্রতার উপরই ঝগড়া চলে। কোনো না কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ওদের হলো হিংসার লড়াই আর তোমাদের হলো রাবণ রুপী পাঁচ বিকারের সঙ্গে লড়াই। তোমরা এ কথাও জানো যে, কল্প - কল্প আমরা শ্রীমতে চলছি। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের মতে চলছে। শ্রীমতে চলে তোমরা দৈবী মত সম্পন্ন দেবতা হও। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের। তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। বেহদের বাবা আসেন বাচ্চাদের কাছে। বাচ্চারা বলে, আমরা তন - মন - ধন দিয়ে এই ভারতকে আবার দৈবী রাজ্য বানাই কেননা সত্যযুগের আদিতে ভারত রাজস্থান ছিলো। আমরা এখন আমাদের সেই দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। যেমনভাবে কংগ্রেসরা একসাথে মিলে সাহায্য করেছিলো। বাপু গান্ধী জী তাঁর তন - মন এবং ধনের সাহায্যে সেবা করেছিলেন। জেলে যেতেন, এ তো শরীরেরই সেবা হলো, তাই না। মনও ওতেই লেগে ছিল। এখন তোমরা জানো যে, বাবা মায়া রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ইনি হলেন বেহদের বাবা আর উনি ছিলেন ভারতের বাপু জী। উনি সকলের বাপু ছিলেন না। এমনিতেই বয়স্ক মানুষকে বাপু জী বলা হয়। মেয়রকেও বাপু জী বলে। ফাদার্স তো অনেকই আছে। তোমাদের বাবা হলো একজন। দ্বিতীয় আর কেউই নেই। বেহদের বাপু হলেন একজন - শিববাবা, তিনি এখন এই ভারতকে পবিত্র বানাবার সেবায় উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্যই তিনি কারোর শরীরেই এসেছিলেন। সাথে তো সাহায্যকারীও থাকবে। একা তো করবেন না। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। তোমাদের বোঝাতে খুব সহজ হবে। কংগ্রেসীরাও তো কতো সহ্য করেছিলো।

অবলারাও জেলে গিয়েছিলো। পুরুষরাও অনেক কষ্ট করেছিলো। এখন মায়েরা, তোমাদেরও এই বিশ্বের কারণে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়।

তোমরা বোঝাতে পারো যে, বাবা এসেছেন নতুন সৃষ্টির রচনা করতে। তাই প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ চাই। ব্রাহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তোমরা এখন, এরপর তোমরা দৈবী অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলী হও। এ কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বরাবর আমরাই বাবার সাথে সাহায্যকারী। শ্রীমত অনুযায়ী তো হাজার, লাখ মানুষকে চলতে হবে। বাপুও অনেক বড় সেনা ছিলো। তাদের মধ্যেও কেউ নামীদামী, কেউ আবার সাধারণ। সেই বাপু ফিরিঙ্গিদের (ইংরেজ) থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শত্রু রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীমত দিচ্ছেন। তিনি যেমন বলছেন, আমরা তেমন স্বরাজ্য স্থাপন করছি। তাই প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে। এই শ্রীমতেই আমরা শ্রেষ্ঠ হবো। প্রত্যেকেরই কর্ম বন্ধন তাদের নিজের - নিজের। কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। এখনও কর্মভীত অবস্থা আসে নি। এখনো অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মভীত অবস্থা এমনই যেখানে শরীরেরও কোনো দুঃখ থাকবে না। পুরানো শরীরের তো অন্ত পর্যন্ত দুঃখ হতেই থাকে। এমন নয় যে সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কর্মভোগ তো শোধ করতেই হবে। যতক্ষণ না কর্মভীত অবস্থা আসে ততক্ষণ মায়ার ঝড়, কর্মের হিসেব - নিকেশের ভোগ চলেই আসবে। এ নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তি করো না। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা দেহী - অভিমানী হও। এই অক্ষর এখনকারই, যার গায়ন আছে। মানুষ তো জানেই না - এর অর্থ কি? এখন তোমরা জানো যে - সোল কানসাস হলে তোমরা একা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে পারো। এখন সোল কানসাস হতে হবে। এই পুরুষার্থ করতে হবে -- আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করছি। সর্বব্যাপী বললে আমরা কাকে স্মরণ করবো? বাবা বুঝিয়েছেন, শান্তির জন্য কোথাও যেতে হবে না। কর্ম তো আমাদের করতেই হবে। অশরীরী হয়ে থাকতে হবে। আমরা আত্মা আর এই হলো আমাদের শরীর। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। আমরা কোনো বাজনা বাজাই না। ওই সন্ন্যাসী আদিরা তো হঠযোগ করে, প্রাণায়াম করে। তারপর তারা মাটির তলায় গর্তে গিয়েও অভ্যাস করে। এখানে হঠযোগের কোনো কথাই নেই। কেবলমাত্র এই জ্ঞানকে বুঝতে হবে। গড ফাদারের এই জ্ঞানকে কেউই জানে না। না হলে তারা বলে দেয় যে গড ফাদার সর্বব্যাপী। একেই বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান। তোমরা এখন বাবাকে জানো। সকলের বাবাই হলেন এক। তিনি এসেই এই সৃষ্টিকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। তোমরা হলে সেই বাবার সাহায্যকারী। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে আবার পবিত্র দুনিয়ায় যাবে। সেখানে হলো পবিত্র দৈবী রাজত্ব। সেই পবিত্র দুনিয়ার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখছো। তিনিই আবার টিচার হয়ে তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান দেন। যেই জ্ঞানে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা - রানী হতে পারো। গৃহস্থ জীবনে থেকেও এই অবস্থা তৈরী করতে হবে। তোমাদের তো কতো সহ্য করতে হয়। মার খাও, এই যজ্ঞে অসুরদের কতো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বিকারের কারণে অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়। কংগ্রেসীরা ওই জেলে যেতো আর তোমরা আবার কংস, জরাসন্ধের জেলে বদ্ধ আছো। কিছু তো সহ্য করতেই হয়। না হলে ভারতবাসীদের নিয়ম হলো ৬০ বছরের পরে বাণপ্রস্থ অবস্থাকে ধারণ করা। তখন সংসার জীবন ত্যাগ করে সংসারের চাষি বাচ্চাদের দিয়ে বলে, তোমরা সামলাও। সুপুত্রা খুব ভালোভাবে তা সামলাতো। বাবা তাদের যত্ন করে বড় করেছে, এখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো তা সামলানো। তারা বলবে -- তোমরা সংসঙ্গ আদি করো, আমরা এই সংসারের দেখভাল করবো। আজকালকার বাচ্চারাও শত্রু হয়ে গেছে।

বাচ্চারা, তোমাদের যুদ্ধ মায়া রাবণের সঙ্গে । ওরা গান্ধীর মতে ফিরিস্দিদের থেকে উদ্ধার করেছিলেন ।

তোমাদের উপর মায়া রাবণ ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছে । এই মায়া খুবই শক্তিশালী । ওদের তো উদ্ধার করতে ৪০ - ৫০ বছর লাগে । পরিশ্রম লাগে । এখানেও তোমরা শ্রীমতেই জয় পাও । রাবণ তোমাদের অনেক পুরানো শত্রু । তোমাদের গুলি করে এই মায়ার শত্রু । কাম হলো সবথেকে বড় বাম । এই মায়ার থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি । তাঁরই শ্রীমতে স্বরাজ্য স্থাপন করছি ২১ জন্মের জন্য । কংগ্রেসীরা স্বরাজ্য নিয়েছিলো অল্পকালের জন্য । সে কোনো স্বরাজ্য নয়, আরোই সমস্যা । তোমরা কিন্তু জানো যে, মৃগতৃষ্ণার সমান রাজ্য পেয়েছিলাম । কংগ্রেস কিভাবে হয়েছিলো সে কথা গীতা - ভাগবতে নেই । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, তারা কিছুই পায় নি । খুব অল্প কয়েকজন এম.পি, আদি হয়েছিলো, তাও অল্পকাল ক্ষণভঙ্গুর সময়ের জন্য । এখন তো সবাই দুঃখী । আমরা এখন স্বর্গের স্থাপনা করছি । এই ড্রামাতে বিজয় তো তোমাদের দ্বারাই নিহিত আছে । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো । তোমরা জানো যে, আমরা সূর্যবংশী হবো । বাবা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো নাকি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য ? তখন বলে, আমরা সূর্যবংশীতে যাওয়ার জন্য করছি । মাম্মা - বাবা যারা বলে তারা তো অবশ্যই সূর্যবংশী হবে । একেই বলা হয় - ফলো ফাদার - মাদার । তিনি তো মাতা - পিতা, তাই না । এঁরা সূর্যবংশী মহারাজা - মহারানী হয় । এ তো সবাই একশো প্রতিশত নিশ্চিত । মাতা - পিতাও তাঁর বাচ্চাদের বলেন, তোমাদেরও পুরুষার্থ করে হৃদয়াসনের অধিকারী হওয়া চাই । পুরুষার্থ করে তাঁদের অনুসরণ করা উচিত ।

কেউ যদি শুভ কথা কিছু বলে তাহলে বলা হয় -- আচ্ছা, তোমার মুখে গোলাপ । আরে, সূর্যবংশী হওয়া খোড়াই কম কথা । হীরে - জহরতে সাজানো কতো বড় মহল থাকবে । কতো উঁচু পদ । বিচার করলে রোমাঞ্চিত হতে হয় । বাবা আমাদের কতো উঁচু বানান । আমরা তো আগে কিছুই জানতাম না । গ্রামের ছোঁড়া - এই গায়ন তো আছেই । কৃষ্ণ কোনো গ্রামের ছোঁড়া ছিলো না । এখানে গ্রামের কতো এসেছে । গরীবদেরও অনেক সৌভাগ্য । সাহকারদের তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি হলামই গরীবের ভগবান । তোমরা তো দেখতে পাও, কে কে আসে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য । তাই কেউ এলেই বলবে - আমরা ভারতের সেবায় আছি । আমরা তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করি । তাই কোনো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তোমাদের চট করে মার করে দেবে । ওই গভর্নমেন্টের কাছে তো অনেক টাকা নষ্ট হয় । তোমাদের অর্থ তো ভারতকে উর্বর করে । এখানে কতো তফাত ? যাকেই বোঝাও না কেন, তারা চমকে যাবে, বলবে - আহা , এরা তো অনেক বড় সেবা করবে । এমনভাবে সেবা করো । তোমরা খুবই মিষ্টি স্বভাবের হও । সত্য সাহেবের কাছে সত্য হয়ে থাকতে হবে । এই সত্য সাহেবকে স্মরণও করতে হবে । সত্য খন্ডের মালিক যদি হতে চাও তাহলে সত্য বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো । প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও । এমন আর এখন কেউই নেই যাদের কলহ - ক্লেশ দূর হয়েছে । কিছু না কিছু অসুখ - বিসুখ হতেই থাকে । ওখানে তোমাদের কিছুই হবে না । বাবা এমনই নেচার কিওর করে দেন যে তোমরা কখনোই রোগী হবে না । ২১ জন্মের জন্য তোমরা নিরোগী হয়ে যাও । তাই এমন নেশায় থাকা উচিত । তফাত বোঝো - পাণ্ডবরা কি করেছিলো আর কৌরবরা কি করেছিলো

। ওই বাপু জী কি করেছিলো আর এই বেহদের বাপু জী কি করছে ? বাবা তোমাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন । সেই বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । ইনি হলেন একাধারে বাবা, টিচার আর সঙ্করুও । আমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে । এর থেকে পবিত্র হওয়ার একটাই উপায় । ওই গঙ্গা জল কাউকেই পবিত্র করতে পারে না । এই বাবার স্মরণই পবিত্র করে আমাদের । এমন নয় যে নির্ণা সহকারে বসতে হবে । হ্যাঁ, বসাও খুবই ভালো । একে অপরের শক্তিতে বসে থাকতে পারবে । বাবা কিন্তু বলেন - যেভাবেই বসো না কেন, স্মরণ তো চলতে - ফিরতে, কার্য করেও করতে হবে । ওই স্কুলেও টিচার যখন পড়ায় তখন স্টুডেন্টরা তো অবশ্যই টিচারকে মনে করে । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা বসে যাওয়া উচিত যে, আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন । এমন কেউই নেই যারা এই বাবা - টিচারকে স্মরণ করবে না । তোমরা জানো যে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে তাই সঙ্করুকে তো স্মরণ করতেই হবে । তোমরা সবাইকে আশ্চর্যের কথা শোনাও । আমাদের বাবা - টিচার - সঙ্করু হলেন সত্য বাবা - সত্য টিচার এবং সত্য সঙ্করু । সত্য সঙ্গই উদ্ধার করে, অর্থাৎ মুক্তি - জীবন মুক্তিতে নিয়ে যায় । এই পুরানো দুনিয়া থেকে সবাই ফিরে যাবে । আবার এসে নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে । এ হলো তোমাদের দৌড় প্রতিযোগিতা - বেহদের ঘোড়দৌড় । সবাই বলে, আমরা যেন প্রথমে পৌঁছাই, তাই স্মরণ তো করতেই হবে । স্টুডেন্টকে দৌড় করানো হয় । যত পুরুষার্থ করবে ততই বিজয় মালায় গ্রথিত হবে । আচ্ছা ।

মাতা - পিতা, বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি হৃদয় থেকে ভালোবাসার স্মরণ । তোমরা খুবই প্রিয় এবং সুন্দর হও । আমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম আবার আমরাই পূজ্য দু কলা কম পূজ্য ঋত্রিয় চন্দ্রবংশী হয়েছি । তারপর আমরা পূজারী বৈশ্য বংশী, শূদ্র বংশী হয়েছি । এখন আমরা আবার শ্রীমতে চলে পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছি । এই চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে হবে । আচ্ছা - রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভারতের সমৃদ্ধির জন্যও নিজের তন - মন এবং ধনকে সফল করতে হবে । খুবই মিষ্টি হয়ে সেবা করতে হবে । সত্য খণ্ড স্থাপনা করার জন্য স্বচ্ছ হতে হবে ।

২) বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য স্মরণের দৌড় করতে হবে । চলতে - ফিরতে, কার্য করাকালীন বাবা - টিচার - সঙ্করুকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান : - ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশের দ্বারা বিঘ্ন - বিনাশক হয়ে প্রকৃত সেবাধারী ভব

বাবার যেমন অনেক বড় টাইটেল হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট । এমনিতে বাচ্চারাও ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট অর্থাৎ তারাও সেবাধারী । সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগী আর তপস্বী । ত্যাগ আর তপস্যা যেখানে আছে সেখানে ভাগ্যকে তো তার সামনে দাসীর মতো আসতেই হবে । সেবাধারীরা হলো দাতা, গ্রহীতা নয় তাই সদা নির্বিঘ্ন থাকে । তাই সেবাধারী মনে করে ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশ তৈরী করলে সদা বিঘ্ন বিনাশক থাকতে পারবে ।

স্লোগান : - যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার সাধন হলো - স্ব স্থিতির শক্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সার্ভিসের নতুন নতুন ইনভেনশন কর, সেবার বিস্তার কর, সেবার ক্ষেত্রে মাতাদের অগ্রণী করাটাই হল সফলতার সাধন"

প্রশ্ন:- কোন্ ম্যানার্স ধারণ করে কথা বললে অথরিটির সাথে তোমার কথাকে স্থাপন করতে পারবে ?

উত্তর :- যখন বড়দের সঙ্গে কথা বল তখন 'আপনি-আপনি' করে কথা বলা উচিত। তুই-তুকারী করে নয়। এ হল এক প্রকারের ম্যানার্স। তোমরা নিজেদের অথরিটির সঙ্গে কথা বলা কিন্তু সম্মান অবশ্যই দাও। স্কুলে এইসব ম্যানার্সও শেখানো হয়। ২. কখনও অহংকার যুক্ত হয়ে কথা বলা উচিত নয়। জ্ঞানের নেশায় সর্বদা হর্ষিত মুখ অর্থাৎ হাসি মুখে থাকো। হর্ষিত চেহারা দ্বারাও অনেক সেবা হয় ।

গান :- আজকের মানুষের এই কি অবস্থা, তাদের প্রেম কোথায় হারিয়ে গেছে

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে পাপাত্মা সংখ্যায় বেড়েছে। ভালো বাচ্চারা প্রার্থনায় বলে যে পাপ বেড়েছে। পাপের জন্যে মানুষ পতিত হয়। স্মরণ করে পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মা করতে হে পতিত পাবন এসো। এ হল পতিত দুনিয়া, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো পবিত্র দুনিয়াও আছে। নিরাকারী দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়না। সেটা হল শান্তিধাম। পতিত ও পবিত্র দুনিয়া হল মানুষের জন্যে। কলিযুগী দুনিয়ায় পতিত আছে। সত্যযুগী দুনিয়ায় পবিত্র হয়। পতিত-পাবন বাবা-ই পাবন বা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। বিদ্বান পণ্ডিত গণ শাস্ত্র রচনা করেছেন, নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাস দেবের। যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁর নাম তো চাই তাইনা। মানুষ তো জানেই না যে শাস্ত্র কবে রচনা হয়েছে ? এইসব তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে ত্রেতায় শাস্ত্র ইত্যাদি থাকেনা। ভক্তি মার্গের সেখানে নাম গন্ধ হয়না। বাবা জ্ঞানের দ্বারা জিন্দাবাদ করেন। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্মের জন্যে জিন্দাবাদ হও তারপর মায়া এসে মূর্দাবাদ করে। এই হল মূর্দা অর্থাৎ মৃতকের দুনিয়া, কবরখানা বলা হয়। এই সময় হল ঘোর কবরখানা। বুদ্ধি তো হয়ত সবার কাজ করে। মহাভারী যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ কবরখানায় পরিণত হবে। অন্য সব যুদ্ধে এইরকম হয়না। ভাগবতে লেখা আছে - জ্ঞান সাগরের সব বাচ্চারা কবরে প্রবেশ করে। মায়া কাম চিতায় বসিয়ে সবাইকে ভস্মীভূত করেছে। সবাই কবরে প্রবেশিত আছে। মুসলমানদের কুরানেও আছে - সবাই কবরে প্রবেশ করে। যখন প্রলয়ের সময় হয় তখন তাদের জাগাতে আল্লাহ আসেন। কবরখানাকে পরিস্থান করেন। বাবা বলেছিলেন যে বিড়লা মন্দিরেও লেখা আছে যে দিল্লিকে পরিস্থান করা হয়েছিল। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কবরখানাকে পরিস্থান করা হয়েছে । প্রলয় তো হবেনা, কিন্তু মৃত্যু হবে অনেক। সত্যযুগে খুব কম হবে মানুষের জনসংখ্যা। একটি মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হয়। সেখানে এমন অবস্থা হবেনা যেমন এই গীতটি শুনলে। স্বর্গে কেউ কাউকে দুঃখ দেয়না। এখানেতো কত দুঃখ আছে। একে অপরের খুন করে। বাবার কাছে খবর তো আসেই। কেউ অন্যের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের স্ত্রীকে শেষ করে। বিষ ইত্যাদি খাইয়ে দেয়। এ হলই পতিত দুনিয়া, তবেই তো গায়ন করে পতিত-পাবন আসুন। কিন্তু নিজেকে পতিত ভাবেনা। কাউকে যদি বল তুমি পতিত তবে রেগে যাবে। এখন তোমরা জানো যে আমরা পতিত ছিলাম। বাবা পবিত্র করছেন। এইসব আবার

দুনিয়াকে বলতে হবে যে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন শিববাবা। তোমরা যাঁর জয়ন্তী পালন কর, তিনি এসেছেন। আসলে নিয়ম ছিল - কোনো নতুন আবিষ্কার হলে রাজাকে জানানো হত। রাজা হাতে নিতেন। এখন রাজা তো নেই। এই আবিষ্কারের কথা সবাইকে বলতে হবে। নিজেদের মধ্যে রেজলিউশন পাস (দুট সংকল্পবদ্ধ হওয়া) করে হাজার জনের সিগনেচার নিয়ে গভর্নমেন্টকে জানানো উচিত। আবিষ্কারের প্রচারের জন্যে উচ্চ অথরিটিকে জানানো হয়। যিনি প্রবন্ধ বা ব্যবস্থা করবেন। তাই তোমাদেরও এইরকম করা উচিত। যার জন্মদিন হবে তার বিষয়েই বোঝাও। যেদিন যার উৎসব হবে সেদিন তার বিষয়ে বোঝালেই সবাই বুঝবে। কথা তো ঠিক বলছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে বাবা এসেছিলেন। ভারত যে উঁচু থেকে উঁচু ছিল, সোনার পাখি ছিল এখন একেবারে কড়ি তুল্য হয়েছে। তাদের আবার পরম পিতা পরমাত্মা হীরে তুল্য করেন। ব্রহ্মা দ্বারা এই জ্ঞান প্রদান করেন।

তোমরা বোঝাতে পারো - বাস্তবে প্রত্যেকটি মানুষ হল ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। এ হল পদের নাম। ব্রহ্মা দ্বারাই রচনা হয় ব্রাহ্মণ ধর্মের। তারপরে হয় দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র - এইভাবে সম্পূর্ণ বংশ লতিকা তৈরি হয়। অতএব তোমরা এই উৎসবে ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। দীপ মালা (দীপাবলী) আসে। এই কথা তো তোমরা জানো এখন বর্তমানে ঘরে-ঘরে ঘোর অন্ধকার রয়েছে। জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন, অজ্ঞান অন্ধকার মিটল। সঠিক অর্থেই এখ ঘোর অন্ধকার। কোনও আত্মা নিজের পিতাকে চেনে না। পিতাকে চিনলেই সবার জ্যোতি জাগ্রত হয়। তাকেই দীপশিখা বা জ্যোতি বলা হয়। তাই এমন মুখ্য পর্বে তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। তোমরা গভর্নমেন্টকেও বোঝাও। তোমাদের এখন বিশেষভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মাতাদের অগ্রণী করতে হবে। এতে পুরুষের কোনোরকম লজ্জা বোধ হওয়া উচিত নয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা কিভাবে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিগনেচার নিয়ে তারপরে বোঝাও। তোমরা বাস্তবে সকলেই হলে শিবের সন্তান। এমন নয় যে সবাই শিব। পিতা একজন-ই। তিনি হলেন রচয়িতা পতিতদের পবিত্র করেন। একটি জ্ঞাপন পত্র তৈরি করা উচিত। যারা মুখ্য তাদের জানানো উচিত। তোমরা তো মানুষদের জাগাও, মানুষ ভাবে গঙ্গায় স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু গঙ্গা পতিত পাবনী নয়। পতিত পাবন হলেন একমাত্র নিরাকার। তিনি জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান বর্ষা করেন, বাকি এইসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। এখন বাচ্চারা তোমরা অথরিটি পেয়েছে। শাস্ত্রে লেখা আছে কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান বাণ নিষ্ক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ভালো বাচ্চারা কাজ করতে পারে। ভাষণ ইত্যাদি করতে পারে। সেনা বাহিনীতে নম্বর অনুযায়ী থাকে তাইনা। কথা বার্তায় ম্যানার্স প্রয়োজন। নিজের থেকে বয়সে বড়জনকে সর্বদা আপনি-আপনি করে কথা বলা হয়। কিন্তু অশিক্ষিত বাচ্চারা 'আপনি'-র পরিবর্তে তুই-তুকারী করে কথা বলে। পড়াশোনার দ্বারা বুদ্ধিতে ম্যানার্স আসে। টিচাররা তবুও ভাল যারা তাদের পড়িয়ে পদ মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য করে দেন। রেজিস্টারে ক্যারেক্টর লেখা হয়। আজকাল তো চরিত্রবানেরও বড়ই অভাব। দুনিয়াও বড় নোংরা এখন গানেও শুনেছ যে কি অবস্থা এখন। তোমরা বাচ্চারা জানো - আমাদের ভারতকে কি বলা হত। ভারত স্বর্গ ছিল। সন্ন্যাসিজন বলে দেয় এইসব আপনাদের কল্পনা। সন্ন্যাসীদের জানা নেই আসলে স্বর্গ কি ? যদি কেউ জ্ঞানে আসে তবে খুব খুশী হবে। এই ছবিগুলি খুব ভালো। পাণ্ডবদের বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়। এমন বিশাল রূপ কি ছিল তাদের। রাবণের বিশাল মূর্তি ১০০ ফুট লম্বা তৈরি করা হয়। দিন প্রতিদিন লম্বা করা হয়। রাবণের আয়ু অনেক। ২৫০০ বছর হয়। তোমরা বিজয়া দশমীতে ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। এইটি হল রাবণের রাজধানী, যাকে ডেভিল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। খবরের কাগজে কেউ লিখেছিল - এই

হল রাক্ষসী দুনিয়া। যদি কেউ বলে তোমরা এই দুনিয়াকে অসুরী দুনিয়া কেন বল ? তখন বোলো - অমুকে খবরের কাগজে রাবণ রাজ্য বলেছে। বাবা যখন এসেছিলেন বলেছেন এই হল অসুরী দুনিয়া। দৈবী রাজ্য তো সত্যযুগে হয়। এইরূপ মিলে মিশে পরামর্শ করা উচিত।

মুখ্য উদ্দেশ্যটি কিন্তু স্পষ্ট। বাইরে বোর্ডে মুখ্য উদ্দেশ্য লেখা আছে। কোনও স্কুলে অন্ধশ্রদ্ধার বিষয়ে কথা হয়না। সংসঙ্গ যা আছে সেখানে বেদ ইত্যাদি সব অন্ধ শ্রদ্ধা সহকারে শোনা হয়। যার কোনও অর্থ নেই। এখন বাবা বলেন - হে ভারতবাসী, তোমরা বড় বড় বেদ উপনিষদ ইত্যাদি কবে থেকে পড়ছ ? সত্যযুগ থেকে তো বলবেনা। সেখানে এই ভক্তিমার্গের অংশ নেই। একেই ভক্তি কাল্ট বলা হয়। অর্ধকল্প ব্রহ্মার রাত ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়। ভগবান নিশ্চয়ই আসেন তাইতো শিব জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। নাহলে উনি নিরাকার আসবেন কিভাবে ? অবশ্যই শরীরের আধার নিয়েছেন। তোমরা জানো বাবা ব্রহ্মার দেহের আধার নেন। ঔঁনাকে আসতে হয় ভারতে। বাবার জন্মও হয় ভারতে। ব্রহ্মার জন্মও হয় ভারতে। বাবা বিরাট রূপের বিষয়েও বলেছেন। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হল শিখা বা টিকি। তোমরা এখন প্রাক্টিক্যালি হয়েছ তাইনা। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের উপরে রয়েছে নিরাকার শিববাবা তারপরে ব্রহ্মার দেহ দেখানো হয়। এই সরস্বতী এবং ব্রাহ্মণ কুল তারপরে দেবতা কুল , ঋত্রিয় কুল - এইভাবে অনেক জন্ম হয়। একেবারে স্পষ্ট ও সঠিক তৈরি হয়। ব্রহ্মার রাত , সরস্বতীর রাত , ব্রহ্মা- বংশীদেরও রাত। দিনের সময় সব ব্রাহ্মণ দেবতায় পরিণত হয়। বাচ্চাদের তো অনেক পয়েন্ট দেওয়া হয় , তাদের ধারণ করতে হবে। এমন নয় এক কান দিয়ে শুনে, বাইরে গিয়েই শেষ। যেমন অন্য সংসঙ্গ গুলিতে কথা কাহিনী ইত্যাদি শুনে চলে যায়। এখানেতো তোমরা প্রত্যক্ষ ফল পাও। জানো যে এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হবে। সেখানে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নেই।

বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু জ্ঞানে আসার সংখ্যা খুবই বিরল। কেউ তো আবার ট্রেটর অর্থাৎ বিশ্বাস ঘাতক হয়ে যায়। বোঝান উচিত - এই হল যুদ্ধের ময়দান। মায়া খুব প্রবল। কেউ ফেল হয়ে যায়। এসবও ড্রামার খেলা। সবাই কি আর জিততে পারে। বাচ্চারা জানে আমরা মায়া রাবণের কাছে হেরেছি। হার জিতের এই খেলা। মায়ার কাছে হারলেই হার। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে বিশ্বের মালিক হই। এই নেশা স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। নেশা ভঙ্গ হয় কেন ? বিশ্বের রচয়িতা পিতার কাছে জ্ঞান অর্জন করি ! নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হই ! এমন কি হয় যে স্টুডেন্ট পার্ট্যক্রম ও শিক্ষক দুটিকেই ভুলে যায়। তাহলে এখানে কেন ভুলে যাও ? বাড়ি গেলে সবাই একেবারেই ভুলে যায়। এখানে খুব নিশ্চয় বুদ্ধি থাকে। কত চোখের জল ফেলে , এখান থেকে বাড়ি গেলে আর চিঠিও লেখেনা। অনন্য বাচ্চারা যারা পান্ডা রূপে আসে তারাও ভুলে যায়। অন্তত পক্ষে সার্ভিস সংবাদ তো লেখা উচিত - বাবা , আমরা আপনার সার্ভিসে ব্যস্ত আছি। নচেৎ বাবা ভাববেন মায়া কবর দিয়েছে । বুদ্ধিও বলে এমন বাবা যিনি বিশ্বের মালিক করেন ঔঁনাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা মাসের পর মাস স্মরণ করেনা, চিঠি লেখেনা। মায়া অনেককেই মৃত করে দেয়। জীবিত থেকেও চিঠি লেখেনা , তো মরণের পর তো কথাই নেই। বাবাও চিঠি তখন লিখবেন যখন বাচ্চারা লিখবে। যে বাচ্চা বাবাকে স্মরণ করবে সে কর্মজীত এভারহেলদি হবে। বাবার আশীর্বাদী অবিনাশী বর্সা তো নিশ্চয়ই স্মরণে থাকা উচিত। স্থায়ীভাবে নেশা হওয়া উচিত। এই সময়ে বাচ্চারা তোমাদের মুখ স্মরণ দ্বারাই মিষ্টি হয়। জানো যে সৃষ্টির রাজ্য রূপী মাখন আমরাই প্রাপ্ত করি। কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয় অর্থাৎ বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত

হয়। মালিকানা অধিকারেও স্ট্যাটাস আছে কিনা। যে যত করবে , সে তত পাবে। তোমরা জানো বাবা আমাদের পড়ান। পরম পিতা বলা হয় তাইনা। সুতরাং পিতার কাছে অবশ্যই বর্সা প্রাপ্ত হয়। মাতা-পিতা চাই তবে সন্তানের জন্ম হবে , তবে বর্সা প্রাপ্ত হবে। বলাও হয় তোমরা মাতা-পিতা আমরা সন্তান তোমার। তোমার সহজ রাজ যোগের শিক্ষার ফলে আমরা স্বর্গের মালিক হই। বোঝান উচিত তিনটি সৈন্য বাহিনী তো যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি ছিল তারা শেষ হয়েছিল। বাকি যাদের ভগবানের সঙ্গে প্রীতি ভাব ছিল তারা স্বর্গের মালিক হয়েছে। গভর্নমেন্টকে জানান দেওয়া আমাদের কর্তব্য। যেসব বড় বড় অফিসার তোমাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সিগনেচার নিতে পারো, তারাও খুশি হবেন। এরা তো খুব ভালো কাজ করছে। পরিশ্রম করো। এর জন্যে অবসর সময় চাই, যাতে সামলাতে পারো। সার্ভিস বৃদ্ধির জন্য অনেক রকমের যুক্তি আছে। কিন্তু বাচ্চাদের মনে কখনও অহংকার এসে যায় বা ফামিলিয়ারিটি অর্থাৎ আত্মীয়তা বেড়ে যায় যার ফলে অনেক ক্ষতি হয়। জ্ঞানের নেশায় চেহারা সর্বদা হর্ষিত মুখ থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করবেনা।

২) বিশ্ব রচয়িতা পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন , আমরা ওঁনার স্টুডেন্ট - এই নেশাতে থাকতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি আবিষ্কার করে সেবায় বিজী থাকতে হবে।

বরদান :- সুখের সাগর বাবার স্মরণ দ্বারা দুঃখের দুনিয়ায় থেকেও সুখ স্বরূপ ভব

ব্যাখা: সর্বদা সুখের সাগর বাবার স্মৃতিতে থাকো তাহলে সুখ স্বরূপ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যতই দুঃখ অশান্তির প্রভাব থাকুক কিন্তু তোমরা নির্লিপ্ত এবং স্নেহী (ডিটাচ ও লাভিং) স্বরূপে , সুখের সাগরের সঙ্গে আছো তাই সর্বদা সুখী , সুখের দোলনায় দোলায়মান থাকো। মাস্টার সুখের সাগর বাচ্চাদের দুঃখের সঞ্চল স্পর্শ করতে পারেনা কারণ তারা দুঃখের দুনিয়াকে পার করে সঙ্গমে এসে পৌঁছেছে। সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ তাই সুখের সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসমান হও।

স্লোগান - মন ও বুদ্ধিকে একটি পাওয়ারফুল স্থিতিতে স্থিত করাই হল একান্তবাসী হওয়া ।

২৫-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দিতে স্বয়ং ভোলানাথ বাবা এসেছেন, ভক্তদের অগম-নিগমের (আসা-যাওয়ার) রহস্যগুলিকে শুনিয়ে মুক্তি ও জীবন-মুক্তির অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দানের লক্ষ্যে"

প্রশ্ন :- আগামী ২১-জন্ম রাজ্য-ভাগ্য পদ লাভ করে- কোন্ কোন্ বাচ্চারা ? আর প্রজা পদে যায় কারা ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা বাবার প্রকৃত সন্তান হয়ে বাবার প্রতি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে, তারাই রাজ্য-ভাগ্য পদ লাভ করে। আর যারা বৈমাত্র্যে স্বভাবের হয়, নিজেকে সমর্পণ করে না, তারা আগামী ২১-জন্ম প্রজার পদে যায়। অতএব তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের যোগবলের সাহায্যে সেই রাজ্য-ভাগ্য পদের তিলক শীঘ্র নিয়ে নাও। এতে কিন্তু কোনও প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নই নেই। কেবল তোমাদেরকে মায়াজীৎ-জগৎজীত হতে হবে, বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা।

গীত :- ভোলানাথের মতন অনুপম
আর কেউই যে নয়!

ওঁম শান্তি! দেখো, ভক্তদের রক্ষাকর্তা স্বয়ং কি বলছেন ! নিশ্চয় তবে কোনও ভক্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি যে ভক্তদেরও রক্ষাকর্তা। কিন্তু কাদের রক্ষা করেন তিনি ? যারা ফাঁদে পড়ে ফেঁসে যায়, সেইসব ভক্তদের রক্ষক এই শিববাবা। ভক্তের ভক্তির ফল তো অবশ্যই দিতে হবে। যেহেতু ভক্তির জন্যেও তো তাদেরকে পুরুষার্থ করতে হয়। অবিনাশী নিয়মে প্রত্যেকেই তার নিজের পুরুষার্থের প্রালব্ধ অবশ্যই পায়। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় পুরুষার্থ করাবার যে কেউ হোন না কেন, সেও তো আসুরী সম্প্রদায়েরই হবে। বাস্তবে পুরুষার্থের প্রেরণাদানকারী তেমন উপযুক্ত কেউ হওয়া উচিত। তেমন প্রকৃত পুরুষার্থ করাতে পারেন এক ও একমাত্র এই ভোলানাথ বাবা। জাগতিক লৌকিক মা, বাবা, শিক্ষক, এনারা কেবল সীমিত জগত-সংসারের পুরুষার্থই করাতে পারেন। কিন্তু এমন কেউই নেই জগতে, যিনি অসীম-বেহদের জ্ঞান শেখাতে পারেন। যদিও তেমন পঠন-পাঠনের পুরুষার্থের দ্বারা এজন্মে অনেকেই বড় বড় জজ- ব্যারিস্টার হতে পারে, কিন্তু পরের জন্মে তা তাদের আর কাজে আসে না। আবার তাদেরকে নতুন করে সেসব পড়াশোনার পুরুষার্থ করতে হয়। এমনও নয় যে, আবারও তারা সেই জজ-ব্যারিস্টারই হবে। যেহেতু তাদের সেই পুরুষার্থের কোনও প্রালব্ধ জমা হয় না। জাগতিক 'গুরু'-রা লোকেদের যে শিক্ষা দেয়, কিস্তি শাস্ত্রাদির মাধ্যমে যা কিছু জানতে পারে, তাতে কেবল অল্প কালের সুখ পাওয়া যায়। তার দ্বারা ভবিষ্যতের কোনও প্রালব্ধ হয় না। তাই পরের জন্মে আবার তাদের গুরু করতে হয়। কিন্তু এই ভোলানাথ হলেন 'সদগুরু'। একমাত্র এই সদগুরুই সর্বদা সত্য বলেন। তিনি এসেই তোমাদের সেই সত্যকথা শোনান। একমাত্র এই সদগুরুর শ্রীমতের দ্বারাই মুক্তি - জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। যে শ্রীমতে সাধারণ 'নর' (মানুষ) থেকে নারায়ণ (দেবতা) হওয়া যায়। সেই ভোলানাথ তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে আগম-নিগম, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার আর কেউই মুক্তিধাম, জীবনমুক্তিধাম (স্বর্গ-রাজ্য)-র বিষয়টা জানেই না। একমাত্র তা জানেন মুক্তিধামের মালিক পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু তিনি স্বয়ং পরমধাম নিবাসী। বাচ্চারা, এখন তোমরা সে দিশা

জেনেছো। বাবাও বার বার তোমাদের বুঝিয়েছেন, তোমাদের এই বাবা একদিকে যেমন বাবা, অন্যদিকে শিক্ষক, তেমনি আবার সদগুরুও বটে। কৃষ্ণ যদি ভগবানই হতেন, তবে কি সে কেবল বাঁশিই বাজাতেন ? কেবলমাত্র এই কাজটুকুই করতেন ? কই শ্রীকৃষ্ণকে তো কেউ বাবা-শিক্ষক ও সদগুরু বলে না। এখন বাবা যেখানে তোমাদেরকে সেই সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন, তবে এখন সেই মিথ্যা দিশার পথ ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

বাচ্চারা, এই গুরু গুরু ভজনা শুরু হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে গুরু-গোঁসাই-এর কোনও ব্যাপারই নেই। এখানকার মাতা গুরুরা জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে, তোমাদের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করান, তাই সেক্ষেত্রে এখন তো অন্য গুরুর কোনও দরকারই নেই। "বাচ্চারা, এখন দেখো, শ্রীমতের মাধ্যমে তোমাদের আমি কত সুন্দর দিশা দেখাচ্ছি। সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাবা বলছেন - "তোমরা তোমাদের ৫-বিকারকে জয় করে শ্রীকৃষ্ণের সমান দেবতা হও।" বাবা আরও জানাচ্ছেন- শ্রীকৃষ্ণও মায়াজীত হয়ে জগৎজীত অর্থাৎ জগতের প্রথম রাজকুমার হয়েছেন। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্রকে হাতে তুলে দেখিয়ে বোঝাচ্ছেন)। কন্যারা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারীরা, একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই জানো যে, বর্তমানে তোমরা এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে। অতএব, অবশ্যই মায়াজীত-জগতজীত হতেই হবে তোমাদের। যেমন কৃষ্ণ, পরবর্তীতে যে নারায়ণ হন, তারপর রাজধানীর বাকীরা সবাই তারই সাথে অবশ্যই সেই বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে তো আসবেই মাঝাকে পরাজিত করার লক্ষ্যে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তিম জন্মে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি (ব্রহ্মাবাবা) এখনও এই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। বাচ্চারা, তোমরাও কিন্তু এখন সেই যুদ্ধের ময়দানে। তাই, ৫-বিকারকে জয় করে তোমাদেরও তা হতেই হবে। আর একেই বলা হয় নারায়ণী নেশা। তোমাদের অবশ্যই মায়াজীত-জগতজীত হতেই হবে। যা খুবই সহজ-সরল কথা। দ্রোপদী কিন্তু কোনও একজন নয়। বর্তমান সময়ে সব মাতারাই দ্রোপদী। সত্যযুগে এদের সবাইকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচান এই বাবা। যেহেতু সত্যযুগে কোনও প্রকারের কাম-বিকারের বালাই নেই। ফলে তারা হয়ত জানতে চাইবে, তবে বাচ্চার জন্ম হবে কিভাবে ? -- সত্যযুগ তো পবিত্র দুনিয়া। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীরা ঘর-পরিবার ছেড়ে চলে গেলে, তাতে কি আর দুনিয়াদারী শেষ হয়ে যায় ? উল্টে দুনিয়ার বৃদ্ধিই তো হয়েই চলেছে। সন্ন্যাসীরা জানে যে, পবিত্রতার গুণ ও শক্তিই সবচাইতে বড় গুণ ও শক্তি। কাম-বিকারের সন্ন্যাস হলো সর্বোত্তম সন্ন্যাস। যারা এই কাম-বিকার থেকে সন্ন্যাস নেয়, বিকারী লোকেরা তাদের তাদের পায়ে মাথা ঠুকে, তাদেরকে গুরুর মর্যাদা দেয়। তেমনি এই প্রকৃত সদগুরুর শিক্ষায় এই মাতারাও গুরুর মর্যাদা পায়। আর তাই তাদেরই বিজয়-মালা বানানো হয়।

এবার বাবা বলছেন - ওহে বাচ্চারা, তোমরা মনোযোগ সহকারে এই শ্রীমতের পাঠ পড়ে, নিজেদের ভাগ্য ও পদের অধিকারী হও। সেই লক্ষ্যেই বাবা তোমাদেরকে এই যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন - যাতে তোমরাও কৃষ্ণর মতন রাজ্য-ভাগ্য পদের অধিকারী হতে পারো। সমগ্র বিশ্বেই যার রাজত্ব। আর সেই রাজত্বে অবশ্যই রাজকুমারেরা ও রাজকুমারীরাও থাকবে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় রাজা-মহারাজা বা রাজকুমার-রাজকুমারী বলার মতন কেউ এমন নেই। কিন্তু তোমরা এখন বাবার দৈবী-মত (শ্রীমত) পাচ্ছো। মাতারাও এখন জ্ঞান-কলস পেয়েছো। তাই তো কন্যারা সেই জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে অসুরদেরও দেবতা বানানোর সেবায় ব্যস্ত। আর দেবতারা নিশ্চয় জরাজীর্ণ এই পুরোনো দুনিয়ায় রাজত্ব করবে না। তাই নতুন দুনিয়ার রচনাও শুরু হয়েছে। অতএব বাচ্চারা, এখন

খুব তাড়াতাড়ি পুরোনো সংস্কার বদল করতে হবে তোমাদের। যার প্রথমটি হলো - কাম-বিকারের বন্ধন, দ্বিতীয়টি হলো - কর্মবন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, অবশ্যই শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তাই বাবা বলছেন- অশরীরী ভাবে এসে ওনাকে স্মরণ করতে। তবে, এমনটা মোটেই হয় না যে, আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে এক হয়ে যায়। আবার এমনও হয় না এক জ্যোতি অন্য জ্যোতির সাথে মিশে যায়। আর না তো একে অপরের সাথে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আত্মা যদি আত্মার সাথে মিশেই যেত, তবে তো জড় বস্তুই হয়ে যেত। বাস্তবে আত্মা হলো অবিনাশী (যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, একে কাটা যায় না, পোঁড়ানো যায় না) ! এদিকে শরীর কিন্তু বিনাশী। আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ স্থাপন হলেই আত্মা পবিত্র হয়। আর আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র হয়। তোমাদের আত্মা পবিত্র হলে, আত্মা তখনই এই জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করবে। তারপর সেই আত্মার জন্য পবিত্র তত্ত্বের শরীর হবে। বর্তমান দুনিয়ার কোনও শরীরধারীই পূজো করার উপযুক্ত নয়। তাই তো পূজ্য হয় কেবল দেবতারাই। আর ফুল নিবেদন করা হয় কেবল দেবতাদের উদ্দেশ্যেই। তাদেরকেই শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর বলা হয়। কিন্তু এই শ্রী শ্রী দুবার কেন বলা হয় ? যেহেতু সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ পর্যায়ের, তাদের আত্মা আর শরীর উভয়ই সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তাদেরকে বলা হয় ১৬-কলা সম্পূর্ণ। আর চন্দ্রবংশীরা ১৪-কলা। তাই তাদেরকে কেবলমাত্র শ্রী (১-বার) বলা হয়। একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণরাই এই উচ্চ পদবীর অধিকারী। যেমন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী শ্রী নারায়ণ। ওনারা হলেন, মহারাজা-মহারানী। আর রাম-সীতা হলেন রাজা-রানী। এইভাবে যার যার ক্রমিক নম্বরের অনুসারে যে যেমন পদের অধিকারী হয়, তার পদবীও তেমন তেমন হয়। এখানেও যেমন হয় মহারাজারা আর রাজারা। গুরুত্বপূর্ণ বড় রাজাদের মহারাজা বলা হয়। অন্যান্য রাজারা নতশির হয়ে প্রণাম জানায় সেই মহারাজার কাছে। যেহেতু মহারাজার স্থান সর্বাপেক্ষে। তারপরে রাজার স্থান। সুতরাং এবার তোমরা এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে শুরু করো। শ্রী শ্রী জগত-গুরু, একমাত্র তার নিমিত্তেই রুদ্র-মালা থাকে, কারণ তিনি যে সমগ্র জগতের মালিক। একাধারে উনি যেমন শিক্ষক তেমনই আবার গুরুও বটে। অতএব এমন বাবাকে স্মরণ তো করতেই হয়। অর্থ কিছু না বুঝেই, লোকেরা কেবল "তোতা-কাহিনী"-র মতন বলতে থাকে- ভগবান আমাদেরকে বন্ধনমুক্ত কর, অথচ তারা নিজেরাই তো বন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস করে না। তখন ভগবানও জানান- "আরে, তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার কারণেই তো আমার আসা। তোমরা কেবল আমার হাত ধরো।" সুতরাং বাচ্চারা, ভগবান স্বয়ং যা বলছেন, তোমরা তাই কর। যার প্রথম শর্ত হলো - পবিত্রতা ধারণ করা। যেহেতু বর্তমান জগৎ-টা তো এখন একটা কবরখানায় পরিণত হয়েছে। তবে আর কেন এই জগতের প্রতি এত টান, এত মোহ। যদিও এখন এখানেই থাকতে হবে তোমাদের, কিন্তু বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখতে হবে সেখানে। যাকে বলা হয় 'শান্তিধাম' ও সুখধাম - স্মরণের যোগ সেখানেই লাগাতে হবে। তার সাথে হতে হবে নষ্টমোহা। একমাত্র তিনিই তোমাদের (আত্মাদের) পতি। যিনি সব পতিদের পতি। সব পিতাদের পিতা - পরমপিতা। সকল গুরুদের গুরু - সদগুরু। শ্রীকৃষ্ণের মতন হবার জন্য, পুরুষার্থের পরিশ্রম তো করতেই হবে। কল্প পূর্বেও এই তোমরাই তেমন পুরুষার্থ করেছিলে বলেই তো সত্যযুগে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। যে স্থাপনা কার্য এখন আবার চলছে। অতএব পবিত্র তোমাদের হতেই হবে। (লৌকিক) পতিকে অবশ্যই সেবা করবে, কিন্তু নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে। পবিত্র হতে না পারলে, বৈকুণ্ঠের অধিকারী হতে পারবে না যে। বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গবাসীর মতন করে গড়ে তুলতে। পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র এই বাবা। এই বাবা-ই যে সমগ্র জগতের মালিক।

কন্যারা, তোমরাই এই জ্ঞান-ধনের দ্বারা মানবকে দেবতা বানাও। এটাই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের আলোতে তোমাদের বুদ্ধি এখন কত স্বচ্ছ। যা অন্যদের এই জ্ঞান জানা নেই। তাইতো তারা এদিক-ওদিক দোরে দোরে ঘুরে ফেরে, মাথা ঠোঁকে আর ধাক্কা খেতে থাকে। আর এখানে বাবা তোমাদের কত সুন্দর সাইলেন্সে বসিয়ে রাখে। বাবা তো এমনও বলেন, যদিও তুমি মরণের দোর-গোড়াতেও থাকো, তবুও বসে এই জ্ঞান শোনো। তাতেও তোমাদের মুখে জ্ঞান-অমৃতের ধারা বইবে। এমন কি শরীর থেকে প্রাণ বেরোতে-বেরোতেও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। তোমাদের অন্তিম চিন্তাই তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আর তা না করতে পারলে, না তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর না পারবে মোহজীত হতে। হেলায় ভক্তির ফল থেকে বঞ্চিত হবে। দুনিয়াতে যত ভক্ত আছে, সবাই মায়ার বন্ধনের জালে ফঁসে আছে। সবারই রক্ষাকর্তা ভোলানাথ শিববাবা। তাই উনি যখন এসেছেন তোমাদের রক্ষা করতে, ওনার আদেশানুসারেই তোমাদের চলা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের কুলে যেতে হবে যে তোমাদের। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি পুরো নশ্বর পেয়ে পাশ করে। অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ। সূর্যবংশের পর যখন চন্দ্রবংশের সময় আসে, সাধারণ ভাবেই চন্দ্রবংশীরা তারা নিজেদের অধীনে সেই রাজ্যপাট পেয়ে যায়। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা যেখানে, সেখানে তোমরাই বা ফেল করা বাচ্চা কেন হবে ? অতএব পুরো নশ্বর পেয়ে ফুল পাশের লক্ষ্যে তেমন পুরুষার্থ করো। এখানে ভয়ের কোনও কারণ নেই। নির্ভয়-নির্বের (শত্রুহীন) হতে হবে যে। অন্যদেরকেও তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। যারা বলে যে, ভগবান সর্বব্যাপী - তারাই আজকের এই ভারতের এমন দুর্দশা করেছে। ভগবান তো কেবল একজনই, যিনি ভোলানাথ। যিনি সকল ভক্তদের রক্ষাকর্তা। যে কৃষ্ণ একদিন পূজ্য ছিলেন, আজ তিনিই পূজারী। কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই দুনিয়াতেই আছে। এবার অন্ততঃ কিছু বোঝার চেষ্টা কর। এ যে বিশাল বড় লটারী। ঘোড়-দৌড়ের মতন। তোমাদেরও দৌড়াতে হবে বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে। যত জোরে দৌড়াতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি বাবার নিকট পৌঁছাতে পারবে। আর ততই বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবা তো বার-বার বোঝাচ্ছেন, তোমরা সবাই এখন এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। মানুষেরা হয়ত বলবে, যুদ্ধের ময়দানে যখন বলছো, সেক্ষেত্রে তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কোথায় - যার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে জয় করবে তোমরা ? (বাবা তা অভিনয় করে দেখালেন)। তোমরা বলবে- তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা মায়াজীত-জগতজীত হতে চলেছো। আরও জানাবে, তোমরা তা পারো, যোগে বসে শিববাবাকে স্মরণের মাধ্যমে। যেহেতু বুদ্ধির যোগও তার সাথে যুক্ত থাকে বলে। সকল পতিদের পতি স্বয়ং যেখানে বলছেন - কন্যাদের পতিব্রতা হতে, কিন্তু স্মরণ তাদের করবে না। এইভাবে (বানার সাথে) যোগযুক্ত হতে হতে পরিপক্ব অবস্থায় আসতে হবে। যেমন ভাবে কন্যারা তাদের পতিদের স্মরণ করে থাকে। যদিও তা দেহধারীকেই স্মরণ করে। কিন্তু পরমাত্মা তো অশরীরী, তাই কেবলমাত্র বুদ্ধিতে ওনাকে রেখে স্মরণের যোগ করতে হবে। এইভাবেই দেহ-অভিমানী ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দেহী-অভিমানী হতে পারবে। বুদ্ধিতে সর্বদা স্ব-দর্শনচক্র ঘোরাতে হবে। এতেই তোমরা তোমাদের আপন ধাম স্বর্গধামে অনায়াসেই পৌঁছতে পারবে। তারপর তোমাদের হতে হবে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ও বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী। (পরের কল্পে) আবারও বাবা এসে তোমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাবেন। এভাবে নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করতে থাকবে।

কোনও কোনও বাচ্চা বাগানে গিয়েও পড়াশোনা করতে থাকে। তেমনি তোমরাও কোনও একান্ত নিরিবিলি স্থানে বসে শিববাবাকে স্মরণ করতে পারো। যেহেতু তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। তাতে তোমাদের পুরোনো হিসেব-নিকেশ চুকে যাবে, তবেই তো রাজ্য-ভাগ্যের পদ লাভ করে

শান্তিতে রাজত্ব করতে পারবে। এরপর এই ভারতেই তোমরা অটল-অখণ্ড, সুখ-শান্তির রাজত্ব করবে। তাই তো তোমরাও তা বলে - " উই আর এট ওয়ার"..... অর্থাৎ তোমরা সবাই এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। যা সম্পূর্ণরূপে যোগবলের বিষয়। এতে কারও কোনও কষ্টও হয় না। কেবলমাত্র বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হয়। তারপর তো অটোমেটিকেলি রাজ্য-ভাগ্যের তিলক লেগে যাবেই। তার সাথে সাথে বরদানের প্রাপ্তিও ঘটে - আয়ুষ্সান ভবঃ, পুত্রবান ভবঃ । সেখানে তো অফুরন্ত ধন-সম্পদ। সন্তান প্রাপ্তির পূর্বেই সাক্ষ্যাংকার হয়ে যায় সে সবার। সেখানকার প্রেম-ভালবাসা যা কেবল মুখের কথাতেই। কাম-বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই। যেহেতু তা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই বুঝতে পারবে- কি অপূর্ব সৌম্যদর্শন! তোমাদেরও তেমনি হতে হবে। কন্যাদের হতে হবে পটরাণী (ছবির মতন সুন্দর)। মীরা তো কেবল ভক্তির ভজন করতো, তাই ভগবানকে সে আর পায়নি। যেহেতু সেটা ছিল ভক্তি-মার্গ। সেই মীরাও এখন এই দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তো আছে। সেও এখন এই জ্ঞান অবশ্যই গ্রহণ করে থাকবে, যদিও তার প্রেমে প্রকৃত ভক্তিই ছিল। তোমরাও তো সেই দ্বাপর থেকে এ পর্যন্ত ভক্তিই করে আসছো। বুদ্ধির দ্বারা নিজের মধ্যে এসব অনুধাবন করতে হবে- শিববাবা আমি তো প্রকৃতই তোমার সন্তান। সুতরাং বাবার উত্তরসূরি বাচ্চা হয়ে, সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পুরোপুরিই নিতে হবে। অতএব মনে-প্রাণে এইবার (১-বার) সম্পূর্ণরূপে বাবার প্রতি সমর্পিত (বলিহার) হয়ে যাও। দেখবে, বাবাও তোমার প্রতি ২১-বার বলিহার হবেন। আর যদি বলিহার না হও, তবে তো বৈমাত্রের স্বভাবেরই হয়ে গেলে, ফলে ২১-বার প্রজা পদেই আসতে হবে। আবারও তাই বাবা জানাচ্ছেন - বাচ্চারা, যদি তোমরা কেবল আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো, আমিও তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করবো। নিজের বাচ্চাকে সাহায্য তো করতেই হবে, যেহেতু বি.কে. বাচ্চারা যে বাবার প্রকৃত বাচ্চা। তাই বলে সবাইকে তো আর তা করা যায় না। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত! ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাঝাকে জয় করে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণের মতন জগৎজীত হতে হবে। এই বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে সদা বিজয়ী হতে হবে, কিছুতেই যেন হার মানবো না।

২) শ্রীমং অনুসারে চলে বিকারের বন্ধন আর কর্ম-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। অশরীরী হবার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বুদ্ধি-যোগের দৌড় প্রতিযোগিতার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- ব্যালেন্স-এর বিশেষত্বকে ধারণ করে সবাইকে ব্লেসিংস দেওয়ার ক্ষমতায়ুক্ত বিশেষ শক্তিশালী সেবাধারী ভবঃ

বিস্তার:- এখন তোমাদের মতন শক্তিশালী আত্মাদের সেবা-কার্য হলো, সবাইকে ব্লেসিংস দেওয়া। তা সে দৃষ্টি দ্বারাই হোক, কিস্বা মস্তক-মণি দ্বারা। যেমন সাকার বাবার লাস্ট কর্মজীত স্টেজের সময় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে-কি সুন্দর ব্যালেন্সের বিশেষতা ও আশ্চর্যজনক ব্লেসিং-এর ক্ষমতা। তোমরাও তেমনি বাবাকেই ফলো করো- কম সময়ে এটাই হবে সেবার সবচেয়ে সহজ ও শক্তিশালী

উপায়। এতে সময় যেমন কম লাগবে, পরিশ্রমও যথেষ্ট কম, অথচ ফল হবে সন্তোষজনক। অতএব আত্মিক স্বরূপে সবাইকে ব্লেসিং দিতে থাকো।

স্লোগান :- বিস্তারকে সেকেণ্ডে গুটিয়ে নিয়ে জ্ঞানের সারকে অনুভব করিয়ে 'লাইট-মাইট হাউস' হতে হবে।

. টীকা :- "তোতারাম"

তোতারাম নামে এক তোতা-পাখি ছিল এক ব্যক্তির। লোকটি যখন যা বলতো - পাখিও তার পুনরাবৃত্তি করতো। অথচ পাখি কিন্তু সেসব কথার অর্থ কিছুই বুঝতো না।

তেমনি ভক্তি-মার্গের লোকেদেরও অনেক কিছু কণ্ঠস্থ থাকলেও, তার প্রকৃত অর্থ বা মর্মার্থ কিছুই বোঝে না তারা। ঠিক যেন ঐ তোতারাম-পাখির মতনই।

পরমাত্মা শিববাবা স্বয়ং এখন ধরায় এসেছেন, আত্মাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোর প্রকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে দেবতা করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কিন্তু এখানেও গড়-গড়িয়ে জ্ঞানের বাণী বলতে পারা বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেরই প্রকৃত ও যথার্থ ধারণাটুকুই নেই। আর ধারণাই যদি না আসে, সেক্ষেত্রে ধারণ করবেই বা কি প্রকারে ?

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট, বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন, তাই বাবাকে নিজের কৃত পাপের কথা বলো, তাহলে অর্ধেক মার্ফ হয়ে যাবে

প্রশ্ন :--কোন আধারে রাজধানীর মালিক আর প্রজাতে সাহকার তৈরী হয় ?

উত্তর :- রাজধানীর মালিক হওয়ার জন্য এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে । এই পড়াতেই পদের প্রাপ্তি হয় । যারা সাহকার প্রজা হবে তারা এই জ্ঞান নেবে, বীজও বপন করবে অর্থাৎ সহযোগী হবে, পবিত্রও থাকবে কিন্তু এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবে না । পড়াতে মনযোগ তখনই দেবে, যখন প্রথমে পাক্সা বিশ্বাস হবে যে আমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াতে এসেছেন । যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে তো তোমরা মোটা বুদ্ধির হয়ে গেলে । আর নিশ্চয়তা থাকলে নিয়মিত পড়া উচিত । ধারণও করা উচিত ।

গীত :-- নয়ন হীনকে পথ দেখাও প্রভু ...

ওম শান্তি । কলিযুগকে অন্ধকারের নগরী বলা হয় কেননা সব আত্মারা বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে, এমন নয় যে তারা চোখে অন্ধ । অন্ধকারের নগরীতে সবাই জ্ঞান নেত্রহীন, যেন অন্ধের সন্তান অন্ধ । সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমরা সকল আত্মার বাবা, তিনি হলেন পরমাত্মা, আমরা যখন সমস্ত আত্মারা ওই মূল বতনে থাকি, তখন সবাই জাগ্রত জ্যোতি । প্রথমে - প্রথমে সকলেই স্বচ্ছ সোনা ছিলো । সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ । হিন্দীতে পারস পুরী বলা হয় । এখন হলো আয়রন এজ অর্থাৎ তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধির । সত্যযুগে ঘরে ঘরে আলো আর কলিযুগে ঘরে ঘরে অন্ধকার । দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । সব এখন ধর্ম ভ্রষ্ট এবং কর্ম ভ্রষ্ট । এখন কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না কারণ সবাই বিকারী । বাবা সব রকমের উদাহরণ দিয়েছেন । তাকে বলা হয়েছিলো, আদি সনাতন তো দেবতা ধর্ম, তাহলে তুমি আদি সনাতন হিন্দু মহাসভা কেন বলছো ? তিনি বললেন - দাদা জী, আমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারি না কেননা আমরা অপবিত্র । এখন তো দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে কেননা এ তো মিশনারী । ক্রাইস্ট যখন এসেছিলেন তখন যেমন ক্রিষ্টিয়ান ছিলো না । এই সময়ও তেমন দেবতা ধর্ম নেই । এখন ব্রাহ্মণের স্থাপনা হচ্ছে । এই ব্রাহ্মণরাই পরে দেবী - দেবতা হয় । পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমিই দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । আত্মারা, আমিই তোমাদের পারলৌকিক পিতা, আমিই তোমাদের এখানে পাঠাই । ওই হলো যেমন ক্রিষ্টিয়ানদের মিশনারী তেমনই এ হলো দেবতা ধর্মের মিশনারী । স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এতদিন যা শুনে এসেছো সবই মিথ্যা । যদিও ড্রামা অনুসারে এ হতেই হবে । এই মায়ার ব্যান্ডেজকে মুক্ত করার জন্য কল্পে - কল্পে আমি এসেই বোঝাই আর আমি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । দ্বাপর থেকে আবার অনেক ধর্মের স্থাপনা হয় । সেই সময় দেবতা ধর্ম থাকে না । তাকে বলা হয় রাবণ রাজ্য । গীতা হলো ভারতের সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্র কেননা এ হলো ভগবানের গায়ন । আর সমস্ত শাস্ত্রই মানুষের গায়ন । কৃষ্ণ তো সত্যযুগে প্রালব্ধ ভোগ করেছিলো । এখন বাবা বলছেন -- আমি এই ভারতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন করতে এসেছি । আর কাউকেই তো গীতার বক্তা বলা যাবে না । ভগবানই বলেন --হে ভারতবাসী বাচ্চারা, আমি এসেছি ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । প্রথমে তো ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের

প্রয়োজন । দেবতারা তো প্রলঙ্ক ভোগ করে । এখন এই ভারত হলো নরক । আর কোনো গীতার প্রবক্তাই এই কথা বলতে পারে না যে - কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । যতই তোমরা সমস্ত ভারতে যাও, কেউই এমন বলতে পারবে না কারণ তারা নিজেরাই বিকারী । সেই বেচারারাও জানে না যে, এ হলো সকলেরই অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন যে, প্রথমে তো এ হলো এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যেই জন্মে আমি প্রবেশ করি অর্থাৎ এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিরই অন্তিম সময় । এই এক জন্মের জন্য তোমরা পবিত্রতার দায় নাও । এ তো কোনো মিথ্যা কথা নয় । মহাভারী লড়াইও তোমরা দেখেছো । অল্প - অল্প রিহাসাল তো হতেই থাকবে । বাম্বারা বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছে । এতেই সিদ্ধ হয় এ হলো অন্তিম জন্ম । গীতা যারা শোনায়, তারা বলতে পারে না যে, এ হলো অন্তিম জন্ম, তাই পবিত্রতার দায় নাও । এ হলো তোমাদের রাজযোগ । তোমরা রাজস্ব পাওয়ার জন্য তপস্যা করছো । এখন তোমাদের এই প্রকৃত কামাই করতে হবে । তোমরা এই অন্তিম জন্মে পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হও । সম্পূর্ণ উঁচু পদ পাও তোমরা । বাবার যারা পুরানো সন্তান ছিলো, যাদের মায়া ভস্মীভূত করেছে, বাবা তাদের এসে জাগান । এখন সমস্ত আত্মাই কালো, তমোপ্রধান । আত্মাই কালো এবং গোরা হয় । আত্মাকে নির্লিপ্ত বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা । আত্মা সঙ্গে করে সংস্কার নিয়ে যায় । বাবা এখন বলছেন, তোমরা আত্মারা এখন ঈশ্বরীয় মতে চলছো । ইউরোপিয়ানরাও বলে যে, ভারতে গড - গডেজের রাজধানী ছিলো । ভগবান রাম, ভগবতী সীতা, কিন্তু তাদের ভগবান বলা যাবে না । সে তো দৈবী রাজস্ব । সেখানে কোনো ভগবান থাকে না । ভগবান তো একজনই । দেবতা হলো তিন । বাকি সব মনুষ্য সৃষ্টি । যেমন ক্রাইস্ট এসে যখন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন তখন খৃষ্টানরা ছিলো না । তেমন এখন দেবতা ধর্মও প্রায় লোপ হয়ে গেছে । সবথেকে উত্তম ধর্ম হলো দেবতাদের । বাবা বলেন যে প্রথমে আমি এই রুহানী ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি । এই রুহানী ব্রাহ্মণই পরমধামের রাস্তা বলে দেয় । মানুষ বলে, ভক্তরা ঘরে বসেই ভগবানকে পেয়ে যায় । তাই বাবা বলেন, প্রথম নম্বর ভক্ত তো দেবতারাই হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণই প্রথম প্রথম ভক্তি মার্গ শুরু করেছিলেন । সোমনাথের মন্দির তারাই বানিয়েছিলেন, বাবা কতো পরিষ্কার করে বলেন । এই জ্ঞান তারাই ধারণ করতে পারবে যারা রাজধানীর মালিক হবে । আর যারা প্রজাতে সাহকার হবে তারা জ্ঞান শুনবে । তারা বীজ বপন করবে কিন্তু বেশী পড়বে না । তারা পবিত্র থাকবে । বাবা বলেন -- বাম্বারা, এ হলো পড়া । এই পড়া পড়েই পদ পেতে হবে । পদ হলো অনেক উঁচু । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা চাই যে কৃষ্ণ নন, ভগবান তাঁর বাম্বাদের পড়াতে এসেছেন, বাকি হ্যাঁ, এই পড়াতে আমরা কৃষ্ণ সম হতে পারবো । তোমরা সবাই তো প্রিন্স - প্রিন্সেস হও । যাদের সম্পূর্ণ এই নিশ্চয়তা থাকে না, তারা এই স্কুলে এমনভাবে বসে থাকে যেন বুদ্ধ । নিশ্চয়তা যদি থাকে তাহলে নিয়মিত পড়তে হবে । না হলে কিছুই বুঝতে পারবে না । অবিনাশী বাবার দ্বারা এ তোমাদের অবিনাশী প্রলঙ্ক । বাকি সবই কবরে চলে যাবে । যতক্ষণ না আমরা তৈরী হই, অল্প কিছুই থাকবে । তারপর সে সবও শেষ হয়ে যাবে । আমি আর তোমরাও আগের কল্পে এইসব দেখেছিলাম । এখনও তা আবার দেখছি । এখনবলবে, পাঁচ হাজার বছর বাদে আবার এই ধর্ম স্থাপন করছি কেননা ওদের মধ্যে ব্রহ্মাও আর সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান থাকতে পারে না । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা এসেই দেন । ব্রহ্মাও অর্থাৎ যেখানে আত্মারা ডিমের আকারে থাকে । ওই সন্ন্যাসীরা তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে দেয় । এখন ব্রহ্ম তো হলো তত্ত্ব । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব । ওরা তো ব্রহ্মোহম বা শিবোহমও বলে থাকে কিন্তু শিব তো হলেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা । বলা হয় না -- ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিলো । এই ভাগীরথ হলো মানুষ । নন্দীগণ তো পশু হয়ে গেলো । ওরা গোশালা অক্ষর শুনেছে তাই ষাঁড়কে রেখে দিয়েছে । মন্দিরেও

সঠিক চিত্র আছে --- লক্ষ্মী - নারায়ণ আর রাম - সীতার । এঁরা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যাঁরা প্রালঙ্ক ভোগ করে । প্রজারাও প্রালঙ্ক ভোগ করে । লক্ষ্মী - নারায়ণ প্রথম - দ্বিতীয় এবং তৃতীয় --- --এইভাবে আট বাদশাহী চলতে থাকে । তাঁদের বাচ্চারা রাজত্ব করে । সীতা - রামেরও এমনভাবেই চলতে থাকে । এরপর গায়ন হয় যে জগদম্বা আদি দেবী আর ব্রহ্মা আদি দেব । অ্যাডম এবং ইভ --এরা দুজনেই এখন কালো এরপর তারা গোরা হয় । দুনিয়া এইসব কথা কিছুই জানে না । কালী - দুর্গা - অম্বা, সব একেরই নাম । প্রকৃত নাম তো সরস্বতী । তাই আত্মাই কালী হয়, বাকি কেউ কালো মুখের খোড়াই হয় । এই সময় সমস্ত আত্মাই কালো । আমরা সবাই বাঁদর তুল্য ছিলাম । এখন বাবা আমাদের তাঁর সেনা বানিয়েছেন । এখন আমরা রাবণকে জয় করছি ।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সমস্ত শাস্ত্র - বেদের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় । শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত, তাই না । তাই এখন ব্রহ্মার হাতে আছে - শিরোমণি গীতা । বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ গ্রন্থের সার বলে দেন । তাকেই গীতা বলা হয় । বাকি কোনো শাস্ত্র নেই । বুদ্ধিতে একমাত্র গীতাই আছে । গীতায় ভগবান উবাচঃ আছে যে, কাম হলো মহাশত্রু, তাই যিনি গীতা শোনান, তাঁর বলা উচিত যে, একে জয় করো, তবেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । ওরা তো এমন কথা কখনোই বলবে না । সকলেই মিথ্যা বলতে থাকে । আমিও আগে মিথ্যা বলতাম । আমিও অনেক গুরু করেছি । অর্জুনকেও তো বলা হয়েছিলো যে, এদের সবাইকে ভুলে যাও । যদি না শুনেও থাকো তাহলে এখন আমি শোনাচ্ছি । তোমাদের এই গুরুদেরও পবিত্র আমি করি । এখন তোমরা যা - যা পড়েছো সব ভুলে যাও । না শুনে থাকলে এখন আমি শোনাচ্ছি । এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরের তুল্য হচ্ছে । এখন এ সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা বিনাশ - স্থাপনা দেখেছো, তাই তোমরা পুরুষার্থ করছো, বাবার কাছে সকলেরই পোতামেল থাকে । তারা লিখে দেয় - আমি এমন পাপী ছিলাম, এইসব করেছিলাম, কেননা ধর্মরাজ বাবা বলেন - আমাকে বললে অর্ধেক মাফ করে দেবো । এ সবই প্রাইভেট থাকে । পড়বেন আর ছিঁড়ে ফেলে দেবেন । এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট । এখন ঝাড় খুব ছোটো, এর মালী স্বয়ং ভগবান । ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হবে । মায়া ঝট করে দ্বিধায় ফেলে দেয় । কোথাকার ছোটো কথা, কতো বড় কাহিনী বানিয়ে দেয় । কোথায় আমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণ পুরুষোত্তম - পুরুষোত্তমিনী মহান পবিত্র ছিলেন আর এখানে তো সবাই অপবিত্র । সে ছিলো পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম । এখানে হলো অপবিত্র গৃহস্থ অধর্ম । ওরা জিঞ্জোঁস করে তাহলে দুনিয়া কি করে চলবে ? বাবা বলেন, এই পুরানো দুনিয়া থাকবেই না । সব শেষ হয়ে যাবে । এ হলো অন্তিম জন্ম, তাই কাম কাটারি চালানো ছেড়ে দাও । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমরা বিকারী মা - বাবর কাছে বিষের বর্সা পেয়ে এসেছো । এখন আমি অর্ডিন্যান্স বের করেছি - এই বিষের বর্সা বন্ধ করো । নাহলে বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে না । বিকার জয় করলেই স্বর্গে যেতে পারবে, না হলে পাতাল । রাম রাজ্য আকাশ হলে রাবণ রাজ্য পাতাল । এ হলো নাটক । এই সময় দেবতা ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে । তারা তাদের আসল ধর্মকে জানে না । কোনো ধর্মে অল্প সুখ দেখলেই ঝট করে কনভার্ট হয়ে যায় । একে বলা হয় হাফ কাস্ট । এখানেই যাঁরা ব্রাহ্মণ কাস্ট এসেছে অথচ পুরুষার্থে কম, তাঁরা প্রজাতে পদ পাবে । বাবা পরিষ্কার কথা বলেন ।

এরা যে বলে, ঋষি - মুনি আদি ত্রিকালদর্শী ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁরা জগত মিথ্যা বলেছেন তখন ত্রিকালদর্শী কিভাবে হবেন ? অনেক গল্পকথা বলা আছে । ওরা বলে অমুকে নির্বাণধামে গেছে - এও গল্পকথা । সকলকেই অভিনয়ের জন্য এখানেই হাজির থাকতে হবে । সকলের গাইডই হলেন বাবা ।

বাবা কাউকেই ভক্তি ছেড়ে দিতে বলেন না। যতক্ষণ না পরিপক্ব অবস্থা হয়, ততক্ষণ ভক্তি করুক। মনে রাখবে - আমি কারোর গুরু নই। তোমরা যেমন শুনছো, আমিও তেমনই শিববাবার থেকে শুনছি। আমাদের সকলেরই গুরু সেই এক নিরাকার। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই শেষ জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। আত্মাকে কালোর (ময়লা) থেকে গোরা (পবিত্র) সতোপ্রধান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে।

২) অবিনাশী প্রালব্ধ বানানোর জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে নিয়মিত এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে। বাকি এতদিন যা পড়েছো তা বুদ্ধির সাহায্যে ভুলে যেতে হবে।

বরদান : - একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভূতির দ্বারা এক নশ্বর হয়ে অটুট সম্পদে সম্পন্ন ভব

এক নশ্বরে আসার জন্য একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভূতি করতে থাকো, কোনো ঝামেলায় যেও না। ঝামেলায় গেলে খুশীর দোলা ডিলে হয়ে যায় তখন তেজের সঙ্গে দুলতে পারবে না তাই সদা আর একরস খুশীর দোলায় দুলতে থাকো। বাপদাদার দ্বারা সমস্ত বাচ্চারা অবিনাশী, অটুট আর বেহদের সম্পদ পায়। তাই সদা সেই সম্পদের প্রাপ্তিতে একরস আর সম্পন্ন থাকো। সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব হলো অনুভব, এই যুগের বিশেষত্বের লাভ নাও।

স্লোগান :- - মনের মহাদানী হতে হলে রুহানী স্থিতিতে সদা স্থিত থাকো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞানমার্গে গাষ্টীর্যের গুণ ধারণ করা খুবই জরুরি। কখনো যেন নিজের মধ্যে অভিমান না আসে। মাতাদেরকে সম্মান করো।”

প্রশ্ন : - সকল বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি আশা রয়েছে? কখন সেই আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে?

উত্তর : - বাবার আশা হল - বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করবে, যাতে নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাবে। এর দ্বারা-ই বাবার শো (প্রদর্শন) হবে। এমন শো (প্রদর্শনী) করো যাতে বাবারও গায়ন হয় এবং বাচ্চাদেরও গায়ন হয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা যদি নর থেকে নারায়ণ হও, তাহলে তোমাদেরও মন্দির তৈরি হবে এবং আমারও মন্দির তৈরি হবে। এইরকম পূজ্য হওয়ার জন্য ফাদারকে ফলো করো। নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করো - আমি পুরোপুরি ফলো করব

গীত:- জিস দিন সে মিলে হম তুম... (যেদিন থেকে তোমার আর আমার মিলন হয়েছে)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অনুভব করছে যে নুতন দুনিয়ার জন্য আমরা সব নুতন কথা শুনছি। আমাদের এই ভালোবাসাও নুতন। অন্য কেউ এইভাবে সামনে বসে পরমপিতা পরমাত্মাকে ভালবাসে না। তাই এইসব হল নুতন কথা। তোমরা জানো যে বাবা হলেন পতিত পাবন। পুরাতন দুনিয়াকে পতিত এবং নুতন দুনিয়াকে পবিত্র বলা হয়। তাই তোমাদের নুতন দুনিয়ার প্রতিই ভালোবাসা জন্মাবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের নুতন দুনিয়া স্বর্গের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। সেই দুনিয়াকে শিবালয় বলা হয়। এটা হল বেশ্যালয়। এখানে বরাবর বিকারী মানুষরাই থাকে। সত্যযুগে যেহেতু সবাই নির্বিকারী হবে, তাই তাকে শিবালয় বলা হয়। শিববাবাই এইরকম নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমরা জানো যে, নুতন দুনিয়াতে যেসব দেবী-দেবতারা ছিল, তাদের-ই ছবি এই পুরাতন দুনিয়াতে রয়েছে। ভারতবাসীরা তো সবকিছু ভুলে গিয়ে হিন্দুস্থান বলে দেয়। বলা হয়- আমাদের এই হিন্দুস্থান খুব সুন্দর। নিশ্চয়ই কখনো খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু বাস্তবে এর নাম হিন্দুস্থান নয়। একে ভারতভূমি বলা হয়। তাই বাচ্চারা জানে যে এইসব হল নুতন কথা। এইরকম কথা আগে কখনো শুনিনি। গোটা দুনিয়ার থেকে এই জ্ঞান আলাদা। ভারতবাসীদের অনেক মন্দির আছে। খ্রিস্টানদের তো কেবল চার্চ আছে। হয়তো আলাদা আলাদা চার্চ বানায়। সত্যযুগে কোনো মন্দির থাকবে না। কারন সেখানে চৈতন্য দেবতাদের রাজত্ব থাকবে। দেবতারা নুতন দুনিয়া অর্থাৎ শিবালয়ে রাজত্ব করত। তোমরা জানো যে এখন আমরা নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছি। কখনো যেন এইরকম খেয়াল না আসে যে বাবা নুতন বাড়ি তৈরি করেছেন। বাস্তবে তো পুরাতন দুনিয়াতে এটাও পুরাতন। আমাদের মনে এখন নুতন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আছে। সম্মুখে বসে থাকা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ব্রহ্মার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তোমরা জানো যে আমাদের ভালোবাসা কেবল শিববাবার সাথেই। অন্য কারোর সাথে নয়। হয়তো তোমাদের নাম বি.কে., কিন্তু ব্রহ্মার প্রতি ভালোবাসা নেই। ব্রহ্মা তো দেহধারী, তাই না? তিনি জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আসেন। তোমাদেরকে দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে না। দুনিয়ার গুরুরা তো নিজের নাম রেখে দেয় সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ তো কেবল পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মাদের রূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং শান্ত ছিল। এখন সঙ্গমযুগে তোমরা পুনরায় সেইরকম হচ্ছ। যেমন বাবার মহিমা

করা হয়- জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর... সেইরকম তোমাদের রূপও সং-চিং-আনন্দ। বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ করলেই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসে। মোট ৫টা যুগ আছে। এখন সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গমযুগের কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। হয়তো সামান্য কিছু জানে, কিন্তু সত্যযুগে কে রাজত্ব করত, কিভাবে রাজত্ব চলত - এইসব বিস্তারিত ভাবে জানে না। তোমরা এখন রাজত্ব নিষ্ক। পুনর্জন্ম নেওয়ার এই চক্রতে তো আসতেই হবে। কেউই সর্বদা স্বর্গে থাকতে পারে না। এখনই স্বর্গ এবং নরকের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কলিযুগ আছে, এরপর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। তাহলে পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসেন। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। একজনের মহিমা অন্যজনের সাথে একই হতে পারে না। প্রত্যেকের নিজ-নিজ কর্তব্য এবং সংস্কার আছে। একজনের সাথে অন্যজনের মিলবে না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই নিজ-নিজ পার্ট আছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা এখন নূতন কথা শুনছ। দুনিয়ার মানুষ তো মনে করে কৃষ্ণই হল গীতার ভগবান। বাবা এখন বলছেন যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। ভগবানুবাচ হল- আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ন এবং নারী থেকে লক্ষ্মী বানাই। বাবা প্রশ্ন করেন- তুমি সূর্যবংশী নারায়ন হবে, না কি চন্দ্রবংশী রাম হবে? বাচ্চারা উত্তর দেয় - বাবা, লক্ষ্য তো আছে সূর্যবংশী হওয়ার। তার মধ্যেও ক্রম তো থাকবেই। ব্যারিস্টারদের মধ্যেও কেউ খুব ভালো এবং কেউ দুর্বল হয়। কোনো কোনো সার্জেন লক্ষ-লক্ষ টাকা কামায়, কেউ আবার খুব কম উপার্জন করে। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করে। তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যে অনেক উপার্জন করবে, সিংহাসনে বসবে। এটা হল বেহদের বিশাল ঐশ্বরীয় কলেজ। ঐসব কলেজগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটা হল অসীমের কলেজ, অনেকজন পাশ করবে। সুতরাং তোমরা এখন নূতন কথা শুনছ। তোমরা এখন বুঝেছ যে কেবল পরমাত্মা-ই তোমাদের মতো অবলাদেরকে বল প্রদান করেন। তোমরা জানো যে পরমাত্মা পিতার কাছ থেকে আমরা অনেক শক্তি পাই। আমরা হলাম ওয়ারিয়र्स (সেনা), এখন যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়ে আছি। এইগুলো তো নূতন কথা, তাই না? গীতাতে পাণ্ডব এবং কৌরবদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো লড়াই হয়নি। প্রত্যেকটা কথাই নূতন। কৃষ্ণ তো ভগবান নয়। তিনি হলেন নূতন দুনিয়ার সূচনা (অল্ফ)। এইসব হল নূতন কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাধ্যম নূতন দুনিয়ার সূচনা হয়। তারপরে তাদের বাচ্চারা থাকে। সুতরাং লক্ষ্মী-নারায়ন হলেন সত্যযুগী মনুষ্য সৃষ্টির সূচনা(অল্ফ)। ব্রহ্মা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির সূচনা (অল্ফ)। তাঁর আগে আছেন অল্ফ অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। পরে তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সূচনা করেন। তারপরে লক্ষ্মী-নারায়নের দ্বারা সূচনা করেন। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-বংশী। গায়ন আছে, ব্রহ্মা হলেন ব্রাহ্মণ বংশের প্রধান। হয়তো ওরাও ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাম কি কখনো শুনেছ? গীতাতেও এই নাম নেই। সুতরাং এইগুলো হল নূতন কথা। ভারতকে হিন্দুস্তান বলা হয়। তাই ধর্মটাকেও হিন্দু বলে দিয়েছে। নিজস্ব প্রাচীন ধর্মকে জানে না। যেন দেবী-দেবতা ধর্মের কোনো অস্তিত্বই নেই। নিজের ধর্মকে না জানার কারণে বলে দেয় যে সকল ধর্মই এক। এখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই থাকতে পারে। যার ইচ্ছে আছে, সে থাকবে। সবার জন্যই মুক্ত। সকল ধর্মকেই সম্মান দেওয়া হয়। যেকোনো ধর্মের মানুষ এখানে এসে থাকতে পারে। অন্যান্য জায়গায় তো অন্য ধর্মের মানুষদেরকে বার করে দেয়। সিংহল, বর্মা ইত্যাদি জায়গা থেকে ভারতীয়দেরকে বার করে দেয়। বাস্তবে ভারতের ধর্ম হল প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু ওরা তো বলে - যে কেউ এসে থাকতে পারে। সবাই তো একসাথে থাকতে পারে না। যেখানে সেখানে ধর্ম নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। বলা হয়, ভারত সমস্ত ধর্মকেই আশ্রয় দেয়, তাই ভারতের এত মহিমা। এখন তোমরা সব নূতন কথা শুনছ। এখন ভারতে কেউই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। আমরা সেই

নুতন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। শিববাবা স্বর্গ রচনা করেন। ব্রহ্মার সন্তান তো সকলেই, কিন্তু ব্রাহ্মণদেরই বিশেষ গায়ন রয়েছে। তাদেরকে কখন রচনা করা হয়েছিল? নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগে। বর্ণের চিত্রটোও ভালোভাবে দেখাতে হবে। একেবারে ওপরে আমরা ব্রাহ্মণরা রয়েছি, তারপরে ক্রমে ক্রমে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হই। এই জ্ঞান হল অতি গুহ্য এবং মনোরঞ্জক। কিন্তু খুব কম জনের বুদ্ধিতেই এটা ধারণ হয়।

তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞানটাকে ভালোভাবে ধারণ করো, কখনো ব্রাহ্মণীদের ওপরে চটে যেও না। রাগ করে পড়া ছেড়ে দিলে চলবে না। না হলে রসাতলে চলে যাবে। বাবা তো জ্ঞান শোনানোর জন্যই এসেছেন। তাই অবশ্যই শোনা উচিত। ভক্তিমার্গে গীতা শোনার জন্য অনেক নিয়ম থাকে। মানুষ পুরো নিয়ম মেনে গীতা শোনে। মন্দিরেও নিয়ম মাফিক যায়। প্রতিদিন নিয়ম পালন করে। তোমাদের নিয়ম তো খুব কঠোর। প্রথমে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা... তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বুদ্ধির তালা খুলবে। শিববাবা বিচার সাগর মন্থন করেন না। তার বিচার সাগর মন্থন করার প্রয়োজন হয় না। তোমাদের দরকার আছে- কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে? কখনো রেগে যেও না। পরস্পরকে সম্মান দিতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা মহারথীদেরকে সম্মান করতে জানে না। ব্রাহ্মণীরাই হল মুখ্য। অন্তত ১০-১২ জনকে তো নিজের সমান বানায়। তাই তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তোমরা হলে শিববাবার এজেন্ট। সকল এজেন্ট তো একইরকম হয় না। হয়তো বিভিন্ন ক্রম থাকে, কিন্তু সবাই তো এজেন্ট, তাই না? কেউ কেউ খুব ভালো ভাবে ধারণ করে। দিন-রাত সেবারত থাকে। শিববাবাও এখানে সেবা করতে এসেছেন। বাবা বলেন, আমি ডবল কাজ করি। ভক্তদেরও সেবা করি। তোমরা জানো যে কে সমগ্র দুনিয়াতে সাক্ষাৎকার করানোর কর্তব্য করেন। হয়তো ড্রামাতে সবকিছু আগে থেকেই নিহিত রয়েছে। ঠিক সেই সময়েই সাক্ষাৎকার হয়। তখন মনে করে যে গড ফাদার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। যেখানে সেখানে সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এইসব সাক্ষাৎকারও ড্রামার মধ্যেই রয়েছে। এইসব বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধি প্রয়োজন। এইগুলো হল নুতন কথা। বুদ্ধিতে যেন সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে। কারোর কারোর স্ব-দর্শন চক্র ভালোভাবে ঘোরে, কারোর আবার কম ঘোরে। তোমরা হলে স্ব-দর্শন চক্রধারী। ক্রমানুসারে সেবার জন্য বুদ্ধি চলতে থাকে। কারোর কারোর তো স্ব-দর্শন চক্র একটুও ঘোরে না। বাতাস তো সবার জন্য একই রকম প্রবাহিত হয়, কিন্তু কারোর খুব জোরে ঘোরে এবং কারোর খুব আস্তে আস্তে ঘোরে। স্ব-দর্শন চক্র না ঘোরালে পদ কিভাবে পাবে? এইগুলো হল নুতন কথা। বাবা বোঝাচ্ছেন, উত্তরাধিকার যদি নিতে চাও, তাহলে এখনই নাও। নাহলে পরে আফসোস করবে, কাঁদবে। টিচারের শো করতে হবে। এটা কত বড় কলেজ। ভালোভাবে পড়লে ভালো পদ পায়। প্রতিজ্ঞা কর যে আমি মাদার-ফাদারকে পুরো ফলো করব। এমন নয় যে ব্যারিস্টারের সন্তানও ব্যারিস্টার হবে। না, কেউ হয়তো ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। কেউ আবার শয়তান ডাকুও হতে পারে। বাবা বলছেন, আমাকে শো করার জন্য তোমরা নর থেকে নারায়ন হয়ে দেখাও। তাতে আমারও গায়ন হবে, তোমাদেরও গায়ন হবে। তোমরাও দেবতা হয়ে যাবে। আমারও মন্দির হবে, তোমাদেরও মন্দির হবে। মুখ্য রূপে তো শিববাবার মন্দির হওয়া উচিত। এরপর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা এবং বাচ্চারা। দিলওয়াড়া মন্দিরের ভ্যারাইটি আছে। এটা হল সবথেকে ভালো স্মরণ চিহ্ন। তোমরা এখন চৈতন্য রূপে বসে আছ। শক্তিকে সিংহের ওপরে, মহারথীকে হাতির ওপরে দেখানো হয়। দেখানো হয়েছে- হাতিকে এক বিশাল কুমির গিলে নিয়েছিল। বাবার স্মরণে না থাকলে মায়াও কুমিরের মতো গিলে নেবে। ভালো ভালো মহারথীদেরকেও মায়া কুমিরের মতো গিলে নেয়। এবিষয়ে খুব গম্ভীর হতে

হবে। ‘আমি এটা করেছি’- এইরকম অহঙ্কার যেন না আসে। প্রত্যেকটা বিষয়ে যতটা সম্ভব মাতাদেরকে আগে রাখতে হবে। মাতাদেরকে সম্মান করতে হবে। মাতাদের হাতেই সব চাবি থাকা উচিত। মাতাদের দ্বারা খবরাখবর পাঠাতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোথাও কোথাও মাতা অথবা কন্যার থেকে কুমার বেশি হুঁশিয়ার হয়। সেক্ষেত্রে তাকে রায় লিখে দিতে হবে। রাজা হুকুম জারি করলেও রাজত্ব করে আসলে রানী। আগে রানী, পরে রাজা। আগে তো মাতা গুরুদের দরকার। পুরুষদের গুরু হওয়ার নিয়ম নেই। মাতাদেরকেই আগে রাখতে হবে। এটাই নিয়ম। হয়তো কোথাও কোথাও পুরুষরাও নিমিত্ত হয় এবং মাতাদেরকে গুণে নিয়ে আসে। কিন্তু মাতাদের সংখ্যাই বেশি। ‘আমি সব জানি’, ‘আমি খুব হুঁশিয়ার’- এইরকম অহঙ্কার যেন না আসে। মাতাদেরকে হুঁশিয়ার বানাতে হবে। মাতাদের দ্বারা-ই সেন্টার চালাতে হবে। অন্তিম সময়ে মাতাদের দ্বারা-ই সন্ন্যাসীরা তিরবিদ্ধ হবে। সুতরাং নিয়ম অনুসারে চলতে হবে। যে পরমপিতা পরমাত্মার নিন্দা করবে, সে কখনোই উঁচু পদ পাবে না। বাবা সবাইকেই সাবধান করছেন। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। কারোর কথা যদি পছন্দ না হয় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও। ক্রোধ খুব লোকসান করে দেয়। কেউ কেউ পত্রতে লেখে- ক্রোধকে কেন কাম বিকারের আগে স্থান দেওয়া হয় না? কিন্তু কাম বিকার তো আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়েছে। পতিত-পাবন রূপে কেবল বাবার-ই মহিমা করা হয়। সন্ন্যাসীরা তো পবিত্র বানাতে পারবে না। সুতরাং তোমরা নুতন কথা শুনছ। স্বয়ং ভগবান বসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। তাঁর পরে এই মনুষ্য সৃষ্টিতে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাম, শ্রী সীতা ইত্যাদি বলা হয়। আচ্ছা, এনাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন? শ্রী শ্রী শিববাবা বানিয়েছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরকে সম্মান করতে হবে। রেগে গিয়ে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না।

২) ক্রোধ খুবই ক্ষতিকর, তাই কোনো কথা পছন্দ না হলে সেটা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিতে হবে। ক্রোধ করা যাবে না। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে।

বরদান:- বহিমুখিতার রসের আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে জীবনমুক্ত হও

বহিমুখিতা মানে ব্যক্তির ভাব-স্বভাব এবং ব্যক্ত ভাবের ভাইব্রেশন, সংকল্প, কথা-বার্তা এবং সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা একে অপরকে ব্যর্থ বিষয়ের দিকে উৎসাহিত করা, সর্বদা কোনো না কোনো ব্যর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ আন্তরিক সুখ, শান্তি, শক্তি থেকে দূরে থাকা। এই বহিমুখিতার রসও বাইরের দিকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। তাই সর্বাগ্রে এটাকে ত্যাগ কর। এই রসই সূক্ষ্ম বন্ধনের রূপ ধারণ করে সফলতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই বন্ধনগুলো থেকে মুক্ত হলেই জীবনমুক্ত বলা যাবে।

স্লোগান:- যে ভালো-খারাপ কর্মের নিমিত্ত কর্তার প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাৎ সাক্ষী বা করুণাময়, সে-ই হল তপস্বী।

28-07-18

প্রাতঃ মুরলী

ওম্ শান্তি

"বাপদাদা"

মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অর্থ সহিত বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ নাশ হবে, আত্মা পতিত থেকে পাবন হবে । প্রধান বিষয়ই হলো স্মরণের যাত্রা"

প্রশ্ন : - ঈশ্বরের কাছে মানুষের কি প্রার্থনা থাকে আর ঈশ্বর (বাবা) সেই প্রার্থনা কিভাবে পূরণ করেন ?

উত্তর : -- মানুষ বাবার কাছে প্রার্থনা করে বলে -- হে গডফাদার, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর, হে করুণাময় কৃপা কর । বাবা সবার প্রার্থনা শুনে স্বয়ং এসে, পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি বলে দেন --- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর । শুধু বাবার মহিমা করলে কোনও লাভ হবে না । চরিত্রের গুণগানও করতে হবে না, কিন্তু রাজযোগ শিখে তোমাদের চরিত্রবান হতে হবে ।

গীত : - ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি । এই মহিমা কার শুনেছ ? অধিকতর খারাপকে যিনি সংশোধন করে তোলেন । আদি - মধ্য -অন্তের নলেজ এসে শোনান যিনি, সেই উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা । যখন কেউ বোঝার জন্য আসে , প্রথম কথা এটাই তাকে বোঝাতে হবে, উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবানের মহিমা করা হয় । যেমন উচ্চতর তাঁর নাম তেমনই সর্বোচ্চ তাঁর ধাম । গ্রন্থ সাহেবেও আছে উচ্চ যাঁর নাম, উচ্চ তাঁর ধাম । উচ্চ থেকে উচ্চতর ধামে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা । নিরাকার দুনিয়া, যেখানে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার নিবাস স্থল । নীচে আছে আকারী আর সাকার দুনিয়া ; সুতরাং প্রথমে তাঁর পরিচয় দিতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মাই একমাত্র সত্য । উনি হলেন রচয়িতা , তারপর আসে তাঁর রচনা । উচ্চ থেকে উচ্চতর বীজরূপ তিনি ; ওনার নীচে সূক্ষ্মবতন বাসী ব্রহ্মা -বিশ্ব -শঙ্কর । এনারা হলেন তাঁর রচনা । রচয়িতা সবার উপরে থাকেন । বাবা হলেন রচয়িতা বাকি সবই তাঁর রচনা । আমরা সবাই এক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, সুতরাং আমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই । পরমপিতা পরমধামে থাকেন, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয় । দেহধারী পিতা অনেক আছে না ! প্রথমে পরিচয় দিতে হবে রুহানী বাবার, বাকি সব ওনার রচনা । চিত্রের প্রতিও মনকে আকৃষ্ট করাতে হবে । প্রথমে উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের (ঝাড়ের) চৈতন্য বীজ রূপ বলা হয়ে থাকে । তিনি হলেন সত -চিত -আনন্দ স্বরূপ । সত অর্থাৎ সত্য বলেন যিনি। আত্মাও সত্য, যা জ্বলে মরে যায় না । সত্য যিনি, তাঁর সন্তানদের ও সত্য (সততা) হওয়া প্রয়োজন । তোমরা প্রথমে দেবী -দেবতা সত্য ছিলে । সত্যখন্ড স্থাপনকারী সত্য পিতা । এমন নয় যে, পরমপিতা পরমাত্মা মিথ্যে খন্ড স্থাপন করেন। কখনও না । সত্য খন্ড ছিল এই ভারত, তারপর মিথ্যে খন্ডে পরিণত হয়েছে । সত্য হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । পতিত বানায় যে তাকে সত্য বলা হয়না । বাকি তো সব মিথ্যে । ৫ বিকার রূপী মায়া রাবণ মিথ্যে করে তোলে । রাম সত্য, রাবণ মিথ্যে । রাবণই ভারতকে মিথ্যে করে তোলে । কাহিনী সমস্ত ভারতকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে । বোঝাতে হবে, ভারত স্বর্গ ছিল এখন নরকে পরিণত হয়েছে । বাবাকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয় । মহিমা সব ভারতেরই । আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান বাবা তোমাদের শোনান, যার জন্য তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো ,একেই বলে -- স্বদর্শন চক্র । তোমরা জান, আমরা আত্মারা আবার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করছি । কথিত

আছে আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল ; এখন এই মিলন বড়ো সুন্দর ও মঙ্গলকারী । তোমরা প্রথমে বাবার পরিচয় দাও । রচয়িতা বাবাকে সর্বব্যাপী বললে এটা প্রমাণ হয়না যে, আমরা সবাই তাঁর সন্তান । বাচ্চারাও এমন বলবে না, আমরা সবাই পরমপিতা পরমাত্মা । সর্বব্যাপী বললে বাবার প্রতি না থাকে ভালবাসা, না থাকে বুদ্ধিযোগ । ভারতের প্রাচীন যোগ প্রসিদ্ধ । বাস্তবে বুদ্ধি যুক্ত করতে হয় বাবার সাথে । সর্বব্যাপী হলে যোগ কার সাথে লাগাবে? নিজের সাথে যোগ লাগাবে ? এসবই অর্থহীন প্রলাপ । এখানে তোমরা যথার্থ রূপে সব জানতে পারছ । বাবা স্বয়ং বলছেন -

- আমার সাথে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বিকর্মতো হয়েই চলেছে । সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা অস্তিত্বে হবে । যখন জ্ঞান শেষ হবে তখন তার ফলাফল বেড়াবে। স্কুলেও কেউ কোনও বিশেষ সাবজেক্টে তীক্ষ্ণ হয়, কেউ আবার অন্য কিছুতে । এখানে সহজ সাবজেক্ট হলো স্মরণের। বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণেই আত্মার শুদ্ধিকরণ হবে। আত্মা স্বচ্ছ হবে । আত্মা যে অপবিত্র হয়ে পড়েছিল তা পবিত্র হতে থাকবে । উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা এসে শিক্ষা দেন আর উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্তি করান । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। বৃষতে পেরেছ যে, প্রকৃতপক্ষেই আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল, তাকে হিন্দু ধর্ম বললে শোভনীয় হয়না । ভারতের নাম বদলে হিন্দুস্তান নামকরণ করেছে । আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিল, যাকে বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ বলা হয় । তা হলো সত্য যুগ, তাকে নতুন দুনিয়া বলা হয় । ঐ যুগের রচনা করেছেন বাবা । তিনি হলেন নিরাকার । সবাই ডেকে বলে -- ও গড ফাদার ! তিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর থাকেন । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর সূক্ষ্ম দেহধারী, ওনাদের নিবাস স্থলকে সূক্ষ্মলোক বলা হয় । আর পরমধাম হলো শান্তিধাম, সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড । সাকারী দুনিয়া হলো স্থূলবতন । নতুন কেউ এলে প্রথমে তাকে ফর্ম পূরণ করতে হবে । আত্মার পিতা কে ? উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান । সাধু সন্ত ইত্যাদি প্রত্যেকে প্রার্থনা করে, প্রার্থনাকে বলা হয় রিকোয়েস্ট (অনুরোধ)। ডেকে বলে -- হে গডফাদার, আমরা প্রার্থনা করছি আমাদের পাপকে দক্ষ কর, দয়ালু বাবা আমাদের প্রতি কৃপা কর ; এভাবে ডাকে । করুণা তো সবাই করবে না । সবার প্রতি কৃপা একমাত্র বাবাই করে থাকেন । সর্বোদয়া (যিনি সবাইকে দয়া করেন) বলে না! ওরা (সর্বোদয়া নামক যে সংস্থা রয়েছে) কি করেছে ? কতজনকে করুণা করবে? এটাও ড্রামায় পূর্বনির্ধারিত । এই সময় যা কিছু ঘটছে তার সাথে তোমরা তুলনা করতে পার । ভগবদ্গীতায় এসব উল্লেখ নেই । গীতা হলো জ্ঞান, বাকি চরিত্রের কোনও প্রয়োজন নেই । স্টুডেন্টস কি টিচার্সদের চরিত্র নিয়ে বর্ণনা করে ? বসে বসে টিচারের মহিমা করলে কোনও লাভ হবে না । শুধু বাবার মহিমা করলে -- তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ; এতে কিছুই প্রাপ্তি হবে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে, বাবা আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন অর্থাৎ তিনটি কাল আর তিন লোকের নলেজ দিচ্ছেন । সুতরাং তোমাদের মাস্টার ত্রিলোকীনাথ বলা যেতে পারে, ত্রিকালদর্শী ও বলতে পার । বরাবর আমরাই তিন লোকের জ্ঞান ধারণ করে ত্রিলোকীনাথ হই । এটাই হলো রাজযোগ । আমরা বাদশাহ হতে যাচ্ছি । একমাত্র বাবাই আমাদের বাদশাহ বানাতে পারেন । পারসন্যাথ ও বলে না! ওরা হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ , যদিও তাদের মন্দির আছে, কিন্তু মানুষ জানেনা এরা কারা ? লক্ষ্মী -নারায়ণ হলো পারসপুরীর নাথ । পারসপুরীকে সত্য যুগ বলা হয় । তোমরা জান বরাবর কৃষ্ণের হীরে জহরতের মহল ছিল, পারসন্যাথ ছিলেন ; সুতরাং প্রথমে এটা বোঝাও । এটা তো মানো যে, সবার রচয়িতা বাবা । ব্রহ্মা -বিষ্ণু -শঙ্করের রচয়িতাও তিনি । প্রথম তো এটা নিশ্চয় কর যে, ঐ বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । স্বর্গে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্ম ছিল । তারা এই নলেজ কবে পেয়েছিল ? বাবা বলেন, আমি কল্পে-কল্পে সঙ্গমযুগে এসে নলেজ দিয়ে থাকি । তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সত্য যুগ

শুরুর পারসনাথ হতে যাচ্ছ । কত ফাস্টব্রাস নলেজ । তোমরা বুঝে গেছ আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা পেয়ে পারসনাথ ,পারসপুরীর মালিক হব । বুদ্ধি জানে যে, লক্ষ্মী -নারায়ণ ইত্যাদি দেবী -দেবতার কত ধনবান ছিল, তাদের কতো অলংকার ছিল, বৈভব সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল । প্রথমে বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে বর্ষা নিতে হবে । স্মরণেই বর্ষা প্রাপ্তি হবে । এটাই হলো সূক্ষ্ম ব্যাপার । হীরে জহরতের কত বিশাল মহল ছিল । এখন সব শেষ হয়ে গেছে । সময় মতো আবার সেসব তৈরি হবে। প্রথমে ছিল, তারপর শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আবার হবে । এসবই ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । এটাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । লড়াইতে সব ধ্বংস হয়ে যায়, তারপর আবার নতুন ভাবে নির্মাণ হয় । মহল ও নিশ্চয়ই বানিয়েছিল, তোমাদেরও সাক্ষাত্কার হয়েছে, বরাবর মহল ছিল, আমরাই বানিয়েছিলাম। এমন নয় যে, সাগরের নীচে চলে গেছে এখন আবার সাগর থেকে বেড়িয়ে আসবে । না । ড্রামার এই চক্র তো ঘুরতেই থাকবে । ওরা ভাবে রাবণের লক্ষা অথবা সোনার দ্বারকা সাগরের নীচে চলে গেছে, যা আবার বেড়িয়ে আসবে, কিন্তু এমনটা তো হয়নি । এখন তোমরা দ্বারকার মালিক হচ্ছ । কত বিত্তবান ছিলে, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলে । সব হারিয়ে গেছে, লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে । আবারও এমনটাই হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে, তারপর চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে যে , এই চক্র কিভাবে ঘুরছে সত্য যুগের স্থাপনা বাবাই এসে করেন । এখন সামনে বসে বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ কর । স্মরণের যোগ অগ্নিতেই তোমরা পতিত থেকে পাবন হবে । এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই । যোগ অগ্নিতেই আত্মা পবিত্র হয় । পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন ,তবে তোমরা গঙ্গাকে কেন পতিত - পাবনী বলো ? জপ, তপ, গঙ্গা স্নান ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । ভক্তি মার্গ ও প্রথমে অব্যভিচারী ছিল, তারপর ব্যভিচারী হয়ে গেছে । ব্যভিচারী হতে আধা কল্প লেগেছে । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা। এইভাবেই কলা কম হতে থাকে । এসবই জ্ঞানের সাগর বাবা এসে বোঝান । ব্রহ্মা -বিষ্ণু -শঙ্করকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয়না । পরমপিতা বললে বুদ্ধি ব্রহ্মা -বিষ্ণু - শঙ্করের দিকে যায় না । আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকেই স্মরণ করে ,যখন তারা দুঃখী হয়ে ওঠে । সত্য যুগ সুখের স্বর্গ, তাই ওখানে কেউ ডাকেনা । এখন আত্মারা জানে যে, আধা কল্প ধরে দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করছে । এখন আবার স্বর্গে যাবে । ওখানে কোনও দুঃখ নেই আর তাই সত্য যুগে বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না । ড্রামা অনুসারে বাবা আমাদের সুখের বর্ষা দিয়ে যাবেনই । মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় বাণপ্রস্থে চলে যায়, গুরুর স্মরণাপন্ন হয় । এখানে তো স্বয়ং বাবা এসেই সঙ্গুর ভূমিকা পালন করেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাব । এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না । সঙ্গে করে কেউ নিয়ে যাবে না । প্রত্যেককে পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হবে, সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে পার্ট বাজানোর জন্য আসতেই হবে । আমি তো পুনর্জন্ম নিই না । যদি আমিও বারংবার জন্ম গ্রহণ করি, তবে তমোপ্রধান হয়ে যাব । আত্মাই অপবিত্র হয়, আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে । গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ শব্দ এখনকার জন্য প্রযোজ্য । এখন কলিযুগ নিশ্চিত রূপে আয়রন এজ । এখন সঙ্গমযুগী, যখন বাবাকে অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হয়, পুরানো সৃষ্টিকে নতুন রূপ দিতে -- এ কাজ শুধু বাবাই করতে পারেন । বাবাই পতিত-পাবন যিনি সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি জগতের সৃষ্টি কর্তা নন । তিনি শুধু পরিবর্তন করেন । সৃষ্টি রচনা করেন বললে, মানুষ ভাবে যে, বড়সড় কোনও প্রলয় ঘটবে । পতিত-পাবন শব্দটিই যথার্থ, অর্থাৎ সৃষ্টিকে পবিত্র করে নতুন রূপে রূপান্তরিত করেন । সাধুরাও গীত গায় - পতিত পাবন সীতারাম । এমন তো বলেনা - পতিত পাবনী গঙ্গা । পতিত পাবন বললে বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে যায় । গঙ্গা তো পতিত -পাবন নয় । এ তো শুধু জল । জল তো ওখানেও আছে কিন্তু ওখানে

(সত্যযুগে) প্রতিটি জিনিসই সত্যপ্রধান । গঙ্গাও সত্যপ্রধান, এখানে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । চতুর্দিক প্লাবিত করে গ্রামাঞ্চল ডুবিয়ে দেয় । ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত হয়ে কত গ্রাম ভাসিয়ে দেয় । এ হলো দুখধাম । সত্য যুগে খোড়াই দুঃখে ভুগবে । ওখানে নদী প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক গতিতে বইবে। এখানে নদী গতিপথ বদল করে অন্য পথে বইতে থাকে । সত্য যুগে ৫ তন্ত্র সত্যপ্রধান হওয়ার কারণে জল ও দুঃখ দেয় না । এখানে জল দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । প্রথমে এটাই বোঝাতে হবে স্বর্গে সুখ প্রদান করেন কে ? নিশ্চয়ই বাবা । এখন তো নরক । বাবা এসেছেন । আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারাই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । মানুষ থেকে দেবতা বানান কে বানান ? পরমপিতা পরমাত্মা । কৃষ্ণতো স্বয়ং দেবতা । বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানান । একথা এখন তোমরা জেনেছ । প্রথমে শুধু গাইতে মানুষ থেকে দেবতা করেছে জানতে না সত্যযুগ কে স্থাপন করেছে ? রচয়িতা কে ? সত্য যুগ সৃষ্টি পরে কলিযুগে পরিণত হয় । সুতরাং তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে, আকাশ তব্বের নীচে একটা বড়ো স্টেজ, এর উপরেই সব খেলা চলছে । খোলা স্টেজ চাই, তাই না ! মানুষ রঙ্গমঞ্চে পার্ট বাজাতে আসে, সুতরাং আলোও চাই । তাই সূর্য, চন্দ্র সেবা করে যাচ্ছে, নক্ষত্ররাও জ্বলজ্বল করছে । যখন রাত নেমে আসে, তখন আলো দিয়ে সুখ প্রদান করে, তাই মানুষ তাদের সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা নামে অভিহিত করে । আলো প্রদান করে সুখ দিয়ে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা গুডমর্নিং ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ড্রামার চরকে যথার্থ রূপে বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার মতো কৃপাশীল হয়ে সবাইকে কৃপা করতে হবে ।

২) বাবা সত্য খন্ড স্থাপন করছেন, তাই সং (সততা) হতে হবে। বাবার স্মরণে আত্মাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে ।

বরদান : - সব পুরানো খাতাকে (কর্মের হিসেব নিকেশ) সংকল্প আর সংস্কার দ্বারা সমাপ্ত করতে সমর্থবান অন্তর্মুখী ভব (হও) ।

বাপদাদা বাচ্চাদের সমস্ত হিসেবের খাতা পরিষ্কার দেখতে চান । সংকল্প বা সংস্কারের মধ্যেও যেন পুরানো খাতার ন্যূনতম অংশও যেন না থাকে । সদা বন্ধনমুক্ত আর যোগযুক্ত হয়ে থাকাকেই অন্তর্মুখী বলে । বাহ্যমুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিরন্তর সেবা করে যাও । অন্তর্মুখী চেহারা দ্বারা বাবার নাম উজ্জ্বল কর। আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছেই সমর্পিত হোক, এমনই প্রসন্ন চিত্ত করে তোল ।

স্লোগান : - নিজের পরিবর্তন দ্বারা সংকল্প, বোল, সম্বন্ধ সম্পর্কে সফলতা প্রাপ্ত করাই সফলতা মূর্ত হওয়া ।

২৯-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৫-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগের দিন মহা আনন্দোৎসব উদযাপনের দিন

আজ, সুমহান বাবা বাচ্চাদের বড়দিনের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । কিশমিশের থেকেও মিষ্টি সব বাচ্চাদের, বাবা খ্রিস্টমাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন । সবচেয়ে বড় দিন হলো সঙ্গমযুগের দিন । খারাপ দিন শেষ হয়ে এসেছে আর এখন সঙ্গমযুগের খুশির দিন উৎসাহের সাথে উদযাপন করতে হবে । এই দিনেই বৃক্ষপতি কল্প বৃক্ষের কাহিনী শোনান । এই সঙ্গমযুগের বড়দিনে কল্পবৃক্ষের ফাউন্ডেশনে দীপ্যমান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা ঝলমল করছে আর সারা কল্প বৃক্ষে ঝলমলে করে তুলছে । লাকি এবং লাভলী নক্ষত্রগণ বৃক্ষে অতি সুন্দর বানিয়ে রাখে । দ্যুতিমান চৈতন্য নক্ষত্রগণ বৃক্ষের ডেকোরেশন । বৃক্ষের হোয়াইট আর লাইট ফরিস্তা অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে সমগ্র বৃক্ষে দ্যুতিমান করে তোলে । এরই স্মারক হিসেবে এই দিনের জন্য লোকে খ্রিষ্টমাস ট্রি সাজায় । সঙ্গমযুগে বড় দিনে উৎসাহের সাথে উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে তোমরা রাতকে দিন বানিয়ে দাও, অন্ধকারকে আলোতে । ব্রাহ্মণ পরিবার এই বড় দিনে মিলিত হয়ে আত্মার ভোজন, ব্রহ্মা ভোজন ভালোবেসে খায়, এইজন্য স্মৃতিচিহ্ন রূপেও সপরিবারে সানন্দে পানভোজন করে । সারা কল্পে আনন্দ উদযাপনের দিন বা আনন্দের যুগ হলো সঙ্গমযুগ, যে সঙ্গমযুগে যত ইচ্ছে হৃদয় ভরে আনন্দ করতে পারো । জ্ঞান অমৃতের নেশা ভালোবাসায় তোমাদের লাভলীন বানায় । লোকে এই রুহানী নেশা বড়দিনে বিশেষভাবে অনুভব করে । সঙ্গমযুগের ব্রহ্মমুহূর্ত অমৃতবেলায় তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের নয়ন উন্মিলিত করো আর কিসের প্রাপ্তি হয় তোমাদের ? কতো উপহার পেয়েছো তোমরা ? তোমরা নয়ন মেলেছো আর তোমাদের বৃদ্ধ বাবাকে দেখেছো । তোমরা শ্বেত বাবাকে দেখেছো । সাদার মধ্যে লাল দেখেছো, তাই না ? কাকে দেখেছো তোমরা ? শান্তিকর্তা বাবাকে দেখেছো । তিনি তোমাদের কতো উপহার দিয়েছেন ? এত উপহার দিয়েছেন যে জন্ম জন্ম ধরে সেই উপহারে তোমরা পালিত হতে থাকবে । কোনকিছু কিনতে হবে না । সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপহার যা হীরের থেকেও অধিক মূল্যবান, স্নেহের বালা দিয়েছেন, তিনি তোমাদের ঈশ্বরীয় জাদুর বালা দিয়েছেন । এর সাথে তোমাদের যখন যেমন চাই সঙ্কল্প দ্বারা আহ্বান করার সাথে সাথে সেটা প্রাপ্ত করতে পারো । ব্রাহ্মণদের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব থাকে না । তোমরা তোমাদের নয়ন মেলায় সাথে সাথেই এইরকম উপহার তোমরা সব বাচ্চারা পেয়ে যাও । সবাই তোমরা লাভ করেছে, তাই না ! কেউ বাদ থেকে যায়নি তো ? এটা বড়দিনের মহত্ব । ফার্স্ট ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্মরণিক চিহ্ন লাস্ট ধর্ম পর্যন্ত অব্যাহত আছে, কারণ তোমরা সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা সমগ্র বৃক্ষের ফাউন্ডেশন । সকল আত্মাদের তোমরাই তো পিতামহ প্রপিতামহ । তারা সবাই তোমাদের শাখা । এই কারণে, আজও, সমস্ত ধর্মের আত্মারা, তোমরা সব আত্মাদের কোনো না কোনো রূপে এবং তোমাদের সঙ্গমযুগী রীতি রেওয়াজ এখনও পর্যন্ত পালন করে চলেছে । স্মরণাতীত সময় ধরে তোমরা এমনই পূজ্য আত্মা । তুলনামূলকভাবে পরম আত্মার থেকেও ডবল পূজ্য তোমরা ! এইরকম নিজেদের বড় থেকেও বড়, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাবতে ভাবতে আনন্দের দিন যাপন করছো, তাই না ! আনন্দ উদযাপনের দিন কতো অল্প ! কল্পের হিসেবে একটাই বড়দিন, খুব করে উদযাপন করো । খুশিতে নাচো ! ব্রহ্মা ভোজন খাও আর খুশির গীত গাও । আর কোনও চিন্তা আছে তোমাদের ? বেফিকর বাদশাহ সারাদিন কি করে ? আনন্দই তো করতে থাকে, তাই না ! মনের প্রফুল্লতা উদযাপন করো । হৃদের দিনের আনন্দ উপভোগ

কোরোনা । বেহদের দিনের, বেহদের বেগমের তৃপ্তিলাভ করো । বুঝেছ তোমরা ? তোমরা ব্রাহ্মণ সংসারে এসেছো, কেন ? আনন্দোৎসব পালন করতে । আচ্ছা ।

আজ, সবচেয়ে বড়দিনের উৎসব আনন্দে পালন করার জন্য চতুর্দিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষ অভিনন্দন । মিলনের উপহার দিতে বাপদাদা বিশেষভাবে এসেছেন । এখন তোমরা সংখ্যায় খুব কম, তবুও তোমাদের দূরে বসে থাকতে হচ্ছে । যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তখন পলকমাত্র দর্শনেই সবকিছু হয়ে যাবে । সেই সময় মিলনের আর কোন চাপ থাকবে না । শুধু এক ঝলক দর্শন পাবে । দৃষ্টি, দর্শনে পরিবর্তিত হবে । তোমরা যে দৃষ্টি লাভ করো, অল্পে ভক্তিমার্গে তারা শুধু তা' দর্শন শব্দে অভিহিত করে । ডবল বিদেশিদের বিশেষ নেশা কি ? একটা গীত আছে, উঁচু উঁচু প্রাচীর, বড় বড় সাগর, দুনিয়ার সব দেশেই তো বেড়া আছে ! সুতরাং, দেশের উঁচু উঁচু বেড়া, ধর্মের বেড়া, নলেজের বেড়া, বিশ্বাসের বেড়া, রীতি-রেওয়াজের বেড়া, সব পার করতে করতে এসেছো তোমরা । ভারতবাসীও তো বাবার সাথে দেখা করেছে, ভারতবাসী বরসাও লাভ করেছে, কিন্তু তারা একই দেশের । তাদের এত কিছু বাধা পার করতে হয়নি । শুধু ভক্তির বেড়া ক্রস করেছে । কিন্তু ডবল বিদেশি বাচ্চারা অনেক রকম বাধা ডিঙিয়ে এসেছে, এইজন্য তাদের ডবল নেশা । দুনিয়ার অনেক রকমের পর্দা তোমরা পার করেছো, এইজন্য সব প্রতিবন্ধকতা পার করে আসা বাচ্চাদের ডবল স্মরণ-স্নেহ । তোমরা সেই মেহনত তো করেছো, তাই না ! কিন্তু বাবার ভালোবাসা তোমাদের সেই মেহনত ভুলিয়ে দিয়েছে । আচ্ছা ।

সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য আত্মাদের, সবাইকে লাইট মাইট দেয় এমন মহান বাচ্চাদের, যারা আনন্দের সংসারে সদা রুহানী আনন্দ উদযাপন করে, উৎসব মনে করে যারা প্রতিদিন উৎসাহে থাকে, বেহদের ঈশ্বরীয় উপহার প্রাপ্তকারী এমন ঝকমকে, উৎসাহে ভরপুর কল্পবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বিদেশি ভাই-বোনেদের সাথে : -

১) সবাই তোমরা নিজেকে হারানিধি মনে করো তো ? কতো স্নেহে বাবা তোমাদের চারদিক থেকে খুঁজে খুঁজে ফুলের তোড়াতে রেখেছেন । ফুলের তোড়ায় এসে সবাই রুহানী গোলাপ হয়ে গেছ । রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যে অবিনাশী সুগন্ধি দেয় । নিজেকে এমন অনুভব করো ? প্রত্যেকের এইরকম নেশা আছে তো আমরা বাবার প্রিয় ! সবাই বলবে আমার মতো প্রিয় বাবার কেউ নেই । ঠিক যেমন বাবার মতো প্রিয় আর কেউ নেই । তোমরা বাচ্চারাও বলবে, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ অনুযায়ী তোমাদের সকলের প্রতি বাবার বিশেষ স্নেহ আছে । নম্বরক্রমে হলেও তোমরা সবাই বিশেষভাবে স্নেহী । তোমরা সব বাচ্চাদের মূল্য শুধু বাবা জানেন আর তোমরা জানো, আর কেউ জানতে পারে না । অন্যেরা তোমাদের সাধারণ মনে করে, কিন্তু বাবা যাদের তাঁর আপন করেছেন তোমরা হলে সেই কোটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকের মধ্যে থেকেও বাছাই করা কেউ ! সাথে সাথেই তোমরা বাবার হয়ে গেছ, সর্বপ্রাপ্তি লাভ করেছো । বাবা তোমাদের সর্ব খাজানার চাবি দিয়েছেন । নিজের কাছে রাখেননি । তাঁর কাছে এত চাবি আছে যেগুলো তোমাদের সবাইকে দিয়েছেন । এই মাস্টার কী (চাবি) এমন যা দিয়ে তোমরা ইচ্ছামতো যেকোন খাজানা খুলে সেই খাজানা প্রাপ্ত করতে পারো । তোমাদের কোনো মেহনত করতে হয়না । এমনিতেও লন্ডন রাজতন্ত্রের স্থান, তাই না ! তোমরা প্রজা হতে যাচ্ছ না । সবাই তোমরা সেবাতে এগিয়ে যাবে ।

যেখানে প্রাপ্তি, সেখানে সেবা ব্যতীত তোমরা থাকতে পারোনা। সেবা কম অর্থাৎ প্রাপ্তিও কম। যারা প্রাপ্তিস্বরূপ, তারা সেবা ছাড়া থাকতে পারেনা। দেখ, সবাই তোমরা যদিও বা দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে গেছে, তবুও বাবা তোমাদের বিদেশ থেকে খুঁজে বার করে তোমাদের তাঁর নিজের বানিয়েছেন। যত দূরেই যাও না কেন বাবা তোমাদের ধরেই ফেলেছেন, আচ্ছা।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের সাথে :- সবাই তোমরা মহাবীর, তাই না? মহাবীর গ্রুপ অর্থাৎ যারা সদাসর্বদার জন্য মাঝাকৈ বিদায় জানিয়ে দেয়। এইরকম সেরিমনি তোমরা পালন করেছো? বাপদাদা সব সময় বলেন, অস্ট্রেলিয়া বাহাদুরের স্থান। সুতরাং, অস্ট্রেলিয়া নিবাসী সদাই মাঝাকৈ বিদায় দেয়, কারণ বাবা তোমাদের সাথে আছেন, সুতরাং বাবার সঙ্গে যখন তোমরা আছো, মাঝা তোমাদের কাছে আসতে পারেনা। বাবা সবসময় তোমাদের সাথেই, সুতরাং মাঝার বিদায় তো হয়েই গেল, তাই না! যারা বিদায় জানায় তারা সন্তুষ্টমণি। তারা নিজেরাও সন্তুষ্ট, সেবার সাথেও সন্তুষ্ট, সম্পর্কেও সন্তুষ্ট। সেবার সাথে সন্তুষ্ট এমন সন্তুষ্টমণির সঙ্গী হৃদয় সিংহাসনাসীন। সুতরাং যারা সিংহাসনাসীন হবে তারা সঙ্গী খুশি আর নেশাতে থাকবে। বাপদাদা সন্তুষ্টমণি, মহাবীর গ্রুপ তথা মাঝাজিৎ গ্রুপকেও দেখছেন।

দৃশ্যতঃ, সবাই তোমরা অনুভাবী আছা। তোমরা সেবাধারীও। সেবার বিশেষত্বে যেমন লন্ডনের বিশেষ পার্ট আছে, অস্ট্রেলিয়ারও বিশেষ পার্ট আছে। অস্ট্রেলিয়া নিবাসীদের বাপদাদা সঙ্গী তাদের সার্টিফিকেট দেন, যারা সেবাতে এভার রেডি এবং সঙ্গী সেবার বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। আচ্ছা।

বিদায়ের সময়ঃ - এখন তোমরা সবাই জেগে উঠছো, তোমাদের জন্য কোথাও না কোথাও জাগরণ হতেই থাকে। তোমাদের ভক্তরা তোমাদের জন্য জাগরণ করে, তবে তোমরা যদি এখন করো তো সেটা এমন কি বড় ব্যাপার! সঙ্গমযুগেই সবকিছু শুরু হয়। যা তোমরা জ্ঞানে করছো, সেটা লোকে ভক্তিতে করছে। ভক্তির ফাউন্ডেশনও সঙ্গমেই স্থাপনা হয়। সেটা ভাবনা আর এটা জ্ঞান। সবাই তোমরা সেবায় যাচ্ছ। এমন নয় যে তোমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছ, না, যাওয়া অর্থাৎ সেবার প্রমাণ ফিরিয়ে আনা। খালি হাতে ফিরে এসোনা। অন্ততঃ উপহার হিসেবে পুষ্পস্তবক তো দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং ফুলের তোড়া নিয়ে এসো বা ব্যাটন (পদমর্যাদাসূচক ক্ষুদ্র দণ্ড)। ফর্মে এই কোশ্চেনও অ্যাড করতে হবে, এক বছরে তোমরা কতটা প্রস্তুত হয়েছো যারা শূন্য হাতে এসেছে তাদের দ্বিতীয়বার সার্টিফিকেট দিওনা। এক বছরে অন্ততঃ একজনকে তৈরি করে তাকে তোমার সাথে ফিরিয়ে আনো। আচ্ছা!

অব্যক্ত মহাবাক্য -

বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানাও

সবচেয়ে তীব্রগতির সেবা হলো, বৃত্তি দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়া। দ্রুততম রকেটের থেকেও তোমাদের বৃত্তি অনেক তীব্র। তোমরা তোমাদের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে পারো। তোমরা যেখানে চাও, যতো বেশি সম্ভব আত্মাদের প্রতি হোক তুমি তোমার বৃত্তি দ্বারা এখানে বসে বসে পৌঁছাতে পারো। বৃত্তি দ্বারা দৃষ্টি এবং সৃষ্টি পরিবর্তন করতে পারো। তোমার বৃত্তিতে সেবার প্রতি শুধু শুভ ভাবনা, শুভ কামনা হবে। বিশ্ব কল্যাণ করার জন্য তোমার বৃত্তি, দৃষ্টি এবং স্থিতি সঙ্গী বেহদের হতে হবে। কোনো আত্মার প্রতি বৃত্তিতে সামান্যতমও নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাবনা যেন

না থাকে। নেগেটিভ বিষয়কে পরিবর্তন করা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যে স্বয়ং নেগেটিভ বৃত্তির হবে সে অন্যের নেগেটিভকে পজিটিভে চেঞ্জ করতে পারেনা।

স্থাপনার আদিতে তাদের সাধনের অভাব ছিলোনা, কিন্তু তারা সবাই বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির ভাঙিতে ছিলো। ১৪ বছর তারা যে তপস্যা করেছিলো, তা বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ছিলো। বাপদাদা এখন অনেক সাধন দিয়েছেন, সাধনের কোনো কমতি নেই, কিন্তু সবকিছু থাকতেও তোমাদের বেহদ বৈরাগ্যের বৃত্তি থাকতে হবে। তোমাদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ব্যতীত আত্মারা সুখী, শান্ত হতে পারবে না, মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে না, সুতরাং সব আবশ্যিক সাধন ইউজ করো কিন্তু যতোটা সম্ভব ততোটা হৃদয়ের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা ব্যবহার করো, সাধন সমূহের বশীভূত হয়ে নয়। এখন চারিদিকে সাধনার বায়ুমন্ডল বানাও। সময়ের নৈকট্য অনুযায়ী এখন প্রকৃত তপস্যা বা সাধনাই হলো "বেহদের বৈরাগ্য"।

বর্তমান বিশ্বে একদিকে ব্রষ্টাচার, অত্যাচারের আগুন, অন্যদিকে প্রয়োজন তোমরা সব বাচ্চাদের পাওয়ারফুল যোগ অর্থাৎ জ্বালা রূপে একাগ্রতার অগ্নি। জ্বালারূপ এই ব্রষ্টাচার, অত্যাচারের অগ্নি সমাপ্ত করে সকল আত্মাদের সহযোগ দেবে। তোমাদের গভীর ভালোবাসা জ্বালারূপ হতে দাও অর্থাৎ পাওয়ারফুল যোগ হতে হবে এবং তোমাদের বৃত্তিতে সকলের জন্য কল্যানকারী ভাবনা রাখতে হবে, তবেই এই একাগ্রতার অগ্নি সেই অগ্নিকে সমাপ্ত করবে, অন্যদিকে এটা আত্মাদের পরমাত্মার সন্দেশ এবং শীতল স্বরূপের অনুভূতি করাবে। এইজন্য তোমাদের দৃষ্টি-বৃত্তিতে অধিক মাত্রায় পবিত্রতাকে আন্ডারলাইন করো। যাই হোক, এইজন্য মূল ফাউন্ডেশন জ্ঞান এবং শক্তির প্রতিমূর্তি হও আর তোমাদের সঙ্কল্পকে শুদ্ধ বানাও। সুতরাং, তোমাদের ভাইব্রেশন, বৃত্তি এবং পবিত্র ভাবনা দ্বারা অন্যের মায়া সহজেই চলে যাবে। যদি তোমরা কেন কি - এর মধ্যে ধরো, তবে না তোমাদের মায়া যাবে না অন্যদের যাবে।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের দু'রকমের কাজ করতে হবে, এক, আত্মাদের যোগ্য এবং যোগী বানাতে হবে, দুই, ধরিগ্রীকেও তৈরি করতে হবে। এইজন্য বাণীর সাথে তোমাদের বৃত্তিকে আরও তীব্রগতিতে পরিবর্তন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ তোমাদের বৃত্তি দ্বারাই বায়ুমন্ডল তৈরি হবে এবং বাতাবরণের প্রভাব প্রকৃতির ওপর পড়বে, একমাত্র তখনই এটা তৈরি হবে। তোমাদের বাণী এবং বৃত্তি - এই দুইয়ের সাথে সেবাতে নিযুক্ত থাকো। তোমাদের কখন, কর্ম আর বৃত্তিতে হালকা ভাবের অনুভব করতে হবে। এইরকম নয়, তুমি বললে আমি তো হালকা কিন্তু অন্যেরা আমাকে বোঝেনা অথবা চেনেনা। যদি না চেনে তবে তুমি তোমার উইল পাওয়ার দিয়ে তুমি তোমার পরিচয় তাদের দিতে পারো। কমপক্ষে ৯৫% সকলের পছন্দের হও। তোমাদের কর্ম এবং বৃত্তি যেন তাদের পরিবর্তন করে। এইজন্য শুধু তোমাদের সহনশক্তি ধারণ করা আবশ্যিক। যদি তোমাদের বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে, তবে সেকেন্ডের সঙ্কল্প এবং দৃষ্টিতে, আর তোমাদের হৃদয়ের স্মিতহাসিতে মাত্র এক সেকেন্ডে কাউকে অনেক কিছু দিতে পারো। যে-ই আসুক তাকে গিস্ট দাও, শূণ্যহাতে তাদের যেতে দিওনা।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রতিটা পরিস্থিতিতে যদি পজিটিভ বৃত্তি দ্বারা দেখ, শোনো বা ভাবো তবে কখনো ক্রোধ বা বলপ্রয়োগ করতে হবেনা। তোমরা মাস্টার স্নেহের সাগর, সুতরাং, তোমাদের নয়নে, বৈশিষ্ট্যে, বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে সামান্যতমও অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা, এইজন্য যা কিছুই হোক, সমগ্র

দুনিয়াই যদি তোমাদের প্রতি ক্রোধ করে কিন্তু তোমরা, মাস্টার স্নেহের সাগর দুনিয়ার পরোয়া না করে বেপরোয়া বাদশাহ হও, তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল তৈরি হবে। আজকাল, সাইন্সের সাধনের দ্বারা রাফ বস্তুকেও অনেক সুন্দর রূপে বদলে দেয়, সুতরাং তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নেগেটিভ অথবা ব্যর্থকে পজিটিভে বদলে দিতে হবে। তোমাদের মন আর বুদ্ধি এমন হতে হবে, যাতে কোনরকম নেগেটিভ তাদের টাচ না করতে পারে, সেকেন্ডে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আচ্ছা।

বরদানঃ - দিনচর্যার সেটিং আর বাবার সঙ্গ দ্বারা প্রতিটা কার্য অ্যাক্যুয়েট করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

দুনিয়াতে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি হয় তাদের দিনচর্যা সেট করা থাকে। যেকোন কাজ তখনই অ্যাক্যুয়েট হয় যখন দিনচর্যা সেটিং হয়। সবকিছু সেটিংয়ে তোমাদের সময় এবং এনার্জি সাশ্রয় হয়, একজন ব্যক্তিই দশটা কাজ করতে পারে। সুতরাং, প্রতি কাজে সফলতা প্রাপ্ত করতে তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী, দায়িত্বশীল আত্মারা তোমাদের দিনচর্যা সেট করতে হবে এবং বাবার সাথে সদা কন্সাইন্ড হয়ে থাকতে হবে। হাজার ভূজধারী বাবা তোমাদের সাথে আছেন, সুতরাং এক কার্যের পরিবর্তে হাজার কার্য অ্যাক্যুয়েট করতে পারো।

স্লোগানঃ - সকল আত্মাদের প্রতি শুদ্ধ সঙ্কল্প করাই বরদানী মূর্ত হওয়া।

৩০-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতিজ্ঞা করো - যতক্ষণ না সত্যযুগী স্বরাজ্য স্থাপন হবে, ততক্ষণ আমরা সুখের নিদ্রা যাবো না, নিজে পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্র করবো"

প্রশ্ন :- ডামাতে কোন্ মৃত্যু যেন সঙ্গম যুগের নিয়ম হয়ে গেছে ?

উত্তর :- বিজয় মালাতে আসার জন্য পুরুষার্থ করা খুব ভালো ভালো বাচ্চাও আশ্চর্যবত শুনন্তি, কথন্তি পরে ভাগন্তি হয়ে যায় অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য হয়ে যায়। এমন মৃত্যুও যেন সঙ্গম যুগের নিয়ম হয়ে গেছে। শ্রীমত অনুসারে না চললে মায়া হারিয়ে দেয়। বাবার হয়ে হাত যদি ছেড়ে দাও, মনে করবে মরে গেলে। তখন ভাগ্যে গন্ডী লেগে যায়।

গীত :- -- আমি তোমার দ্বারে প্রতিজ্ঞা নিতে এসেছি....

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি জীবন্মৃত বাচ্চারা এই গান শুনেছে যারা বেঁচে থেকেও বলিদান দিয়েছে। সবাই তো আর বলিদান দেয় নি। পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে জীবন্মৃত হয়। যখন কেউ দত্তক নেয় বা অ্যাডপ্ট করে, তখন এক পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারের হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা আসুরী পরিবারে মৃত হয়ে এখন ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছি। ঈশ্বর এসে আমাদের কোলে তুলে নিয়েছেন। অজ্ঞান কালে কেউ ঈশ্বরের কোলে যায় না। ধর্মের গুরুদের আশ্রয় নেয়। বল্লভাচারী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যেমন বাচ্চাদের শ্রীকৃষ্ণের কোলে দেওয়া হয় কিন্তু সে তো হলো জড় চিত্র তাই পূজারী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বানানোর জন্য কোলে নিয়ে নেয়। এমন দত্তক তো অনেকেই নেয়। বাচ্চারা জানে যে বরাবর আমরা তাঁরই আশ্রয় নিই যা পূর্বে হয়ে গেছে। কেউ ক্রাইস্টের শরণ নেয়, কেউ আবার ইব্রাহিমের শরণ নেয়। এ কখন হয়ে গেছে, আবার তাঁরা কবে আসবেন - এ কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন তোমরা জীবন্মৃত হয়েছো। তোমাদের এখন এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। লৌকিক বাবার কাছে যখন বাচ্চারা আসে, তখন বাবার তো একদিন মৃত্যু হয় কিন্তু বাচ্চারা থেকে যায়। এখানে তোমরা এমন বাবার শরণ নিয়েছো যেই বাবা তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে অথবা দুর্গতি থেকে সন্নতিতে নিয়ে যান। মনুষ্য মাত্রেরই সন্নতিদাতা একজনই। এমন নয় যে সন্নতি কেবল তোমরাই পাও। সন্নতি তো অবশ্যই সবাই পায় কিন্তু ডামা অনুসারে কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতো, কেউ রজো, কেউ আবার তমো সন্নতি পায়। যদিও তমোতে আসে তবুও প্রথমে এলে দুঃখ ভোগ করে না। প্রথমে অবশ্যই সুখ ভোগ করবে। অন্তিম সময় সকলেই দুঃখ ভোগ করে।

বাবা বলেন যে, সন্নতিদাতা পতিত পাবন একমাত্র আমি। প্রথম দিকে যে সব আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে তার পরে দুঃখে আসে। তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে প্রথমে সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসো। তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে সন্নতি পাও। মুখ্য আট দানার তো গণনা করা হয়, তাই না। এখন তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। বাবার যখন হয়েছো তখন কখনোই বাবাকে ছাড়বে না কিন্তু শ্রীমত অনুসারে স্মরণ যদি না করো তখন মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয়। তিনি দত্তক তো নিয়েছেন, শুরুতে সবাই চলতে থাকে তারপর খুব ভালো ভালো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা যাদের বিজয় মালায় তিন - চার নশ্বরে রাখা হতো তারাও আশ্চর্যবত ভাগিনী হয়ে

গেছে । এও এই সঙ্গম যুগের নিয়ম । আশ্চর্যবত সুনন্তী, কথন্তী, ভাগন্তী - এ হতেই থাকবে । মানুষ বলবে, ড্রামাতে এর এভাবেই মৃত্যু ছিলো । বাবার হয়ে যদি হাত ছেড়ে দাও, মনে করবে মারা গেলে । যদিও এই দুনিয়ায় ছিলে তবুও এই দুনিয়া থেকে নির্গত হয়ে আসুরী দুনিয়াতে চলে গেলে । কোনো কারণ তো তৈরী হয়ই । যদিও বলবে ড্রামা কিন্তু শ্রীমতে না চললে মায়ার কাছে হার খেয়ে যায় । ভাগ্যে গন্তী টানা হয়ে যায় । ঈশ্বরের হলে মায়ার সঙ্গে লড়াই শুরু হয় । বাকি দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের লড়াই হয় না । মায়াই অসুর যে জয়লাভ করে যায় ।

আচ্ছা, এখন বাচ্চারা লিখছে, রাথী বন্ধন উৎসবে কি করবে ? প্রত্যেক উৎসবের জন্য মানুষ তৈরী তো করে । রাথী বন্ধন পর্ব উপলক্ষে আগে গিয়েই রাথী বাঁধে । এর সম্পূর্ণ রহস্যও বুদ্ধিতে থাকা উচিত । আগে তো ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা রাথী বাঁধতো । এখন এই নিয়ম হয়েছে যে বোনেরা ভাইকে রাথী বাঁধে । আসলে ব্রাহ্মণরা রাথী বাঁধতো কারণ ব্রাহ্মণ উচ্চ জাতি, স্বচ্ছ এমন গায়ন আছে । প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের থেকেও উঁচু কিন্তু ড্রামা অনুসারে সন্ন্যাসীরা এই সময় উঁচু হয়ে গেছে । আগে ব্রাহ্মণরা রাথী বাঁধতো । আবার জন্মাষ্টমীর সময় তাঁরা রাথী খোলে । দ্রৌপদীর জন্য যেমন বলা হয় --- চুল খুলে দিয়েছিলো । ঋষিদের জটাও সবসময় খোলা থাকে । স্ত্রী পতিব্রতা হলে তার চুল বেঁধে রাখে । দ্রৌপদী চুল খুলে রেখেছিলেন কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতক্ষণ না নিজের রাজ্য ফিরে পাবেন ততক্ষণ নিজের চুল বাঁধবেন না । এখন বাচ্চারা, তোমাদেরই কেবল অর্থ বৃদ্ধিয়ে বলা হয় । যতক্ষণ না আমরা স্বরাজ্যের অধিকার নেবো, ততক্ষণ সুখের নিদ্রা যাবো না । গাওয়া হয় তো - আরাম হলো হারাম । ভিতরে এই উদ্যম থাকা চাই যে, যতক্ষণ না আমরা স্বরাজ্যের অধিকার নিষ্পন্ন, ততক্ষণ সুখ কোথায় ? সুখ তো ভবিষ্যতে পাবো, তারজন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে রাথী বন্ধন অর্থাৎ পবিত্র থাকার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি । রাথী অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার কথা । এখন এই উৎসব কবে থেকে শুরু হয়েছে ? কেন শুরু হয়েছে ? কে রাথী বন্ধনের রায় বের করেছিলেন ? কোনো একজন এই রায় বের করেন, তারপর তার নাম হয়ে যায় । তাহলে এ হলো পবিত্রতার নিদর্শন । বোন তো হলো কুমারী । কুমারীরাই রাথী বাঁধে । তোমরা গৃহস্থরাও গিয়ে বাঁধো । কুমার হলো কুমার । কুমারই হোক বা বিবাহিতই হোক, বোনেরা ভাইকে রাথী বাঁধে । বিয়ে করলো অথচ পবিত্র থাকবে এ বড়ই মুশকিল । ভগবান বলেন যে, এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাকো, তাও থাকতে পারে না । তাই বোনেরদের দ্বারা কুমার ভাইদের রাথী বাঁধা উচিত যে প্রতিজ্ঞা করো, আমরা কখনোই বিষ পান করবো না । যারা বিকারী তারা তো কখনোই বিকার ত্যাগ করবে না । ভগবানের নির্দেশও তারা মানে না । তাই কুমার - কুমারীদের এই নিয়ম চলে আসছে । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নিয়মও এই সঙ্গম যুগের । সত্যযুগে তো সবই পবিত্র । ওখানে রাথী বাঁধার প্রয়োজন হয় না । এমন নয় যে সত্যযুগ থেকে নিয়ে এই নিয়ম চলে আসছে । অনেক উৎসবই এই সঙ্গম যুগের । লক্ষ্মী - নারায়ণের উৎসবও এখন পালন করা হয় কিন্তু এখন তার কোনো মহত্ব নেই । কৃষ্ণ জয়ন্তী মানুষ পালন করে কিন্তু প্রথমে বলো যে কৃষ্ণকে এমন কে বানিয়েছিলো ? বেচারারা জানে না । এও পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে । সমস্ত উৎসবই হলো এই সময়ের । সত্যযুগে এমন কিছু হয় না । দ্বাপরের কিছু সময় পরে শুরু হয় । দীপমালার উৎসবও সত্যযুগে পালন করা হয় না, যা এখন পালন করা হয় । এখন পালন করার অর্থ হলো অন্য । উৎসবের গুরুত্ব কবে থেকে - এ হলো বোঝার কথা । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, এই উৎসব হলো এই সময়ের, যখন শিব জয়ন্তী হয় । শিব জয়ন্তীর পরে হয় রাথী । পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করে এইসময়, যে এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাকো - ভারতকে অথবা এই বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য ।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই রাখী বন্ধনের অনেক গুরুত্ব । প্রতিজ্ঞা করা হয় - আমরা কখনোই পতিত হবো না । এখন তোমরা পবিত্র হও তাই তোমাদের অর্থাৎ এই পবিত্র কুমারীদেরই অধিকার থাকে রাখী বন্ধনের । ভাইদের সর্বদা পবিত্র রাখার জন্য রাখী বাঁধতে হবে আর গৃহস্থদেরও পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করাতে হবে । মানুষ তো বলে যে --- হে পতিত পাবন, এসো । তাই যাঁর নামে গাওয়া হয়, তিনিই প্রতিজ্ঞা করান যে পতিত থেকে পবিত্র হও । বাবা এসেই এই প্রতিজ্ঞা করান । শিব জয়ন্তীর পরে হলো রাখী বন্ধন । হোলিও জ্ঞানের উৎসব । হোলি এবং ধুরিয়া দুইই এই সময়ের । হোলি অর্থাৎ পবিত্র হও আর ধুরিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ধারণ করো । ওরা আবার নুড়ি - পাথর - গোবর বানিয়ে কি না করে । তাই পতিত পাবন বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন ।

যারা জীবন্মুত হয় তাদের মধ্যেও প্রকৃত সন্তান আর নামমাত্র সন্তান থাকে । প্রকৃত সন্তান যারা তাদের হিসেব - নিকেশ অবশ্যই বাবার কাছে থাকে । বাবা অবশ্যই তাদের সমস্ত কাজ - কারবার, সম্পত্তি ইত্যাদি জানবেন । তারাই বাবার প্রকৃত সন্তান যাদের বাবার প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম থাকে । এই প্রকৃত সন্তানও নম্বর অনুসারে হয় । আবার নামমাত্র সন্তানও নম্বর অনুসারে হয় । কেউ কুপুত্র আবার কেউ সুপুত্র তো হয়ই । এই শিব জয়ন্তীও সঙ্গম যুগে হয় । সঙ্গম যুগেরও সময় দেওয়ার প্রয়োজন । যেমন লিপ মাস বলা হয়, তেমনই লিপ সেফুরীও একশো বছরের । এ অনেক উচ্চ লিপ সেফুরী । বিংশ শতাব্দী বলা হয় তো । এর মধ্যেও এই শতাব্দী, যখন বাবা আসেন, একে সঙ্গম সেফুরী বলা হবে । এই উখাল - পাতাল হতেও সময় লাগে । দীপমালাও এখনকারই । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, শিব জয়ন্তীর পরেই হলো পবিত্রতার কথা । শুরুর থেকেই পবিত্রতার উপর ঝগড়া চলে আসছে । পবিত্রতার সাথে এই জ্ঞান আর যোগের ধুরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই চলে । খুব ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করা দরকার । জ্ঞানের ধুরিয়াও চলতে থাকে । তোমাদের উপর এই জ্ঞানের বর্ষণ হতেই হতেই থাকবে । এই পবিত্রতার জন্যই ঝগড়া চলতে থাকে । সবাই বলে যে, ইনি কে এলেন, যিনি বলেন ঘর - গৃহস্থীতে থেকেও পবিত্র থেকে দেখাও । সন্ন্যাসীরা তো সব ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যায় । গোপীচন্দ্র রাজারও কাহিনী আছে । তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো - তুমি রাজ্য - ভাগ্য কেন ছেড়ে দিলে ? তিনি বললেন - প্রভু মিলনের জন্য ছেড়েছি । এর উপর ভালো ভালো গানও গাওয়া হয় । এখানে তো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে । এই পবিত্রতার উপরই সমস্ত খিটখিট চলতে থাকে । বাচ্চারা কি ভক্তি করেছে ? বাবা চট করে সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন, তখন তারা মনে করতো, এ জাদু । একে বলা হয় শিববাবার চরিত্র । বসে বসে অদৃশ্য হয়ে যেতো - একেও ড্রামাই বলা হবে । একজন আর একজনকে দেখলো এবং ধ্যানে চলে গেলো । এ সমস্ত চরিত্র পরমপিতা পরমাত্মার, কৃষ্ণের নয় । কৃষ্ণের নাম নিয়ে সবাই তাঁর বদনাম করেছে । ভাগবতে কি সব কথা লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স, তাঁর সম্বন্ধে গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করেছিলো -- এই, এই করেছিলো, এমন চরিত্রের গায়ন করা তো উচিত নয় । দুনিয়ার মানুষ মনে করে বরাবর কৃষ্ণ এমন কাজই হয়তো করেছিলেন । তারপর বলে দেয়, কৃষ্ণের শরীরে কোনো আত্মা হয়তো এসেছিলেন - যিনি জ্ঞান শুনিয়েছিলেন । কিন্তু এমন তো হতেই পারে না । তিনি তো নামিদামী ছিলেন, তারপর রথ দেখানো হয় । রথে কৃষ্ণকে দেখানো হয় । ঘোড়ার গাড়িতে বসে কি পাঠশালা চালানো যায় ? এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । কোথায় ওই যুদ্ধের ময়দান দেখানো হয় আর কোথায় তোমাদের এই যুদ্ধ । এ হলো মায়ার উপর জয় পাওয়ার যুদ্ধ । তাই বাচ্চারা, তোমাদের রাখী বন্ধনের উপর বোঝাতে হবে । রাখী বন্ধন, অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করার জন্য পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন । তোমরা হলে

ব্রহ্মাকুমারী, যাদের গায়ন আছে । তারাই কুমারী যারা ২১ কুলের উদ্ধার করে । এ হলো সঙ্গমের কথা । এরপর এই উৎসব সত্যযুগ আদিতে চলে না । রাখী বন্ধনের পরেই হলো কৃষ্ণ জয়ন্তী, কেননা সত্যযুগে প্রথম নম্বরে জন্ম হবে কৃষ্ণের । তাঁরও রাজধানী থাকে । ওরা এইসময় প্রতিজ্ঞা করে শ্রীকৃষ্ণের কুলে যাবার জন্য । এ হলো রাজযোগ । তোমরা এতে নর থেকে নারায়ণ হও । লক্ষ্মী - নারায়ণের জীবন কাহিনী লেখা নেই । বাবা বুঝিয়েছেন যে, রাধা -- কৃষ্ণই হলো লক্ষ্মী - নারায়ণের জীবন কাহিনী । কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । আচ্ছা, নারায়ণ জয়ন্তী কোথায় ? কারণ তো আছেই, তাই না । রামকে কৃষ্ণের উপরে ত্রেতা যুগে দেখানো হয় । ও ষোল কলা আর এ হলো চোদ্দ কলা । সম্পূর্ণ খেলাই দ্বিধায় পূর্ণ । মহত্ব হলো এই যুগের । এমন মনে করো না যে, দীপমালা সত্যযুগে শুরু হয় । সত্যযুগে তো হলোই পবিত্র দুনিয়া । সমস্ত আল্লাই আগ্রহ অবস্থায় থাকে । উৎসব সবই হলো এই সময়ের । এখন তোমরা সকলের বায়োগ্রাফিই জানো । শিববাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের বলেন যে, এখন পবিত্র হও । তোমরা আল্লাহর এখন ময়লা হয়ে গেছো । সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয়, আল্লাহ নির্লিপ্ত, তাই অনেক মানুষই বলে দেয় যে , ডিম বা মাছ খেলে কোনো ক্ষতি নেই । সকলেরই তো নিজের নিজের নিয়ম আছে । আগে কালীর কাছে মানুষকে বলি দেওয়া হতো । শিবকে তো কালো বলা হবে না, না কালো বলা হবে শঙ্করকে । হ্যাঁ, ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুই রূপ গোরার থেকে কালো হয় । এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসা রেখে প্রকৃত সন্তান হতে হবে । নিজের সম্পূর্ণ খবর বাবাকে জানাতে হবে । কখনোই কুপুত্র হওয়া যাবে না ।

২) রাখী বন্ধনের যথার্থ রহস্য বুদ্ধিতে রেখে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । মায়ার কাছে কখনোই হেরে যাবে না । পবিত্রতার শক্তিতে স্বরাজ্য নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

বরদান :- রুহানিয়তের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার এবং সুন্দর স্বভাবের মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব

কোনো কোনো বাচ্চা খুবই হাসি ঠাট্টা করে আর তাকেই আনন্দের মনে করে । এমন আনন্দের গুণ ভালো মনে করা হয় কিন্তু ব্যক্তি, সময়, সংগঠন, স্থান এবং বায়ুমণ্ডল অনুযায়ী এই আনন্দ ভালো লাগে । যদি এই সব জিনিসেরই উপযুক্ত আনন্দ দান না হয়, তাহলে এই আনন্দ দানও ব্যর্থের লাইনে গোনো হবে আর সার্টিফিকেট মিলবে যে, এ খুব হাসায় কিন্তু খুব কথা বলে, এই কারণে সেই হাসি - আনন্দই ভালো যাতে রুহানিয়ত থাকবে আর আল্লাহর জন্য লাভজনক, বাণী যদি সীমার ভিতরেই থাকে, তাহলে তাকেই বলা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম ।

স্লোগান : - সদা সুস্থ থাকতে হলে আত্মিক শক্তিকে বাড়াও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতিটি পদক্ষেপে শিববাবার শ্রীমং নিতে হবে, নিজের সব খবর ব্রহ্মা দ্বারা বাবাকে দিতে হবে"

প্রশ্ন: - এক পিতার সন্তান হয়েও কেউ প্রীত বুদ্ধি, কেউ বিপরীত বুদ্ধি হয় - কিভাবে ?

উত্তর : - যে বাচ্চারা নিজের পুরোপুরি ভাবে বাপদাদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, কোনও কথায় সংশয় বুদ্ধি হয়না, কর্মের সত্য চার্ট ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবাকে বলে তারা হয় প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা। যদি কোনও কথায় ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, চিঠি-পত্র ইত্যাদি না দেয় এবং ভাবে যে ব্রহ্মার সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে তখনই বুদ্ধিকে মায়া ধরে নেয়। তারা হয় বিপরীত বুদ্ধি ।

গীত : - আমায় আশ্রয় দিয়েছেন যিনি

ওম্ শান্তি। বাবাও বাচ্চাদের ধন্যবাদ করেন। যারা সহযোগী বাচ্চা হয় তাদের বাবাও ধন্যবাদ করেন এবং বাচ্চাদের প্রশংসাও করেন। এখন তো বাচ্চারা জেনে গেছে যে বেহদের পিতা এসেছেন। বাবা আসেন-ই পতিত দুনিয়ায়। গায়নও করা হয় - হে পতিত-পাবন আসুন। অতএব পতিত-পাবন আসবেন, নিশ্চয়ই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গের স্থাপনা করবেন , যেখানে মানুষের সংখ্যা কম হয়। পবিত্র দুনিয়ার মহিমা গায়ন করা হয়। পবিত্র দুনিয়ায় কেউ ভগবানকে ডাকেনা। ডাকে সবাই পতিত দুনিয়ায়। ভক্ত নিজেদের পতিত ভাবে। যথাযথভাবে একমাত্র ভারতেই পবিত্র রাজস্ব দেবতাদের ছিল। ভারতে পবিত্রতা ছিল। বিরাট ধনী, অসীম সুখে বসবাস ছিল, এখন তো সবাই দুঃখী হয়েছে। শিববাবা ব্রহ্মা দেহে বসে বোঝান। সুতরাং ব্রহ্মা দেহ রূপও স্মরণ করতে হবে তাইনা। যদি বাচ্চারা দূরে থাকে, তোমরা নিজের নিজের শহরে ফিরে যাবে তখন তোমাদের যিনি বেহদের পিতা, প্রিয়তম তাঁকে চিঠি পত্র তো লেখা উচিত তাইনা। শিববাবাকে লিখতে হয় ভায়া ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ব্যতীত শিববাবা শুনতে পারবেন না। শিববাবা কে ভায়া ব্রহ্মা স্মরণ করতে হয় তাইনা। এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা ভাবে আমরা তো শিববাবাকে স্মরণ করি। সাকারের সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই কিন্তু তবুও শিববাবা এখানে আছেন তাই ব্রহ্মাবাবাকেই পত্র লিখতে হবে। খবর দিতে হবে - শিববাবাকে ভায়া ব্রহ্মা। গায়নও আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি এবং বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি - কার সঙ্গে ? শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা। যদিও ক্ষীণ বুদ্ধি আত্মারা বলে আমরা শিববাবাকেই স্মরণ করি। শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের ভবসাগর পার হবে। কিন্তু তিনি কোথায় ? নিশ্চয়ই এখানে এই দেহে অবস্থিত, এনার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। নিরাকারের উদ্দেশ্যে তোমরা চিঠি পত্র লিখবে কিভাবে ? স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে চিঠি লেখে তাইনা। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত মানুষ, মানুষকে পত্র ইত্যাদি লিখেছে। এখন আত্মারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাই ওঁনাকে পত্র লেখে। নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং ভায়া ব্রহ্মা কানেকশন রাখতে হবে তাইনা। ব্রহ্মা দ্বারা চিঠি লিখলে তো শিববাবা বুঝবেন বাচ্চারা সঠিক ভাবে স্মরণ করে। কারো বুদ্ধিকে মায়া বশ করে নেয় বা দেহ-অভিমান বুদ্ধি পেলে পত্র ইত্যাদি লিখতে ভুলে যায়। এখন হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। পাণ্ডবদের হল প্রীত বুদ্ধি। তারা ভাবে গীতার ভগবান ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, ধরো শ্রীকৃষ্ণ আছেন তাহলে তো ওনাকে চিঠি

লিখতে হয়। শিববাবাকেও লিখতে হয়। শ্রীমৎ তো অবশ্যই নিতে হবে। বলে শিববাবাকে স্মরণ করি। কিন্তু সাকার ব্রহ্মা ব্যতীত এই পরামর্শ তো প্রাপ্ত হবেনা। ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা লেখে যে আমাদের যোগ শিববাবার সঙ্গে আছে, আমরা শিববাবাকে সহযোগ করতে থাকবো। যদিও করতে হবে ভায়া ব্রহ্মা , পিতা না থাকলে দাদুর বর্সা (সম্পত্তির অধিকার) প্রাপ্ত করা যায়না। প্রতি কদমে পরামর্শ নিতে হবে। বাবার কাছে এমন খবর আসে। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মার সঙ্গে রাগ অভিমান করে। তখন মায়া মুখ ঘুরিয়ে দেয়। বোঝা উচিত আমাদের শিববাবার কাছে প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে - বাবা এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত।

বাবা সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন যে - বাচ্চারা, রাজি খুশী আছো ? এক হয় শারীরিক অসুখ, দ্বিতীয় হয় রুহানী অর্থাৎ আত্মার অসুখ। কখনো এইরূপ পত্র লেখেনা যে বাবা আমরা খুব আনন্দে আছি, আমাদের উপরে মায়া আক্রমণ করেনা। আচ্ছা, উনি সবকিছু জানেন তবুও ওঁনার কাছে পরামর্শ নিতে হয় - এই বিষয়ে আমি ঠিক না ভুল ? যোগ পুরোপুরি নেই অর্থাৎ উল্টো হয়ে গেছে। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি বাচ্চাদের তো বাবার কাছে আসতে হয় । বাবা এখানে বসে আছেন কিনা। অনেকের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায় তখন তারা উল্টো পাণ্টা কাজ করতে থাকে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীমৎ ছাড়া তো কাজ হবেনা। গাইড না থাকলে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কেউ পথ চেনেনা তাহলে ফিরে যাবে কীকরে ? গাইডের সাহায্য অবশ্যই চাই। সাঁতরে পার হতে নিশ্চয়ই আধার চাই। বাচ্চাদের বাবা বোঝান কোনো কথায় সংশয় উঠলেও ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে অবশ্যই কানেকশন রাখতে হবে। শিববাবার মতামত তো ব্রহ্মাবাবার কাছেই প্রাপ্ত হয় তাইনা। বাবা বোঝান - অকালমূর্ত অর্থাৎ শিববাবার এই রথ বা তথত (বসার স্থান) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বাবা বলেন - আমি এনার রথ বা তথতের আধার নিয়েছি। যদিও আমি যেকোনো সময়ে প্রবেশ করে নিজের সেবা করি। বাবা বোঝান কেউ হনুমানের ভক্তি করে তো তাদের সেই রূপের সাক্ষাৎ করাই। ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী দর্শন করাই। যদি হনুমানের স্বরূপে সাক্ষাৎকার করাই তাহলে তো এই রূপটাই মনে বসে যাবে। তার রূপেই সবাই ভক্তি ভাবে যুক্ত হবে। বাবা এই রথ টি অনুভবী নিয়েছেন । উনি ছিলেন জহরাতের ব্যবসায়ী। এইটি হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। কল্প কল্প এই রথে এসে কার্য সম্পন্ন করি। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করি তাইনা। যেমন ক্রাইস্ট দ্বারা খ্রিস্টিয়ান রচনা হয়। রাশি মেলে তাইনা। সুতরাং আমায় আসতে হয় ব্রহ্মার রথে। এনার জন্মের কাহিনী বসে বোঝাই। প্রথম জন্ম হল শ্রীকৃষ্ণ রূপে। ওনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি। একেবারে একুরেট বলি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো - প্রথমে তো ব্রহ্মা নিশ্চয়ই চাই তবে তো ওনার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হবে। ব্যক্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই। সূক্ষ্ম বতনে প্রজাপিতা হয়না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে চাই এবং আমি আসি ভারতেই। যখন ঘোর অন্ধকার থাকে। অর্ধকল্প পূর্ণ হয়।

গায়নও করে - হে পতিত-পাবন আসুন। যদি প্রলয় হবে তবে দুনিয়াটা পবিত্র হবেনা। প্রলয় শব্দটি ভুল। যখন কোটি কোটি মানুষ দুঃখী পতিত হয় তখন আমি আসি। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ- ত্রেতা, দ্বাপর-কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। এখানে কোটি কোটি মানুষ আছে, সত্যযুগে এত মানুষ দরকার নেই। দেখানো হয় যে পেট থেকে মিসাইল বেরিয়েছে, যার দ্বারা নিজের কুলের বিনাশ হয়েছে এইসব কাহিনী বসে তৈরি করা হয়েছে। পেট থেকে কিছুই বের হয়নি , এইসবই বুদ্ধির কাজ। বিজ্ঞানের দ্বারা এখন কত সুখের ব্যবস্থা হয়েছে। পূর্বকালে এই গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছুই তো ছিলনা। বাবা হলেন অনুভবী । শিববাবা বলেন আমি বৃদ্ধ দেহে আসি , কৃষ্ণের তো

বুদ্ধ দেহ নয়। কৃষ্ণ তো পতিত নয়। বলা হয় পতিত-পাবন আসুন অর্থাৎ পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয়। পতিত দুনিয়ায় পবিত্র দেহ তো হয়না। এখানে আত্মারাও হয় তমোপ্রধান তাই দেহও হয় তমোপ্রধান। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ বলা হয় কিনা। প্রথমে হয় গোল্ডেন এজ। সেখানে আত্মা ও শরীর দুই-ই হয় পবিত্র। পরবর্তী কালে আত্মা পতিত হয়ে যায়। তাদেরই এসে পবিত্র করি। মায়া এমন যে ভালো ভালো আত্মাদের কান ধরে নেয় (অর্থাৎ মায়া বশ করে নেয়)। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে রাগ অভিমান করে, সংশয় যুক্ত হয়ে, পতনের দিকে যায়। মায়া মুখ ঘুরিয়ে দেয়। প্রীত বুদ্ধি থেকে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়। তখন শিববাবার কাছে পড়াশোনাও বন্ধ হয়। কেউ পড়ে কিন্তু জ্ঞান ধারণ হয়না তবুও বাবা বলেন কোনও অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র দুটি বিষয়ে মজবুত হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন এখানে এবং ওখানে (ঘর বা পরমধাম) থাকা উচিত। একটি জিন বা ভূতের গল্প আছে না। ভূত বলে কাজ দাও তা নাহলে খেয়ে ফেলব। বাবা বলেন আমি স্মরণ করার কাজ দিয়েছি। যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। স্মরণের জন্যে একটু সময় তো বের করতে হবে তাইনা। প্রথমে একটু একটু তারপরে অনেক প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। বাবা বলেন চুপ করে শুধু স্মরণ করো। তোমরা জানো যে বাবা উপরেও আছেন, এখানেও আছেন। বাবার কাছে আমাদের যেতে হবে। এখন তোমাদের বোধ আছে বাবা এই শরীরে এসেছেন। স্মরণ না করলে মায়া গ্রাস করবে। কাহিনী তো অনেক আছে।

আগে বোধ ছিলনা এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমি চলে যাই তারপরে তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের আত্মার সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা পরীক্ষা পাস করে শরীরের দ্বারা। এখন বাবা বলেন দেহি-অভিমানী হও। গৃহস্থ থেকে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই লাভ। এর নামই হল যোগ। এই হল স্মরণ করা, আত্মাদের প্রীতি পিতার সঙ্গে। তারা স্মরণ করে। প্রেমিক প্রেমিকার একে অপরের দেহের প্রতি প্রেম হয়। কারণ তারা দুজনেই হল দেহধারী। এমন যেন প্রেমিকের সামনে প্রেমিকা বা প্রেমিকার সামনে প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছে। এখন তোমরা তো হয়েছ পরম পিতা পরমাত্মার প্রেমিক। একজন হল প্রেমিকা, বাকি সব আত্মারা হল প্রেমিক। তিনি নিরাকার পিতা, তিনি বসে তোমাদের এই সাকার দেহে বসে জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা তো না-ই আত্মাকে দেখতে পাও, না-ই পরমাত্মাকে। কখনো কখনো কেউ আত্মার সাক্ষাৎকার করে থাকে। মানুষ তো কিছুই বোঝেনা। বাবা লাইটের সাক্ষাৎকার করান কারণ মনের ভাবনা এমনই আছে। বলা হয় তেজস্বয় প্রকাশ স্বরূপ, আর নয়, আর সহ্য করা যাচ্ছেনা। চোখ দুটি লাল হয়ে যায়। বাবা বোঝান যে আমি হলাম স্টার। যেমন জোনাকী হয়। যেমন ভাবে জ্বলজ্বল করে তেমনই স্টার সম আত্মা বাইরে বেরিয়ে যায়। (বিবেকানন্দের যেমন হয়েছিল) যার যেরকম ভাবনা হবে তার সেরকম সাক্ষাৎকার হবে। বাবা বোঝান যে এইরকম ভাবে তোমাদের ভাবনা অনুসারে আমি সেইরূপেই সাক্ষাৎকার করাই। যেরূপ আত্মা সেইরূপেই পরমাত্মা কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আত্মাও হল চৈতন্য। সব সংস্কার আত্মায় আছে। বাবারও সংস্কার আছে - স্থাপনা, বিনাশ ও পালনার কর্তব্য করার সংস্কার। তিনি হলেন ত্রিমূর্তি কিনা। শিববাবাকে কেউ জানেনা। ফলে ত্রিমূর্তির উপরে শিব রচয়িতাকে ভুলেছে। বাস্তবে গীতার ভগবান হলেন ত্রিমূর্তি শিব তবুও তারা বলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। আরে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের কেউ তো রচয়িতা হবে তাইনা? ব্রহ্মার নাম আলাদা, শিববাবার নাম আলাদা। তা নাহলে কার উদ্দেশ্যে বলা হয় তিনি হলেন রচয়িতা। কেউ বুঝতে পারেনা।

বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। তোমাদের হল প্রীত বুদ্ধি। কেউ বিপরীত বুদ্ধি হলে পাণ্ডব থেকে কৌরব হয়ে যায়। যদিও এখানে আসে কিন্তু পদ মর্যাদা কম হয়ে যায়। যা কিছু জমা হয় সব শেষ হয়ে যায়। তারা প্রজায় কম পদ প্রাপ্ত করবে। এই সময় দেখ পড়াশোনা করে কত উঁচুতে উঠতে পারে। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, দেবতা হতে গেলে এই বিষয় ত্যাগ করতে হবে। একমাত্র বাবা হলেন সত্য সদগুরু যিনি মুক্তি- জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। সবাইকে যেতে তো হবে এক সময়। এমন নয় কেউ মধ্যখানে ফিরে যাবে। প্রত্যেক কে নিজের পাট পুরো করতে হবে। অবশ্যই শেষ সময়ে মশার মতন ফিরে যেতে হবে। গীতায়ও লেখা আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে গীতার গুরুত্ব শেষ করে দিয়েছে। বাবা না এলে মুক্তিধামে যাবে কিভাবে? তারপরে নিজের সময় অনুযায়ী এসে পাট প্লে করবে। এ হল বিস্তৃত বিবরণ। সার তত্ত্ব হল আমায় স্মরণ কর। গড ইজ ওয়ান। বাকিরা সবাই হল সন্তান। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছ তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা খুশী থাকার জন্যে প্রতি কদমে বাবার কাছে পরামর্শ নিতে হবে। শিববাবাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্মরণ করতে হবে। নিজের খবর দিতে হবে।

২) কখনও কোনো কথায় সংশয় যুক্ত হবেনা। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মার সঙ্গে অভিমান করে পড়াশোনা ছাড়বে না। সর্বদা প্রীত বুদ্ধি হয়ে থাকবে।

বরদান : - মুখের শব্দ গুলিকে ডবল আন্ডারলাইন করে প্রতিটি শব্দকে অমূল্য বানিয়ে দেয় এমন মাস্টার সদগুরু ভব

ব্যাখা: বাচ্চারা তোমাদের মুখের কথা এমন হবে যে শ্রোতারা চাতক পাখির মতন হয়ে থাকবে তারা সবসময় ভাববে যে ইনি কিছু বললে আমরা শুনব - একেই বলা হয় অমূল্য মহাবাক্য। মহাবাক্য সংখ্যায় কম হয়। যখন ইচ্ছা বলতেই থাকে - তাকে মহাবাক্য বলা হবেনা। তোমরা সদগুরুর সন্তান মাস্টার সঙ্গুর, তাই তোমাদের এক একটি কথা হল মহাবাক্য। যে সময় যে স্থানে যে কথাটি প্রয়োজন, যুক্তিযুক্ত, নিজের ও অন্য আত্মাদের লাভদায়ক, সে কথাই বলা। তোমার বলা কথা গুলিকে ডবল আন্ডার লাইন করো।

স্লোগান - শুভ চিন্তক মণি রূপে, নিজের কিরণ দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করতে থাকো।